পরিশিষ্টঃ ১. আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদা প্রসঙ্গ।

সূচনাঃ এই অধ্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় "আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদা প্রসঙ্গের" উপর আলোচনা করা হবে। এই অধ্যায়টি অত্র গন্থের (০৩ নং মতবিরোধের কারণ)>> "মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান না থাকা" (পৃষ্ঠা নং-২২২)<< প্রসঙ্গের" সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও ধারণা নিয়ে তাঁকে إِتِّبَاعٌ (ইত্তিবাউন) তথা অনুসরন-অনুকরন করা ফরজ। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদা সম্পর্কে ত্রুটিপূর্ণ জ্ঞান ও ধারণা নিয়ে তাঁকে إِتِّبَاعٌ (ইত্তিবাউন) তথা অনুসরন-অনুকরন করা "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ" (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর "(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী থেকে শুরু করে কিয়ামত সংঘটন পর্যন্ত শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভুক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষের মুনাফিকি তথা কপট আচরণ। এই মুনাফিকি তথা কপট আচরণ থেকে মুক্ত হয়ে সঠিক জ্ঞান ও ধারণা নিয়ে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে إِتِّبَاعٌ (ইত্তিবাউন) তথা অনুসরন-অনুকরন করতে হলে তাঁর উচ্চমর্যাদা সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়া ও জ্ঞান রাখা মুসলিম দাবীদার মানুষের উপর ফরজ। নিম্নে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হল। যেহেতু অত্র অধ্যায়টি (০৩ নং মতবিরোধের কারণ)>> "মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান না থাকা" (পৃষ্ঠা নং-২২২)<< প্রসঙ্গের" সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় সেহেতু আমি সর্ব প্রথমে উক্ত বিষয়টির অবশিষ্টাংশের আলোচনার মধ্য দিয়েই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া শুরু করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদার গুণাবলীসমূহ যথাক্রমে চারটি(০৪টি)।

১. مَفَاتِيْحُ الْغُيُوْبِ (মাফাতিহুল গুয়ুবি) তথা অদৃশ্যবিষয়সমূহের চাবি হস্তগত হওয়া।

২. مَفَاتِيْحُ خَزَائِنِ الْأَرْضِ (মাফাতিহু খাযায়িনিল আরদি) তথা জমিনের ভান্ডারসমূহের চাবি হস্তগত হওয়া।

৩. সৃজনশীল গুণসম্পন্ন হওয়া।

৪. মুজিযা বা অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়া।

(০৩ নং মতবিরোধের কারণ)>> "মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান না থাকা" (পৃষ্ঠা নং-২২২ এ বর্ণিত হাদিস শরীফের মাধ্যমে আমি এই কথা বুঝাতে চেষ্টা করেছি যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ঈমান আনার বা ঈমান থাকার বিষয়টি সম্পূর্ণটাই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি পূর্ণ ভালবাসার উপর নির্ভশীল। যে ব্যাক্তিই বলবে যে আমি নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বিশ্বাস করি, তার এই ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণীয় হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে বলবে আমি নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে আমার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি, ভাই-বোন, স্ত্রী-পরিজন, গোত্র-বংশ, আত্মীয়-স্বজন, অর্জিত ধন-সম্পদ,ব্যবসা-বানিজ্য এবং পছন্দের বাড়ী-ঘর এমনকি সবকিছুর চেয়ে বেশী ভালবাসি। যেমন পবিত্র

কুরআনের সুরা তাওবা, ২৪ নং আয়াতে বলেনঃ----------
قُلْ إِنْ كَانَ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ نِ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ وَجِهَادٍ فِى سَبِيْلِهِ فَتَرَبَّصُوْا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ ـ وَاللهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ ـ سُوْرَةُ التَّوْبَةِ (24)

অর্থঃ-বলুন, তোমাদের পিতা,তোমাদের সন্তান,তোমাদের ভাই,তোমাদের স্ত্রী,তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ,তোমাদের ব্যবসা-বানিজ্য ,যার মন্দার আশঙ্কা কর(যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর) এবং তোমাদের বাসস্থান যাকে তোমরা পছন্দ কর(পছন্দের বাড়ী-ঘর) তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ,তাঁর রাসুল এবং তাঁর পথে জেহাদ করা থেকে(প্রণান্তকর সংগ্রাম করার চেয়ে)অধিক প্রিয় হয়,তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত সে দিন পর্যন্ত যখন আল্লাহর চুড়ান্ত ফয়সালা তোমাদের সামনে উপস্থিত হবে)।(জেনে রাখো)আর অল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না(আল্লাহ সত্যত্যাগীদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করেন না)সুরা তাওবা, আয়াত নং-২৪।

উপরোক্ত আয়াতে কারিমাতে মহান আল্লাহ তাআ'লা সকল মুসলিম মানুষকে এই আদেশ করেছেন যে, আল্লাহ তাআ'লা এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ভালবাসাকে এমন স্তরে রাখা ফরজ যেই স্তর অন্য কারো ভালবাসা অতিক্রম করবে না । ফলে যার ভালবাসা এই স্তরে নয় সে আযাবের যোগ্য। কারণ সে বাহ্যত মুসলিম সমাজে মুসলিম, মহান আল্লাহ তাআ'লা এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট বাস্তবে সে ফাসিক-মুনাফিক । কারণ, মুনাফিক মুসলিগণ আল্লাহ তাআ'লার এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার আদেশ-নিষেধ বাস্তবায়নের প্রতি গুরুত্ব দিবে । কিন্তু তারা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ভালবাসা প্রদর্শনের প্রতি তেমন গুরুত্ব দিবেনা । নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ভালবাসা, আদব-শিষ্টাচারিতা, তাঁর উচ্চমর্যাদার প্রতি আনুগত্য ও অনুসরণ করার মত আরো ইত্যাদি বিষয়গুলোর আলোচনা উপস্থিত হলে তারা তখন আইন তালাশ করবে । তারা এটা জানেনা যে, ভালবাসা, আদব তথা শিষ্টাচারিতা, তাঁর উচ্চমর্যাদার প্রতি আনুগত্য ও অনুসরণ করার মত আরো ইত্যাদি বিষয়গুলো আইনের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত, সহজাত প্রবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা,মনের আন্তরিক অনুভুতি ও আবেগ তাড়িত বিষয়। এই সহজাত প্রবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত ভালবাসা, ভক্তি-শ্রদ্ধাজনিত আদব তথা শিষ্টাচারিতা, তাঁর উচ্চমর্যাদার প্রতি আনুগত্য ও অনুসরণ করার মত আরো ইত্যাদি বিষয়গুলো **إِتِّبَاعُ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ** (ইত্যিবাউর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)তথা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে **অনুসরন-অনুকরনের** মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে-স্বতঃস্ফুর্তভাবে(আপনা-আপনি)তৈরী হয় । মুনাফিক মুসলিমের মধ্যে সহজাত প্রবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত ভালবাসা, ভক্তি-শ্রদ্ধাজনিত আদব তথা শিষ্টাচারিতা, তাঁর উচ্চমর্যাদার প্রতি আনুগত্য ও অনুসরণ করার মত আরো ইত্যাদি বিষয়গুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে-স্বতঃস্ফুর্তভাবে(আপনা-আপনি)তৈরী হয় না ।আমাদেরকে জানতে হবে যে, মহান আল্লাহ তাআ'লার এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার আদেশ-নিষেধ ও শর্তাবলী বাস্তবায়নের নাম হচ্ছে **إِطَاعَةٌ** (ইতাআ'তুন)তথা আনুগত্য। নিম্নে **إِطَاعَةٌ** (ইতাআ'তুন) তথা আনুগত্য ও **إِتِّبَاعٌ** (ইত্তিবাউন) তথা অনুসরন-অনুকরন শব্দ দুটির ব্যাখ্যা দেওয়া হল।----------

<u>إِطَاعَةٌ (ইতাআ'তুন) তথা আনুগত্যের উৎপত্তিঃ</u>

মহান আল্লাহ তাআ'লার পবিত্র কুরআনের বাণী----------
يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُواالَّهَ وَأَطِيْعُواالرَّسُوْلَ (سُوْرَةُ النِّسَاءِ ـالْأَيَةُ - 59) (অর্থঃ-হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে

মান এবং রাসুলকে মান,সুরা-নিসা,আয়াত নং-৫৯)বাক্য থেকে إِطَاعَةٌ (ইতাআ'তুন)তথা আনুগত্য শব্দটি এসেছে। মহান আল্লাহ তাআ'লার এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার আদেশ-নিষেধ ও শর্তাবলী বাস্তবায়নের জন্যে এই শব্দটিই বহুল ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

إِطَاعَةٌ (ইতাআ'তুন) তথা আনুগত্য বাস্তবায়নের পদ্ধতিঃ

মহান আল্লাহ তাআলা যেহেতু সৃষ্টি কর্তা এবং তিনি অদৃশ্যসত্তা সেহেতু তাঁর কথার আওয়াজ মাখলুকের মত আওয়াজ যোগ্য নয়। তাই তাঁকে সরাসরি আনুগত্য করা যায় না। সেই জন্যেই মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর সকল আদেশ-নিষেধ বাস্তবায়নের জন্যে তিনি তাঁর দৃশ্যমান কোন এক প্রিয় সৃষ্টিকে আনুগত্য করতে সকল মানুষকে বিশেষকরে মুসলিম মানুষকে নির্দেশ দিয়ে থাকেন এবং সেই প্রিয়সৃষ্টির আনুগত্যকেই তাঁর নিজের আনুগত্য গণ্য করেন। যেমন মহান আল্লাহ তাআ'লাকে সিজদা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে । এই আদেশটি বস্তবায়ন করতে হলে মহান আল্লাহ তাআ'লাকে মাখলুকের সামনে উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন হয় । যেহেতু মহান আল্লাহ তাআলা অদৃশ্যসত্তা সেহেতু সিজদা করার মত তাঁর এই আদেশখানা বাস্তবায়নের জন্যে তাঁর দৃশ্যমান কোন এক প্রিয় সৃষ্টির প্রয়োজন হল । সেই জন্যেই তিনি বায়তুল্লাহ বা কাবা শরীফের মত এক প্রিয় বস্তু সৃষ্টি করলেন । কাবা শরীফকেই মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর সিজদার কেন্দ্রস্থল বানালেন। এখন কোন মুসলিম কাবা শরীফের দিকে মুখ করে সিজদার নিয়ত করে জমিনে মস্তক অবনত করলে তার এই সিজদাকে মহান আল্লাহ তাআ'লাকে সে সিজদা করেছে বলে মহান আল্লাহ তাআ'লা গণ্য করেন। ঠিক তদ্রুপই মহান আল্লাহ তাআ'লার নির্দেশিত ও নির্দিষ্ট প্রিয়সৃষ্টির আনুগত্যকেই তাঁর নিজেকে আনুগত্য গণ্য করেন। সেইজন্যে মুসলিম মানুষের জন্যে মহান আল্লাহ তাআ'লা ইসলাম ধর্মের সকল কার্যাবলীকে বাস্তবায়নের জন্যে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে আনুগত্যের কেন্দ্র বানিয়ে দিলেন । ইসলাম ধর্মের সকল বিষয়ে ও কাজে কোন মুসলিম মানুষ আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে আনুগত্য করলেই তার এই আনুগত্যকেই মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর নিজেকে সে(মুসলিম মানুষটি) আনুগত্য করেছে গণ্য করেন। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি যার যতটুকু আনুগত্য ও ভালবাসা মহান আল্লাহ তাআ'লার প্রতিও তার ততটুকু আনুগত্য ও ভালবাসা, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি মুসলিম মানুষের আনুগত্য ও ভালবাসার অনুরাগ ও আকর্ষণ দিয়েই মহান আল্লাহ তাআ'লার প্রতি মুসলিম মানুষের আনুগত্য ও ভালবাসা এবং ঈমানের দূর্বলতা ও সবলতা পরিমাপ করতে হবে। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি যেই মুসলিম মানুষের কম আনুগত্য ও ভালবাসা আছে সে মুনাফিক মুসলিম। যেমন মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেনঃ----------

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللهَ (سُوْرَةُ النِّسَاءِ ـالْأَيَةُ - 80)

অর্থঃ যে রাসুলকে আনুগত্য করবে সে আল্লাহকেই আনুগত্য করল, (সুরা-নিসা,আয়াত নং-৮০)। উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তাআ'লা মুসলিম মানুষকে জানাইয়া দিলেন, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার আনুগত্যকে তাঁর নিজের আনুগত্য গণ্য করেন। এই আয়াতের মাধ্যমে আরো বুঝা গেল যে, যদি কেই বলে আমি আল্লাহকে মানি, আমি আল্লাহর আনুগত্য করি, আমি আল্লাহকে ভালবাসি তা হলে তার এই মানা , আনুগত্য ও ভালবাসা গ্রহণীয় নয় যতক্ষণ না সে বলবে যে আমি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামাকে মানি ও আনুগত্য করি এবং ভালবাসি । কারণ, দৃশ্যমান সত্তার প্রতি আনুগত্য ও ভালবাসাই মহান আল্লাহ তাআ'লার প্রতি আনুগত্য ও ভালবাসা ।

আল্লাহ তাআ'লার পবিত্র কুরআনের বাণী--------------------------------- **(سُوْرَةُ** - **يَاۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِعُوااللّٰهَ وَأَطِعُواالرَّسُوْلَ وَأُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ـ النِّسَاءِ ـالْأَيَةُ - 59)** (অর্থঃ-হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে মান এবং রাসুলকে মান আর তোমাদের মধ্য হতে দায়িত্বশীলদেরকে মান, সুরা-নিসা, আয়াত নং-৫৯ বাক্যে বর্ণিত বাণী মোতাবেক **إِطَاعَةٌ (ইতাআ'তুন) তথা আনুগত্য** করার পদ্ধতি নিম্নে বর্ণিত হাদিস শরীফে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন। হাদিস শরীফখানা হচ্ছে এই-----------------------------------

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا هَؤُلَاءِ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُوْنَ أَنِّي رَسُوْلُ اللهِ إِلَيْكُمْ ٌقَالُوا بَلَى نَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ قَالَ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُوْنَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ اَطَاعَ اللهَ، ٌقَالُوا بَلَى نَشْهَد أَنَّهُ مَنْ أَطَاعَكَ فَقَدْ اَطَاعَ اللهَ،وَأَنَّ مِنْ طَاعَةِ اللهِ طَاعَتَكَ، قَالَ فَإِنَّ مِنْ طَاعَةِ اللهِ أَنْ تُطِيْعُونِي، وَّإِنَّ مِنْ طَاعَتِيْ أَنْ تُطِيْعُوا أَئِمَّتَكُمْ، أَطِيْعُوا أَئِمَّتَكُمْ، فِإِنْ صَلُّوا قُعُودًا فَصَلُّوا قُعُوْدًا ـ ـ مسند أحمد\ ـ(5783)

অর্থঃ- হযরত সালিম বিন আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাদিআল্লাহু আনহু) তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন, একদিন তিনি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট তাঁর সাহাবীদের দলের সাথে ছিলেন, তাদের সামনে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা অগ্রসর হয়ে বললেন: তোমরা কি জাননা যে, আমি নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল্লহর রাসুল ? তারা বললেন, হা! আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই আপনি আল্লহর রাসুল । তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন, তোমরা কি জাননা যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর কিতাবে অবতীর্ণ করেছেন **"যে আমাকে আনুগত্য করল সে আল্লাহরই আনুগত্য করল"**, তারা বললেন, হা! আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই **"যে আপনার আনুগত্য করল সে আল্লাহরই আনুগত্য করল"**, আর **"আপনার আনুগত্যই হচ্ছে আল্লাহরই আনুগত্য"**, তিনি (রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহর আনুগত্য হচ্ছে এই যে, তোমরা আমার আনুগত্য করবে, আমার আনুগত্য হচ্ছে এই যে, তোমরা তোমাদের ইমাম বা নেতাদের আনুগত্য করবে ।তোমরা তোমাদের ইমাম বা নেতাদের আনুগত্য করো, তারা যদি বসে নামাজ পড়ে তবে তোমরাও বসে নামাজ পড়ো । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫৭৮৩।

উপরোক্ত হাদিস শরীফে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা মহান আল্লাহ তাআলাকে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে **إِطَاعَةٌ (ইতাআ'তুন) তথা আনুগত্য করার** পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন । উপরোক্ত হাদিস শরীফে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার আনুগত্যকেই আল্লাহর আনুগত্য এবং মুসলমানদের ইমাম বা নেতার আনুগত্যকেই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার আনুগত্য বলা হয়েছে ।

এখানে আর একটি **সুক্ষ ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়** হলো এই যে, হাদিস শরীফের ভাষ্য **"আমার আনুগত্য হচ্ছে এই যে, তোমরা তোমাদের নেতাদের আনুগত্য করবে"** ।

উপরোক্ত হাদিস শরীফে মুসলমানদের ইমাম বা নেতাকে **إِطَاعَةٌ** (ইতাআ'তুন) তথা আনুগত্য করা শর্ত বা ফরজ করা হয়েছে । কারণ, তার **إِطَاعَةٌ** (ইতাআ'তুন) তথা আনুগত্যকেই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার আনুগত্য বলা হয়েছে । হাদিস শরীফের ভাষ্য মোতাবেক

এখন প্রশ্ন হল, **“কোন সুনির্দিষ্ট ইমাম বা নেতাকে মানতে হবে”** ? ইমাম বা নেতা তো শত শত, হাজার হাজার বা লক্ষ লক্ষ। এর উত্তর এই যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ওহীপ্রাপ্ত একমাত্র একটি বেহেস্তীদল “ **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ’ত)”** নামে দলটির ইমাম বা নেতাকে মানতে হবে তথা **إِطَاعَةٌ (ইতাআ’তুন) তথা আনুগত্য** করতে হবে । এখন আরো একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, **“ أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ’ত)”** নামে দলটিরও তো বর্তমানে সুনির্দিষ্ট ইমাম বা নেতা নেই । এমতাবস্থায় মুসলিম মানুষের করনীয় হচ্ছে প্রথমে তারা নিজেরা “ **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ’ত)”** নামে নাম দিয়ে একটি দল তৈরী করবেন এবং সেই দলের একজন দায়িত্বশীল পরিচালক নির্বাচন করবেন । সেই পরিচালকই হবেন,“ **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ’ত)”** নামে দলটির ইমাম বা নেতা । এখানেও একটি সমস্যা দেখা দিতে পারে । আর তা হচ্ছে বৃহৎভাবে ইমাম বা নেতা নির্বাচন করা নানাহ কারণে অসম্ভব হতে পারে । এমতাবস্থায় মুসলিম মানুষের করনীয় হচ্ছে বৃহৎভাবে ইমাম বা নেতা নির্বাচন করার ব্যর্থতায় আঞ্চলিকভাবে ইমাম বা নেতা নির্বাচন করে তাকে অনুসরণ করা । আর এও যদি অসম্ভব হয় তা হলে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকেই অদৃশ্য অবস্থায় “ **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ’ত)”** নামে দলটির ইমাম বা নেতা মেনে তাঁকেই আনুগত্য করতে হবে। কোন অবস্থাতেই ইমাম বা নেতার **“إِطَاعَةٌ (ইতাআ’তুন) তথা আনুগত্য”** থেকে কোন মুসলিম মুক্ত থাকতে পারবে না। এরই নাম **“إِطَاعَةٌ (ইতাআ’তুন) তথা আনুগত্য** । আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে “ **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ’ত)”** নামে দলটির ইমাম বা নেতা মেনে তাঁকেই আনুগত্য করলে এখানে **“إِطَاعَةٌ (ইতাআ’তুন) তথা আনুগত্য”** দুই প্রকার হয় ।

(১) আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে নবী ও রাসুল হিসেবে **إِطَاعَةٌ (ইতাআ’তুন) তথা আনুগত্য করা ।**

(২) “ **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ’ত)”** নামে দলটির ইমাম বা নেতা হিসেবে **إِطَاعَةٌ (ইতাআ’তুন) তথা আনুগত্য করা ।**

এমতাবস্থায় **إِطَاعَةٌ (ইতাআ’তুন) তথা আনুগত্য** করতে হলে **إِتِّبَاعٌ(ইত্তিবাউন) তথা অনুসরণ-অনুকরনসহ إِطَاعَةٌ (ইতাআ’তুন) তথা আনুগত্য** করতে হবে ।

মুসলিম সমাজে আলিম হিসেবে পরিচিত কিছু পথভ্রষ্ট মুনাফিক আলিম রয়েছে যারা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি মুসলিম মানুষের আনুগত্য ও ভালবাসাকে শিরক বলে বেড়ায় । এরা জানেই না যে, দৃশ্যমান সত্তার প্রতি আনুগত্য ও ভালবাসা ছাড়া অদৃশ্যমান সত্তার প্রতি আনুগত্য ও ভালবাসা হবে না এবং আনুগত্য ও ভালবাসা প্রদর্শন করা যাবে না । মহান আল্লাহ তাআ’লার প্রতি মুসলিম মানুষের আনুগত্য ও ভালবাসা এবং ঈমানের দূর্বলতা ও সবলতা পরিমাপ করার একমাত্র মানদন্ড হচ্ছে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি মুসলিম মানুষের আনুগত্য ও ভালবাসা । আল্লাহ পাক আমাদেরকে পথভ্রষ্ট মুনাফিক আলিম থেকে হিফাজত করুন। আমিন! আল্লাহুম্মা আমিন ।

<u>إِتِّبَاعٌ (ইত্তিবাউন) তথা অনুসরণ-অনুকরনের উৎপত্তিঃ</u>

পবিত্র কুরআনের **فَاتَّبِعُونِي (سوْرَةُ أَلْ عِمْرَانَ - الْأَيَةُ -31)** (অর্থঃ-অতএব,আমাকে অনুসরণ-অনুকরন কর,সুরা-আল ইমরান,আয়াত নং-৩১)শব্দ থেকে إِتِّبَاعٌ (ইত্তিবাউন) তথা অনুসরণ-অনুকরন করা শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে । আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পালনযোগ্য সর্বিক কার্যাবলী, আচার-আচরণ,চাল-চলন এবং সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি ইত্যাদি বিবেচনা করে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আদব-শিষ্টাচারিতা রক্ষা করে শ্রদ্ধাভরে- মনের আবেগে অনুরাগের মধ্য দিয়ে অনুসরণ-অনুকরন করার নাম হচ্ছে إِتِّبَاعٌ (ইত্তিবাউন) তথা অনুসরণ-অনুকরন ।

<u>إِتِّبَاعٌ (ইত্তিবাউন) তথা অনুসরণ-অনুকরন বাস্তবায়নের পদ্ধতিঃ</u>

মহান আল্লাহ তাআ'লার এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার আদেশগুলো দুই প্রকার। **১. একক আদেশ । ২. ব্যাপক আদেশ ।**

মহান আল্লাহ তাআ'লার এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার একক আদেশ-নিষেধ ও শর্তাবলী বাস্তবায়নের জন্যে যেমন إِطَاعَةٌ (ইতাআ'তুন)তথা আনুগত্য করা নামক শব্দ ব্যবহৃত হয় ঠিক তেমনিভাবে ব্যাপক আদেশ পালন ও বাস্তবায়নের জন্যে إِتِّبَاعٌ(ইত্তিবাউন) তথা অনুসরণ-অনুসরণ নামক শব্দ ব্যবহার হয়। পবিত্র করিআনের সুরা আল ইমরানের ৩১ নং আয়াতখানায় ব্যবহৃত **" فَاتَّبِعُونِي "**(অর্থঃ-অতএব,আমাকে অনুসরণ-অনুকরন কর,)শব্দটিও হচ্ছে একটি ব্যাপক আদেশমূলক আয়াত । মহান আল্লাহ তাআ'লার এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ব্যাপক আদেশগুলোতে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে । এইরূপ আদেশ পালন করতে একজন মুসলিম মানুষকে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পালনযোগ্য সর্বিক কার্যাবলী, আচার-আচরণ, আচার-ব্যবহার, চাল-চলন এবং সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি ইত্যাদিসহ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন নবী বিবেচনা করে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আদব-শিষ্টাচারিতা রক্ষা করে শ্রদ্ধাভরে-মনের আবেগে অনুরাগের মধ্য দিয়ে অনুসরণ-অনুকরন করার মাধ্যমে পালন করতে হবে। যেমন কিছু লোক দাবী করেছিল আমরা আল্লাহকে ভালবাসি । মহান আল্লাহ তাআ'লা তাদের এই অসার দাবী নাকচ করে পবিত্র কুরআনে তাঁর প্রতি ভালবাসাকে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার إِتِّبَاعٌ(ইত্তিবাউন) তথা অনুসরণ-অনুকরনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়ে নিম্নে বর্ণিত আয়াতে(সুরা আল ইমরান,আয়াত নং-৩১) বলেন যার সারসংক্ষেপ হচ্ছে>> **"আমার রাসুলের অনুসরণ-অনুকরনেই হচ্ছে আমার প্রতি তোমাদের ভালবাসা, যার নিকট আমার রাসুলের অনুসরণ-অনুকরন নেই আমার প্রতি তার ভালবাসাও নেই"<<**। তাই, এই إِتِّبَاعٌ(ইত্তিবাউন) তথা অনুসরণ-অনুকরনের মাধ্যমেই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ভালবাসা তৈরী হয় । আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি এই ভালবাসাই হচ্ছে মহান আল্লাহ তাআ'লার প্রতি ভালবাসা । আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ভালবাসা ও অনুরাগই হচ্ছে ঈমান । সেই জন্যেই মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে তাঁর উম্মতকে বলতে বলেনঃ----

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ - وَاللهُ غَفُوْرٌرَّحِيْمٌ -(سوْرَةُ أَلْ عِمْرَانَ - الْأَيَةُ -31)

অর্থঃ-বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তা হলে তোমরা আমাকে(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে) অনুসরন কর,তবেই আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল,দয়ালু।সুরা আল ইমরান,আয়াত নং-৩১ ।

উপরোক্ত আয়াতে কারিমাতে মহান আল্লাহ তাআ'লা একটি সুক্ষ আদেশ দিয়েছেন । আর তা হচ্ছে এই

যে, **"যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তা হলে তোমরা আমাকে**(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে) **অনুসরন কর"** । আয়াতের বর্ণনা প্রসঙ্গ অনুসারে আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি **"যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তা হলে তোমরা প্রথমে আমাকে**(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে) **ভালবাস"** এইরূপ হওয়া দাবী । কিন্তু এখানে একক আদেশ **"প্রথমে আমাকে ভালবাস"** না দিয়ে সার্বিক আদেশ **"আমাকে অনুসরন কর"** দেওয়া হয়েছে । **"প্রথমে আমাকে ভালবাস"** আদেশখানা হচ্ছে একক আর **"আমাকে অনুসরন কর"** আদেশখানা হচ্ছে ব্যপক। এই ব্যপক আদেশের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তাআ'লা সাফ-পরিস্কার ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে, কোন বন্দার জন্য আমার ভালবাসা সরাসরি অর্জন হবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত না কেহ আমার রাসুলকে আদব-শিষ্টাচারিতা রক্ষা করে, তাঁর উচ্চমর্যাদার প্রতি আনুগত্য ও অনুসরণ করার মত আরো ইত্যাদি বিষয়গুলো শ্রদ্ধাভরে- মনের আবেগে অনূরাগের মধ্য দিয়ে অনুসরণ-অনুকরন করবে । আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পালনযোগ্য সর্বিক কার্যাবলী, আচার-আচরণ,চাল-চলন এবং সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি ইত্যাদিসহ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন নবী বিবেচনা করে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আদব-শিষ্টাচারিতা রক্ষা করে শ্রদ্ধাভরে- মনের আবেগে অনূরাগের মধ্য দিয়ে অনুসরণ-অনুকরন করার মত কাজটি বা বিষয়টি একমাত্র আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ভালবাসার মাধ্যমেই সম্ভব, অন্য কোনভাবেই সম্ভব নয়। তাই, মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর ভালবাসা অর্জন করার প্রথম শর্ত হিসেবে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পালনযোগ্য সার্বিক কার্যাবলী, আচার-আচরণ, চাল-চলন এবং সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি ইত্যাদিসহ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন নবী বিবেচনা করে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আদব-শিষ্টাচারিতা রক্ষা করে শ্রদ্ধাভরে- মনের আবেগে অনূরাগের মধ্য দিয়ে অনুসরণ-অনুকরন করাকে ফরজ করে দিয়েছেন। বিভিন্ন আয়াতে মহান আল্লাহ তাআ'লা মুমিন-মুসলিমকে মহান আল্লাহ তাআ'লার এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার আদেশ-নিষেধ ও শর্তাবলী বাস্তবায়নের ও পালনের কথা বলেছেন। কিন্তু এখানে মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর ভালবাসা অর্জন করার প্রশ্নে প্রথম শর্ত হিসেবে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পালনযোগ্য সর্বিক কার্যাবলী, আচার-আচরণ, চাল-চলন এবং সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি ইত্যাদিসহ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন নবী বিবেচনা করে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আদব-শিষ্টাচারিতা রক্ষা করে শ্রদ্ধাভরে- মনের আবেগে অনূরাগের মধ্য দিয়ে অনুসরণ-অনুকরন করার কথা বলেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, মহান আল্লাহ তাআ'লার এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার আদেশ-নিষেধ ও শর্তাবলী বাস্তবায়নের ও পালনের মাধ্যমে إِطَاعَةٌ (ইতাআ'তুন)তথা আনুগত্যের মত কাজটি সম্পন্ন হলেও কিন্তু মহান আল্লাহ তাআ'লার ভালবাসা অর্জন হবেনা ।মহান আল্লাহ তাআ'লার ভালবাসা অর্জন করার প্রথম শর্ত হল আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ভালবাসা অর্জন করা । আর আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ভালবাসা অর্জন করার প্রথম শর্ত হল আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পালনযোগ্য সার্বিক কার্যাবলী, আচার-আচরণ, চাল-চলন এবং সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি ইত্যাদিসহ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন নবী বিবেচনা করে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আদব-শিষ্টাচারিতা রক্ষা করে শ্রদ্ধাভরে-মনের আবেগে অনূরাগের মধ্য দিয়ে অনুসরণ-অনুকরন করা। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ভালবাসার মাধ্যমেই একজন মুসলিম মানুষের যেমন মহান আল্লাহ তাআ'লার ভালবাসা অর্জন হয় তেমনিভাবে সেই মুসলিম মানুষটির পাপরাশি, গুনাহসমূহও মাফ হয়। যেমনটি উপরে বর্ণিত আয়াতে কারিমাতে> **(وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ - سوْرَةُ اَلْ عِمْرَانَ - الْأَيَةُ -31)** এবং

তোমাদের পাপ মার্জনা করবেন, দয়ালু।সুরা আল ইমরান,আয়াত নং-৩১)< মহান আল্লাহ বলেছেন।

"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ" (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভুক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ মনে করতে পারেন যে, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাতো এখন এই পৃথিবীতে দৃশ্যমান অবস্থায় বিদ্যমান নেই তা হলে আমরা তাঁকে উপরোক্ত গুণাবলীসহ কেমনে إِتِّبَاعٌ(ইত্তিবাউন) তথা অনুসরণ-অনুকরন করব ?

এর উত্তর এই যে, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিম্নে বর্ণিত হাদিস শরীফখানা অধ্যয়ন করলে বিষয়টি ভালকরে বুঝা যাবে।

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُهْنِيِّ، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ طَلَعَ رَاكِبَانِ، فَلَمَّا رَآهُمَا قَالَ: كِنْدِيَانِ مَذْحِجِيّانِ، حَتَّى أَتَيَاهُ، فَإِذَا رِجَالٌ مِنْ مَذْحِجٍ، قَالَ: فَدَنَا إِلَيْهِ أَحَدُهُمَا لِيُبَايِعَهُ، قَالَ: فَلَمَّا أَخَذَ بِيَدِهِ، قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرَأَيْتَ مَنْ رَآكَ فَآمَنَ بِكَ وَصَدَّقَكَ وَاتَّبَعَكَ مَاذَا لَهُ ؟ قَالَ: طُوْبَى لَهُ، قَالَ: فَمَسَحَ عَلَى يَدِهِ فَانْصَرَفَ، ثُمَّ أَقْبَلَ الْآخَرُ، حَتَّى أَخَذَ بِيَدِهِ لِيُبَايِعَهُ، قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرَأَيْتَ مَنْ آمَنَ بِكَ وَصَدَّقَكَ وَاتَّبَعَكَ وَلَمْ يَرَكَ ؟ قَالَ: طُوْبَى لَهُ، ثُمَّ طُوْبَى لَهُ، ثُمَّ طُوْبَى لَهُ قَالَ: فَمَسَحَ عَلَى يَدِهِ فَانْصَرَفَ ـ مسند أحمد\ ـ(17662)

অর্থঃ- হযরত আবু আব্দুর রহমান জুহনি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা রাসুলুল্লাহর নিকট থাকা অবস্থায় দুজন আরোহী উপস্থিত হল। তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)দেখেই বললেন: কিনদিয়ানি মাজহিজিয়্যানি, শেষ পর্যন্ত তারা তাঁর নিকট অসলেন, এমনি সময়ে মাজহিজদের একজন তাঁর কাছে বাইআ'ত হওয়ার জন্য তাঁর নিকটবর্তী হল, তিনি (আবু আব্দুর রহমান জুহনি)বললেন: যখন সে তাঁর হাত ধরে বলল: ইয়া রাসুলুল্লাহি, আপনি কেমন মনে করেন যে আপনাকে দেখে ঈমান এনে সত্য জেনে আপনার إِتِّبَاعٌ(ইত্তিবাউন) তথা অনুসরণ-অনুকরন করে, তার জন্য কি রয়েছে ? তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: তার জন্য খোশখবরী, তিনি (আবু আব্দুর রহমান জুহনি)বললেন: অতপর তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)তার হাতের উপর মোসেহ করলে সে চলে গেল, তারপর, অপরজন এসে তাঁর কাছে বাইআ'ত হওয়ার জন্য তাঁর হাত হাত ধরে বলল: ইয়া রাসুলুল্লাহি, আপনি কেমন কেমন করেন যে আপনাকে না দেখে ঈমান এনে সত্য জেনে আপনার إِتِّبَاعٌ(ইত্তিবাউন) তথা অনুসরণ-অনুকরন করে ? তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: তার জন্য খোশখবরী, তারপর তার জন্য খোশখবরী, তারপর তার জন্য খোশখবরী, তিনি (আবু আব্দুর রহমান জুহনি)বললেন: অতপর তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)তার হাতের উপর মোসেহ করলে সে চলে গেল । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৭৬৬২।

উপরোক্ত হাদিস শরীফ থেকে এই কথা বুঝা গেল যে, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাতো এখন এই পৃথিবীতে দৃশ্যমান অবস্থায় বিদ্যমান না থাকলেও তাঁকে উপরোক্ত গুণাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে তাঁকে إِتِّبَاعٌ(ইত্তিবাউন) তথা অনুসরণ-অনুকরন করা লাগবে ।

উপরোক্ত গুণাবলীর মধ্যে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদাও একটি বিশেষ গুণ । আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদাসম্বলিত গুণটি নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হল ।

#আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদাসম্বলিত গুণ **০৪টি (চারটি)** ।
যেমন- ----------
১. مَفَاتِيْحُ الْغُيُوْبِ (মাফাতিহুল গুয়ুবি) তথা অদৃশ্যবিষয়সমূহের চাবি হস্তগত হওয়া ।
২. مَفَاتِيْحُ خَزَائِنِ الْأَرْضِ (মাফাতিহু খাযায়িনিল আরদি) তথা জমিনের ভান্ডারসমূহের চাবি হস্তগত হওয়া ।
৩. সৃজনশীল গুণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়া ।
৪. মুজিযা বা অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়া ।
উপরে বর্ণিত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদাসম্বলিত **০৪টি (চারটি)** গুণ সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে ধারাবাহিকভাবে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহু তাআ'লা ।

এখন আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদাসম্বলিত ০৪টি (চারটি) গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত **১ নং গুণ>> "مَفَاتِيْحُ الْغُيُوْبِ (মাফাতিহুল গুয়ুবি) তথা অদৃশ্যবিষয়সমূহের চাবি হস্তগত হওয়।"** গুণটি সম্পর্কে সর্ব প্রথম নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে ।

১. مَفَاتِيْحُ الْغُيُوْبِ (মাফাতিহুল গুয়ুবি)তথা অদৃশ্যবিষয়সমূহের চাবি হস্তগত হওয়া।

উপরে উল্লেখিত إِتِّبَاعٌ (ইত্তিবাউন) তথা অনুসরণ অর্থে বাহ্যিক পালনযোগ্য সর্বিক কার্যাবলী, আচার-আচরণ, আচার-ব্যবহার, চাল-চলনকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু মুনাফিক চরিত্রের কিছু মুসলিম এমন থাকতে পারে যে, তারা তাদের অন্তরের বক্রতার কারণে **(মুনিাফিকি তথা কপটতার কারণে)** এই إِتِّبَاعٌ (ইত্তিবাউন) তথা অনুসরণ দ্বারা إِتِّبَاعُ الْعَوْرَاتِ তথা গোপনীয় বা অভ্যন্তরীন বিষয় অনুসরণ করা বুঝে নিতে পারে । কারণ, তারা তাদের অন্তরের বক্রতার কারণে **(মুনিাফিকি তথা কপটতার কারণে)** সব বিষয়েই সহজ-সরল অর্থ না বুঝে বক্র অর্থই বুঝে থাকে। যেমন عِلْمُ الْغَيْبِ তথা অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান সম্পর্কে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ধর্মীয় প্রয়োজন পরিমাণ عِلْمُ الْغَيْبِ তথা **অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান** আছে । এখানেও তারা তাদের অন্তরের বক্রতার কারণে আদব-শিষ্টাচারিতার অভাব থাকায় আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ধর্মীয় প্রয়োজন পরিমাণ তথা **অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান** আছে বিষয়টি অস্বীকার করে । কারণ, তারা মাখলুকের জন্য তথা **অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান** না থাকার বিষয়ে পবিত্র কুরআনের **নেতিবাচক** আয়াতগুলো প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করে । কিন্তু আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ধর্মীয় প্রয়োজন পরিমাণ তথা **অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান** আছে মর্মে পবিত্র কুরআনের **ইতিবাচক** আয়াতগুলোর প্রতি চক্ষু বন্ধ করে থাকে ।
পবিত্র কুরআনের নেতিবাচক আয়াতগুলো এইঃ----------
(১) "وَ عِنْدَهُ مَفَا تِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا اِلاَّ هُوَ" (অর্থঃ- " عِلْمُ الْغَيْبِ " (ইলমুল গায়বি) তথা "অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান" এর চাবিসমূহ তাঁরই হাতে আছে,তাঁকে ছাড়া অন্য কেহ তা জানে না(সুরা আনআ'ম,আয়াত নং-৫৯। অন্যত্র এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেন-
(২) " قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّماوَاتِ وَ الْاَرْضِ الْغَيْبِ الاَّ اللهُ"

(অর্থঃ-(হে নবী) বলুন, আল্লাহ ছাড়া আকাশ ও জমিনসমূহে যারা আছে তারা " "(ইলমুল গায়বি) তথা "অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান" জানে না, সুরা নমল,আয়াত নং-১৫")।

(৩) "لَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْسَرْتُ مِنَ الْخَيْرِوَ مَا مَسَّنِى السُّوْءُ"

(অর্থঃ- যদি আমি " عِلْمُ الْغَيْبِ "(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** জানতাম তা হলে অনেক অনেক কল্যাণ লাভ করতাম এবং আমাকে কোন অকল্যাণ স্পর্শ করত না, ছূরা আ'রাফ", আয়াত নং-১৮৮।

অথচ সাধারন মানুষের মধ্য হতে নবী-রাসুল আলাইহিমুসসালামগন আলাদা শ্রেণির বিশেষ অসাধারন মর্যাদা সম্পন্ন মানুষ বিধায় **"عِلْمُ الْغَيْبِ"**(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** লাভের ব্যাপারে মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁদেরকে ব্যতিক্রম হিসেবে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করে নবুওয়ত ও রিসালাতের শান উপযোগী তাঁদেরকে প্রয়োজন পরিমান **"عِلْمُ الْغَيْبِ"**(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** দান করেছেন। যাতে এ কথা প্রমান হয় এবং সাধারন মানুষ বুঝে নিতে পারে যে, নবী-রাসুল আলাইহিমুস সালামগন আলাদা শ্রেণির বিশেষ অসাধারন মর্যাদা সম্পন্ন মানুষ এবং তাঁদের প্রতিটি কথা সত্য। এটা নবী-রাসুল আলাইহিমুস সালামগণের প্রতি মহান আল্লাহ তাআ'লার মহা অনুগ্রহ ও বিশেষ কৃপা দৃষ্টি। তাঁদের **"عِلْمُ الْغَيْبِ"**(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** অবহিত হওয়া সম্পর্কে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদার গুণাবলীসমূহের অন্তর্ভুক্ত ১নং গুণ **"مَفَاتِيْحُ الْغُيُوْبِ"**(মাফাতিহুল গুয়ুবি)তথা **"অদৃশ্যবিষয়সমূহের চাবি হস্তগত হওয়া"** প্রসঙ্গে বর্ণিত পবিত্র কুরআনের **ইতিবাচক** আয়াতগুলোতে মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ-

পবিত্র কুরআনের **ইতিবাচক** আয়াতগুলো এইঃ----------

(ক) "مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِى مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاء "

(অর্থঃ-"আল্লাহ তাআ'লা এমন নন যে, তোমাদেরকে (সাধারন মানুষদেরকে) " عِلْمُ الْغَيْبِ " (ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** অবহিত করবেন, তবে তিনি তাঁর মনোনীত রাসুলগণকে " عِلْمُ الْغَيْبِ " (ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** অবহিত করবেন,(সুরা আল ইমরান, আয়াত নং -১৭৯)।

এ আয়াত দ্বারা মহান আল্লাহ তাআ'লা **"عِلْمُ الْغَيْبِ"**(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** দান করার ব্যাপারে সকল মনোনীত নবী-রাসুল আলাইহিমুস সালামগণকে সাধারন শ্রেণির মানুষ থেকে আলাদা করেছেন। অতএব, প্রমাণিত হল যে, মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর সকল মনোনীত নবী-রাসুল আলাইহিমুস সালামগণকে নবুওয়তের শান উপযোগী প্রয়োজন পরিমান **"عِلْمُ الْغَيْبِ"** (ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** দান করবেন। এ হচ্ছে সকল নবী-রাসুল আলাইহিমুস সালামগণকে **"عِلْمُ الْغَيْبِ"**(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** দান সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বাণী।

আর আমাদের নবী সাইয়্যিদুল মুরসালিন রাহমাতুল্লিল আলামিনকে **"عِلْمُ الْغَيْبِ"**(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** দান করবেন মর্মে সুরা জ্বিনে আর একটি পৃথক আয়াত অবতীর্ণ করে সকল নবী আলাইহিমুস সালামগণ থেকে তাঁর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যটি মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে ফুটিয়ে তুলেছেন।

সুরা জ্বিনে আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ-

(খ) "عَا لِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُوْلٍ"

(অর্থঃ- "আল্লাহ তাআ'লা আলিমুল গায়ব তথা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞানী, **"عِلْمُ الْغَيْبِ"**(ইলমুল গায়বি) তথা

“অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান” সম্পর্কে “কোন একজন মনোনীত রাসুল” ছাড়া কাউকে অবহিত করবেন না। (সুরা জিন, আয়াত নং- ২৭)।
এখানে “কোন একজন মনোনীত রাসুল” বলতে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা কে বুঝানো হয়েছে। কারণ, তাঁর পরে তো আর কোন নবী এ পৃথিবীতে আসবেন না। তিনিই শেষ নবী। যেমন আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা দুটি দীর্ঘ হাদিস শরীফের একটি খন্ড বাক্যের বাণীতে বলেনঃ----------
" إِلاَّ أَنَّهُ لَيْسَ بَعْدِي نِيٌّ ، أَوْ لاَ يَكُوْنُ بَعْدِي نِيٌّ ـ مسند أحمد - (14864) ---------- অর্থঃ “কিন্তু আমার পরে কোন নবী নেই অথবা আমার পরে কোন নবী হবে না”। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ১৪৮৬৪।
عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم :إِنَّ الرِّسَالَةَ و النُّبُوَّةَ قَد انْقَطَعَتْ، فَلاَ رَسُوْلَ بَعْدِي، وَلاَ نَبِيَّ ـ مسند أحمد - (14032)
অর্থ- হযরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেছেন: রিসালাত ও নবুয়্যত শেষ হয়েছে, আমার পরে রুসুলও নেই, আর নবীও নেই। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ১৪০৩২।
তাই এখানে “কোন একজন মনোনীত রাসুল” বলতে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকেই বুঝানো হয়েছে। নবুওয়ত ও রিসালাতের শানের উপযোগী প্রয়োজন পরিমান **"عِلْمُ الْغَيْبِ"**(ইলমুল গায়বি) তথা **“অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান”** মহান আল্লাহ তাআ’লা তাঁর সকল মনোনীত নবী-রাসুল আলাইহিমুস সালামগণকে দান করেছেন। কাজেই, এটা অস্বীকার করা কুফুরী এবং এটা অস্বীকারকারী কাফির। সে মুসলিম নয় বরং সে মুনাফিক। মহান আল্লাহ তাআ’লার মনোনীত নবী-রাসুল আলাইহিমুস সালামগণ নবুওয়ত ও রিসালাতের শানের উপযোগী প্রয়োজন পরিমান **"عِلْمُ الْغَيْبِ"**(ইলমুল গায়বি)তথা **“অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান”** রাখেন না বলে বলে বেড়ানো বেয়াদবী ,কুফুরী এবং বিশেষ করে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার নবুওয়ত ও রিসালাতের শানের উপযোগী প্রয়োজন পরিমান **"عِلْمُ الْغَيْبِ"**(ইলমুল গায়বি) তথা **“অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান”** রাখেন না বলে বলে বেড়ানো বেয়াদবী ও কুফুরীতো বটেই । আরো এটা হচ্ছে মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমদের লক্ষণ ও নিদর্শন অথবা মুনাফিকদের প্রজন্মের সন্তানদের মাধ্যমে আসা মুসলিমদের সাথে সম্পর্কিত অধিকাংশ মুসলিমগণের এবং**"أَرَذَلُ الْقُرُوْنِ"**(আরযালুল কুরুনি)তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর ” অন্তর্ভুক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষের লক্ষণ ও নিদর্শন।

مَفَاتِيْحُ الْغُيُوْبِ (মাফাতিহুল গুয়ুবি)তথা অদৃশ্যবিষয়সমূহের চাবি হস্তগত হওয়ার ব্যাখ্যাঃ

الْغُيُوْبِ (গুয়ুবি)তথা অদৃশ্যবিষয়সমূহ মহান আল্লাহ তাআ’লার সংশ্লিষ্টবিষয় বিধায় مَفَاتِيْحُ الْغُيُوْبِ(মাফাতিহুল গুয়ুবি)তথা অদৃশ্যবিষয়সমূহের পাঁচটি চাবি মহান আল্লাহ তাআ’লার হাতে থাকাই মহান আল্লাহ তাআ’লার শান । **مَفَاتِيْحُ الْغُيُوْبِ** (মাফাতিহুল গুয়ুবি)তথা অদৃশ্যবিষয়সমূহের পাঁচটি চাবি কোন মাখলুকের জন্য থাকতে পারে না বরং কোন মাখলুকের জন্য **مَفَاتِيْحُ الْغُيُوْبِ** (মাফাতিহুল গুয়ুবি)তথা অদৃশ্যবিষয়সমূহের চাবি থাকা সর্বাবস্থায়ই অসম্ভব । তবে, مَفَاتِيْحُ الْغُيُوْبِ (মাফাতিহুল গুয়ুবি)তথা অদৃশ্যবিষয়সমূহের পাঁচটি চাবি ব্যাতীত অন্যান্য চাবিসমূহ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে দেওয়া হয়েছে মর্মে হাদিস শরীফসমূহে বাণী রয়েছে । যেমন হাদিস শরীফসমূহে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেনঃ------------------------

عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ أُوْتِيَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَفَاتِيْحَ كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ الْخَمْسَ ((إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ (০১) عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنْزِلُ الْغَيْثَ وَ يَعْلَمُ مَا فِى الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوْتُ، إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ (سُوْرَةُ لُقْمَانَ - االْأَيَةُ -34)- مسند أحمد -(4252)+(غَيْرَ الْخَمْسِ (3733

অর্থঃ- হযরত ইবনু মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: পাঁচটি" **عِلْمُ الْغَيْبِ**"(ইলমুল গায়বি) তথা ”অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান” ব্যাতীত সব কিছুর চাবি তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে দেওয়া হয়েছে ।(নিশ্চয় আল্লাহর কাছেই কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে।তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে তিনি তা জানেন । কেউ জানেনা আগামী কাল কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানেনা কোন দেশে সে মৃত্যু বরণ করবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত)।(সুরা লুকমান,আয়াত নং-৩৪)। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ৪২৫২+৩৭৩৩।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: أَوْتِيْتُ مَفَاتِيْحَ كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ الْخَمْسَ ((إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ (২) السَّاعَةِ وَيُنْزِلُ الْغَيْثَ وَ يَعْلَمُ مَا فِى الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوْتُ، إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ (سُوْرَةُ لُقْمَانَ - االْأَيَةُ -34) - مسند أحمد - (5684)

অর্থঃ-হযরত ইবনু ওমর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী বলেন: পাঁচটি"عِلْمُ الْغَيْبِ"(ইলমুল গায়বি) তথা ”অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান” ব্যাতীত সব কিছুর চাবি আমাকে দেওয়া হয়েছে । (নিশ্চয় আল্লাহর কাছেই কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে।তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে তিনি তা জানেন ।কেউ জানেনা আগামী কাল কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানেনা কোন দেশে সে মৃত্যু বরণ করবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ,সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত)।(সুরা লুকমান, আয়াত নং-৩৪)। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ৫৬৮৪।

উপরোক্ত হাদিস শরীফ দুখনা থেকে একথা বুঝা গেল যে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর ও হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহুমা উপরোক্ত হাদিস শরীফদ্বয়ে বর্ণিত বিষয়গুলো বিশ্বাস করেইতো তাঁরা উভয়েই উপরোক্ত হাদিস শরীফদ্বয় বর্ণনা করেছেন । হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা থেকে জেনে বিশ্বাস করে নিজে উক্তি করে বলেছেন- পাঁচটি " "(ইলমুল গায়বি) তথা **“অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান”** ব্যাতীত **“সব কিছুর চাবি তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে দেওয়া হয়েছে”** আর হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদিআল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা থেকেই সরাসরি বর্ণনা করেছেন - “ পাঁচটি ""(ইলমুল গায়বি) তথা **“অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান”** ব্যাতীত **“সব কিছুর চাবি আমাকে দেওয়া হয়েছে”** । উপরোক্ত হাদিস শরীফ দুখনা থেকে একথা বুঝা গেল যে, পাঁচটি ""(ইলমুল গায়বি) তথা **“অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান”** ব্যাতীত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সবকিছুরই জ্ঞান রয়েছে । উপরোক্ত স্বনামধন্য সাহাবীদ্বয়ের অনুরূপ ঈমান রাখাই হচ্ছে মুমিন আর অনুরূপ ঈমান না রাখাই হচ্ছে মুনাফিক । সেই জন্যে মহান আল্লাহ তাআ’লা পবিত্র কুরআনে সাহাবীগনের(রাদিআল্লাহু আনহুম)অনুরূপ ঈমান আনার নির্দেশ দিয়ে বলেন: ---------- **"فَإِنْ آمَنُوْا بِمِثْلِ مَاآمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِىْ شِقَاقٍ ،"** (অর্থঃ- “যদি তারা তোমাদের ন্যায় বিশ্বাস করে তবে তারাই হবে হেদায়াত প্রাপ্ত,যদি তারা মুখ ফিরে নেয় তবে তারা নিশ্চয়ই বিরুদ্ধভাবাপন্ন”, সুরা

আল বাকারা, আয়াত নং- ১৩৭)।
উপরোক্ত হাদিস শরীফ দুখনা থেকে আরো বুঝা গেল যে, **الْغُيُوْبِ (গুয়ুবি)তথা অদৃশ্যবিষয়সমূহও দুই প্রকার।**
(১) ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়।
(২.) চলমান প্রস্তুত ও বিদ্যমান الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়।

উপরে বর্ণিত উভয় প্রকারের **الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়ের** জন্যে ভিন্ন ভিন্ন **مَفَاتِيْحُ(মাফাতিহু) তথা চাবি** রয়েছে।নিম্নে **مِفْتَاحُ الْغَيْبِ (মিফাতাহুল গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়ের চাবি** হস্তগত হওয়ার বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ তাআ'লা।

مَفَاتِيْحُ الْغُيُوْبِ (মাফাতিহুল গুয়ুবি) তথা অদৃশ্যবিষয়সমূহের চাবি হস্তগত হওয়াঃ

দুই প্রকারের **الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়ের** প্রথমটি হচ্ছে মহান তাআ'লার হাতে করতলগত ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য **الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়**।
আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে মহান আল্লাহর পক্ষ হতে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে প্রদত্ত চলমান প্রস্তুত ও বিদ্যমান **الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়**।

এখন মহান তাআ'লার হাতে করতলগত ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য **الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়** সম্পর্কে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা হচ্ছে।
দুই প্রকার **الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়ের** মধ্যে প্রথম প্রকার হচ্ছে **>> ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয় ।** প্রথম প্রকার **الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়ের مِفْتَاحُ(মিফাতাহ) চাবি** মহান তাআ'লার হাতে করতলগত বিধায় এই সমস্ত **الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়ের** عِلْمٌ (ইলম) বা জ্ঞান মাখলুকের অজানা বা মাখলুকের বোধগম্য বহির্ভূত বিষয় এবং অত্যাধিক গুরুত্বপূর্ণ **الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়**। প্রথম প্রকারের **الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়** ব্যাতীত নবুওয়াতের কার্যক্রম একেবারেই অচল। **أَنْبَاءُ الْغَيْبِ (আনবাউল গায়ব) অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ** ব্যাতীত একজন নবীর পক্ষে নবুয়ত ও রিসালাতের কাযক্রম পরিচালনা করা সম্ভব নয়। একজন নবী প্রতি মূহুর্তে জনগণের পক্ষ হতে নানাবিধ প্রশ্ন ও সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকবেন। এই সমস্ত প্রশ্ন ও সমস্যার সমাধানের জন্যে একজন নবীকে **"ওহী" বা প্রত্যাদেশের** অপেক্ষায় থাকতে হয়। **"ওহী" বা প্রত্যাদেশের** মাধ্যমে প্রেরিত সকল সংবাদই প্রকারান্তরে **"الْغَيْبُ "(আল-গায়বু) তথা "অদৃশ্য বিষয়**। এইরূপ **"الْغَيْبُ "(আল-গায়বু) তথা "অদৃশ্য বিষয়** ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য বিধায় এইরূপ **"الْغَيْبُ"(আল-গায়বু) তথা "অদৃশ্য বিষয়টি** দুই প্রকার **الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়ের** মধ্যে প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। আর তা হচ্ছে>> **ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়। ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়ের مِفْتَاحُ الْغَيْبِ (মিফাতাহুল গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়ের চাবি** হচ্ছে মোট পাঁচটি। মহান আল্লাহ তাআ'লা কাউকে অবহিত না করলে কেহই(সাধারণ মুসলিম) এমনকি নবী-রাসুল আলাইহিমু সসালামগণও ভবিষ্যত কালে সংঘটিতব্য পাঁচটি **الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়** অবহিত হতে পারেন না।
যেমন আমাদের নবী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি** ওয়াসাল্লামাই বলেছেন----------
" فِى خَمْسٍ لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ اللهُ ثُمَّ تَلاَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هَذِهِ الْأَيَةَ : (إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنْزِلُ الْغَيْثَ

وَ يَعْلَمُ مَا فِى الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوْتث، إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ۔ (سُوْرَةُ لُقْمَانَ ـ الْأَيَةُ 34) ـ مسند أحمد - (9632+23452))

অর্থঃ পাঁচটি বিষয়ে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না, তারপর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এই আয়াত তেলাওয়াত করেন (নিশ্চয় আল্লাহর কাছেই কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে।তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে তিনি তা জানেন । কেউ জানেনা আগামী কাল কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানেনা কোন দেশে সে মৃত্য বরণ করবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত)। (সুরা লুকমান,আয়াত নং-৩৪)। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ৯৬৩২+২৩৪৫২।)

সেই জন্যেই, এই পাঁচ প্রকার **اَلْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়** না জানার কারণেই হউক অথবা **اَلْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়** জানাসত্বেও **اَلْقَدَرُ (আল-কাদার) তথা ভাগ্যলিপিতে লিপিবদ্ধ সিদ্ধান্তের** কারণেই হউক মাঝে-মধ্যে নবী আলাইহিমুসসালামগণ কিছু দু:খ,কষ্ট,রোগ,বেদনা,বালা-মুসিবত এবং নানাবিধ অসুবিধা ও সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন । এইরূপ অজানা **اَلْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়ের** অন্তর্ভুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে **اَلْقَدَرُ (আল-কাদার) তথা ভাগ্যলিপি । আর اَلْقَدَرُ (আল-কাদার) তথা ভাগ্যলিপি** হচ্ছে পার্থিব উদাহরণস্বরূপ **একটি দপ্তর বা খাতা ।** এতে মহান আল্লাহ তাআ'লার সিদ্ধান্তসমূহ লিপিবদ্ধ আছে ।এই সিদ্ধান্তসমূহ হচ্ছে অত্যাধিক গোপনীয় এবং তা মহান আল্লাহ তাআ'লার **أُلُوْهِيَّةُ (উলুহিয়্যাতু) তথা আল্লাহর বৈশিষ্ট ও (রুবুবিয়্যাতু) তথা প্রভুত্বের** কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত **।** এ বিষয়ে আল্লাহর সিদ্ধান্তই সিদ্ধান্ত , এতে কোন মাখলুকের হস্তক্ষেপ নেই । অতএব, কোন কিছুই **اَلْقَدَرُ (আল-কাদার) তথা ভাগ্যলিপিতে লিপিবদ্ধ সিদ্ধান্তের** বাহিরে ঘটে না বা ঘটবে না । তাই, নবী আলাইহিমুসসালামগণের বেলায় দু:খ,কষ্ট,রোগ,বেদনা,বালা-মুসিবত এবং নানাবিধ অসুবিধা ও সমস্যার মত ঘটনাবলী ঘটে গেলে তখন তা **اَلْقَدَرُ (আল-কাদার) তথা ভাগ্যলিপির** অন্তর্ভুক্ত ঘটনাবলী মনে করতে হবে ।এইরূপ ঘটনাবলী নবী আলাইহিমুসসালামগণের বেলায় ঘটল কেন? তাঁরা যদি **"عِلْمُ الْغَيْبِ"(**ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** রাখতেন তবে তো তাদের বেলায় এইরূপ ঘটনাবলী ঘটত না ।কোন মুসলিম মানুষ কর্তৃক এইরূপ বিরূপ সমালোচনা, তর্ক-বিতর্ক করা **أُلُوْهِيَّةُ (উলুহিয়্যাতু) তথা আল্লাহর বৈশিষ্ট ও (রুবুবিয়্যাতু) তথা প্রভুত্বের** কার্যক্রমের বিরোধী মন্তব্য হওয়ায় মহান আল্লাহর সাথেই তার বেয়াদবী তথা অশিষ্টাচারিতা ও কুফরী হয়েছে বিধায় তার (মুসলিম মানুষটির) এইরূপ মন্তব্যের কারণে সে কাফির হয়ে যাবে, তখন সে আর মুসলিম থাকবে না । সে হচ্ছে বাস্তবে মুনাফিক ও দোযখী। কারণ, সে তখন **أُلُوْهِيَّةُ (উলুহিয়্যাতু) তথা আল্লাহর বৈশিষ্ট ও (রুবুবিয়্যাতু) তথা প্রভুত্বের** কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করেছে ।

যেমন হাদিস শরীফে আছে---

عَنْ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ ، قَالَ: لَقِيْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا الْمُنْذِرِ، إِنَّهُ قَدْ وَقَعَ فِى قَلْبِيْ شَيْءٌ مِنْ هَذَا الْقَدَرِ، فَحَدِّثْنِيْ بِشَيْءٍ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ مِنْ قَلْبِيْ ، قَالَ: لَوْ أَنَّ اللهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَوَاتِهِ وَ أَهْلَ أَرْضِهِ لَعَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ، وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ لَهُمْ خَيْرًا مِنْ أَعْمَالِهِمْ، وَلَوْ أَنْفَقْتَ جَبَلَ أُحُدٍ، أَوْ مِثْلَ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَبًا فِى سَبِيْلِ اللهِ،عَزَّ وَ جَلَّ، مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْكَ،حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، وَ تَعْلَمَ أَنَّ مَاأَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِيَكَ، وَمَاأَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَكَ،وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ لَدَخَلْتَ النَّارَ، قَالَ: فَأَتَيْتُ حُذَيْفَةَ، فَقَالَ لِي مِثْلَ ذَلِكَ،و أَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ، فَقَالَ لِي مِثْلَ ذَلِكَ، و أَتَيْتُ زَيْدَبْنَ ثَابِتٍ فَحَدَّثَنِيْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ ـ ـ مسند أحمد - (22055+22012+2199)

অর্থঃ-হযরত ইবনু দায়লামী(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি উবাই ইবনু কা'বের সাথে সাক্ষাৎ করে বললাম: হে আবুল মুনজির, এই **اَلْقَدَرُ (আল-কাদার) তথা ভাগ্যলিপির** বিষয়ে আমার হৃদয়ে কিছু ঘটছে, আপনি আমাকে এমন কিছু বলুন যাতে আমার হৃদয়ে ঘটিত বিষয়টি দূর

হয়ে যায় , তিনি(উবাই ইবনু কা'ব)বললেন: যদি আল্লাহ আকাশবাসী ও পৃথিবীবাসীকে শাস্তি দেন তা হলে তিনি তাদেরকে অত্যাচারীবিহীন অবস্থায় শাস্তি দিয়েছেন আর যদি তিনি তাদেরকে দয়া করেন তা হলে তাদের প্রতি তাঁর দয়া-করুনা তাদের আমল থেকে উত্তম । যদি তুমি উহুদের পাহাড় অথবা উহুদপাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ন আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লার পথে ব্যয় করে থাক তা হলে তুমি **أَلْقَدَرُ (আল-কাদার) তথা ভাগ্যলিপিতে** বিশ্বাস না করা পর্যন্ত এবং তোমার যা ঘটেছে তা ব্যর্থ হবার নয় ও যা ব্যর্থ হয়েছে তা ঘটার নয় এই বিষয়টি না জানা পর্যন্ত তিনি তা গ্রহন করবেন না। আর যদি তুমি এর বিপরীত বিশ্বাসে মৃত্যু বরণ কর তবে তুমি দোযখে প্রবেশ করে ফেলবে । তিনি (ইবনু দায়লামী) বলেন: অতপর আমি হুজাইফার নিকট আসলাম, তিনি অনূরূপই বললেন, ইবনু মাসউদের নিকট আসলে তিনি অনূরূপই বললেন, আর আমি যায়দ বিন ছাবেতের নিকট অসলে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা থেকে তিনি অনূরূপই বললেন। মুসনাদু আহমাদ শরীফ,হাদিস শরীফ নং-২১৯৯+ শব্দের অগ্র-পশ্চাতের সামান্য পার্থক্যসহ মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২২০১২+ ২২০৫৫ ।

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيْقَةٌ وَمَا بَلَغَ عَبْدٌ حَقِيْقَةَ الْإِيْمَانِ حَتَّ يَعْلَمَ أَنَّ مَاأَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِيَهُ وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَهُ ــ مسند أحمد - (27135)

অর্থঃ- হযরত আবু দারদা রাদিআল্লাহু আনহু থেরক বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেন : "প্রত্যেকটি বস্তুর হাকিকত বা প্রকৃত অবস্থা আছে, কোন বান্দই ঈমানের হাকিকত বা প্রকৃত অবস্থাতে পৌঁছাতে পারবে না যতক্ষণ না পযন্ত সে জানবে যে, নিশ্চয় যা ঘটেছে তা ব্যর্থ হবার নয়(তা ঘটবেই), আর যা ব্যর্থ হয়েছে(ঘটেনি) তা কখনো ঘটবেনা" । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৭১৩৫ ।

উপরোক্ত হাদিস শরীফদ্বয় থেকে এই কথা বুঝা গেল যে, **أَلْقَدَرُ (আল-কাদার) তথা ভাগ্যলিপিতে** যেই সিদ্ধান্ত লিখা আছে তা ঘটবেই, তা কখনো ব্যর্থ হবে না। অতএব, **الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়ের** অন্তর্ভুক্ত **أَلْقَدَرُ (আল-কাদার) তথা ভাগ্যলিপিতে** লিপিবদ্ধ সিদ্ধান্তসমূহ **"ওহী" বা প্রত্যাদেশ** মারফত নবী-রাসুল আলাইহিমুসসালামগণকে অবহিত করা সত্বেও **أَلْقَدَرُ (আল-কাদার) তথা ভাগ্যলিপিতে লিপিবদ্ধ সিদ্ধান্ত মোতাবেক** তাঁদের নিজেদের বেলায় যেমন ঘটবে তেমনিভাবে তাঁদের উম্মতের বেলায়ও তা ঘটবে। **أَلْقَدَرُ (আল-কাদার) তথা ভাগ্যলিপিতে** বিশ্বাস করা **(الأِيْمِانُ)** বা বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত এবং **(الأِيْمِانُ)** বা বিশ্বাসের শর্ত। যে **أَلْقَدَرُ (আল-কাদার) তথা ভাগ্যলিপিতে** বিশ্বাস করবে না সে মুমিন নয়, সে কাফির ।**أَلْقَدَرُ (আল-কাদার) তথা ভাগ্যলিপিতে** বিশ্বাস করা যে **(الأِيْمِانُ)** বা বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত এবং **(الأِيْمِانُ)** বা বিশ্বাসের শর্ত তা নিম্নে বর্ণিত একটি হাদিস শরীফের খন্ড বাক্যে হযরত জিবরাইল আলাইহিসসালাম **(الأِيْمِانُ)** বা বিশ্বাস সম্পর্কে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তার উত্তরে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেনঃ

قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَحَدِّثْنِي مَاالْإِيْمَانُ ؟ قَالَ: الْإِيْمَانُ أَنْ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّيْنَ وَتُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ والْحَيَاةِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَتُؤْمِنُ بِالْجَنَّةِ والنَّارِ وَالْحِسَابِ وَ الْمِيْزَانِ وَتُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ ـ مسند أحمد - (2972)

অর্থঃ- তিনি(হযরত জিবরাইল আলাইহিসসালাম)বললেন: ইয়া রাসুলাল্লাহি ! আপনি আমার নিকট বর্ণনা করুন, **(الأِيْمِانُ)** বা বিশ্বাস কি? তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা)বললেন: **(الأِيْمِانُ)** বা বিশ্বাস হচ্ছে আল্লাহ, তুমি শেষ দিবস, ফেরেস্তা, কিতাবও নবীদের প্রতি বিশ্বাস করবে, আর তুমি

মৃত্যু ও মৃত্যুর পর জীবনের প্রতি বিশ্বাস করবে, আরো বিশ্বাস করবে জান্নাত,দোযখ, হিসাব ও মিজানের প্রতি এবং আরো তুমি বিশ্বাস করবে পূর্ণ **أَلْقَدَرُ (আল-কাদার) তথা ভাগ্যলিপির** ভাল-মন্দের প্রতি। মুসনাদু আহমাদ শরীফ,হাদিস শরীফ নং-২৯৭২।

তবে, এখানে একটি কথা আছে, **أَلْقَدَرُ (আল-কাদার) তথা ভাগ্যলিপিতে** লিপিবদ্ধ সিদ্ধান্ত কোন কোন সময়ে মহান আল্লাহ তাআ'লা নিকট দুআ' করার মাধ্যমে পরিবর্তন হতে পারে । যেমন হাদিস শরীফের একটি খন্ড বাক্যে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেনঃ আছে--------

عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : لاَ يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلاَّ الدُّعَاءُ ـ مسند أحمد - (22874)

অর্থঃ-হযরত ছাওবান (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেন:" দুআ' ছাড়া **أَلْقَدَرُ (আল-কাদার) তথা ভাগ্যলিপি** খন্ডন করা যায় না"। মুসনাদু আহমাদ শরীফ,হাদিস শরীফ নং-২২৮৭৪।

অন্যথায়, **أَلْقَدَرُ (আল-কাদার) তথা ভাগ্যলিপিতে** লিপিবদ্ধ সিদ্ধান্ত মোতাবেক ঘটনাবলী ঘটতেই থাকবে । নিম্নে হাদিস শরীফের বাণী দিয়ে বিষয়টি পরিস্কার করে বুঝানো হবে ইনশাআল্লাহু তাআ'লা। যাহোক, এরপরও মহান আল্লাহ তাআ'লা বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতার কারণে এবং বিশেষ উপকারিতা ও বিশেষ ঘটনা উপলক্ষ্যে নবী-রাসুল আলাইহিমুসসালামগণকে **"ওহী" বা প্রত্যাদেশ** মারফত **أَلْقَدَرُ (আল-কাদার) তথা ভাগ্যলিপিসম্বলিত الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়** থেকেও নবুওয়ত ও রিসালাতের শানের উপযোগী প্রয়োজন পরিমান সীমিত **"عِلْمُ الْغَيْبِ"**(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** অবহিত করে থাকেন । এতটুকু **عِلْمُ الْغَيْبِ"**(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** নবী আলাইহিমুসসালামগণের জন্য থাকা অত্যন্ত জরুরী ও আবশ্যক । তা না হলে কোন মানুষই নবী আলাইহিমুসসালামগণকে নবী বলে স্বীকার করবে না । সেই জন্যেই মহান আল্লাহ তাআ'লা**"عِلْمُ الْغَيْبِ"**(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান" الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়ের** চাবি হস্তগত হওয়া প্রসঙ্গে উপরে বর্ণিত পবিত্র কুরআনের ইতিবাচক আয়াতগুলো অবতীর্ণ করে নবী আলাইহিমুস সালামগণের জন্য নবুওয়ত ও রিসালাতের শানের উপযোগী প্রয়োজন পরিমান সীমিত **"عِلْمُ الْغَيْبِ"**(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** থাকবে মর্মে মানুষকে অবহিত করে দিলেন।

দুই প্রকার **الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়ের** মধ্যে প্রথম প্রকার হচ্ছে **ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয় আর** দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে **চলমান প্রস্তুত ও বিদ্যমান الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়। এখন** দুই প্রকার **الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়** মধ্যে প্রথম প্রকারের **الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয় >> أَلْقَدَرُ (আল-কাদার) তথা ভাগ্যলিপিসম্বলিত الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়<<** বাস্তব উদাহরণ দিয়ে নিম্নে দেখানো হলো ।

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، فَارِسُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ جَيْشَ الْأُمَرَاءِ ، وَقَالَ: عَلَيْكُمْ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ ، فَإِنْ أَصِيْبَ زَيْدٌ، فَجَعْفَرُ، فَإِنْ أُصِيْبَ جَعْفَرُ،فَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَالْأَنْصَارِيُّ ، فَوَثَبَ جَعْفَرُ، فَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ يَا نَبِيَّ اللهِ وَأُمِّي، مَاكُنْتُ أَرْهَبُ أَنْ تَسْتَعْمِلَ عَلَيَّ زَيْدًا، قَالَ: امْضُوا ، فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي أَيُّ ذَلِكَ خَيْرٌ، قَالَ: فَانْطَلَقَ الْجَيْشُ، فَلَبِثُوا مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، وَأَمَرَ أَنْ يُنَادِيَ: الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : نَابَ خَبَرٌ، أَوْ ثَابَ خَبَرٌ، شَكَّ عَبْدُ الْحَمْنِ ، أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنْ جَيْشِكُمْ هَذَا الْغَازِي؟ إِنَّهُمْ انْطَلَقُوا ، لَقُوا الْعَدُوَّ، فَأَصِيْبَ زَيْدٌ شَهِيْدًا، فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ، فَاسْتَغْفَرَ لَهُ النَّاسُ، ثُمَّ أَخَذَ اللِّوَاءَ جَعْفَرُبْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَشَدَّ عَلَى الْقَوْمِ، حَتَّى قُتِلَ شَهِيْدًا، أَشْهَد لَهُ بِالشَّهَادَةِ ، فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ، ثُمَّ أَخَذَ اللِّوَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ، فَأَثْبَتَ قَدَمَيْهِ، حَتَّى أُصِيْبَ شَهِيْدًا، فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ، ثُمَّ أَخَذَ اللِّوَاءَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ، وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْأُمَرَاءِ، هُوَ أَمَّرَ نَفْسَهُ، فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِصْبَعَيْهِ ،وَقَالَ: اللَّهُمَّ هُوَ

سَيْفٌ مِنْ سُيُوْفِكَ، فَانْصُرْهُ، وَقَالَ عَبْدُ الْحَمْنِ مَرَّةً: فَانْتَصِرْ بِهِ، فَيَوْمَئِذٍ سُمِّيَ خَالِدُ سَيْفَ اللهِ،ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : انْفِرُوا ، فَأَمِدُّوا إِخْوَانَكُمْ، وَلاَ يَتَخَلَّفَنَّ أَحَدٌ، فَنَفَرَ النَّاسُ فِى حَرٍّ شَدِيْدٍ، مُشَاةً، وَرُكْبَانًا ــ مسند أحمد - (22989)

অর্থঃ- রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার অশ্বারোহী আবু কাতাদা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা আমিরদের সেনাবাহিনী প্রেরণ করে বললেন: তোমাদেরকে যায়দ বিন হারিছকে(আমির) মানতে হবে, সে যদি আঘাতপ্রাপ্ত হয় তা হলে জা'ফরকে(আমির)মানতে হবে, সে যদি আঘাতপ্রাপ্ত হয় তা হলে আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা আনসারীকে (আমির)মানতে হবে, এতে জা'ফর লাফ দিয়ে উঠে বললেন: ইয়া নাবী আল্লাহ, আমার মা-বাবা আপনার জন্যে উৎসর্গিত হউক,যায়দকে আমার উপর (আমির)নিয়োগ করাতে আমি ভয় করছিনা, তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা)বললেন: চলো, নিশ্চয় তুমি জান না উহার কোনটি উত্তম, তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা)বললেন: সেনা বাহিনী চলে গেল, আল্লাহ যতক্ষণ চাইলেন তারা অবস্থান করল, অতপর, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা মিম্বরে উঠে আহবান করতে আদেশ করলেন: **الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ** " নামাজে সমবেত হও", অতপর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বললেন: সংবাদ এসেছে(দুসংবাদ এসেছে), আব্দুর রহমান সন্দেহ করেছেন(কথাটা এইরকম হবে) **"আমি কি তোমাদেরকে এই গাজী বাহিনীর সংবাদ দিব" ?** তারা চলে গেছে এবং শত্রুর সাক্ষাৎ লাভ করেছে, যায়দ শহীদ হয়েছে, তোমরা তার জন্যে ইস্তিগফার করো(ক্ষমা চাও), জনগন ইস্তিগফার করলো(ক্ষমা চাইলো), তারপর জা'ফর বিন আবু তালিব পতাকা ধারণ করলো, শত্রু সম্প্রদায়ের উপর কঠোর হল, শেষ পর্যন্ত সে শহীদ হল,আমি তার শাহাদাতের স্বাক্ষ্য দিচ্ছি, তোমরা তার জন্যে ইস্তিগফার করো(ক্ষমা চাও), তারপর আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা পতাকা ধারণ করলো, সে তার পা দু খানা শক্ত করল, শেষ পর্যন্ত সে শহীদ হল, তোমরা তার জন্যে ইস্তিগফার করো(ক্ষমা চাও), তারপর খালিদ বিন ওলীদ পতাকা ধারণ করলো, সে আমিরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা । সে নিজে নিজেকে আমির বানিয়েছে, অতপর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তাঁর আঙ আঙ্গুলদ্বয় উত্তোলন করে বললেন: আল্লাহুম্মা, সে তো আপনার তরবারীসমূহের মধ্যে একটি তরবারী , তাকে আপনি সাহায্য করুন, আব্দুর রহমান একবার বললেন: **"তাকে দিয়ে প্রতিশোধ নিন"** । সেই দিন থেকে খালিদকে **" سَيْفُ اللهِ (সাইফুল্লাহ) তথা আল্লাহর তরবারী" নাম রাখা হল ।** তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বললেন: তোমরা বেরিয়ে পড়ো, তোমরা তোমাদের ভাইদেরকে সাহায্য করো, কেউ পিছনে থেকে যেয়োনা । জনগণ পদাতিক ও আরোহী হয়ে তীব্র গরমের ভিতর বের হয়ে গেল । মুসনাদু আহমাদ শরীফ,হাদিস শরীফ নং-২২৯৮৯।

উপরের হাদিস শরীফখানার প্রতি লক্ষ্য করুন, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা (তাবুক যুদ্ধে) তাঁর মনোনীত তিনজন সেনাপতি যথাক্রমে> যায়দ বিন হারিছ, জা'ফর বিন আবু তালিব ও আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহার আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার এবং শহীদ ওহয়ার বিষয়টি যুদ্ধে যাওয়ার পুর্বেই **"ওহী" বা প্রত্যাদেশ** মারফত জানতে পেরেছেন ও তাঁর সাহাবীগণকেও (রাদিআল্লাহু আনহুমগণকে)অবহিত করেছেন । এই তিনজন সেনাপতির আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার এবং শহীদ ওহয়ার বিষয়টি তো **اَلْقَدَرُ (আল-কাদার) তথা ভাগ্যলিপিসম্বলিত الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়ের** অন্তর্ভুক্ত ঘটনাবলী । মনে রাখবেন, **الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়ের** অন্তর্ভুক্ত ঘটনাবলী **"ওহী" বা প্রত্যাদেশ** মারফত জানা গেলেও **اَلْقَدَرُ (আল-কাদার) তথা ভাগ্যলিপিতে** লিপিবদ্ধ সিদ্ধান্তের কারণে যুদ্ধে গিয়ে আঘাতপ্রাপ্ত এবং শহীদ হতে হবেই । সেই জন্যেই এই যুদ্ধে প্রথমে যে সমস্ত সাহাবাকেরাম যুদ্ধে অংশ গ্রহন করেনি তাদেরকেও নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার নির্দেশক্রমে পরবর্তীতে যুদ্ধে যেতে হয়েছে ।ঠিক তদ্রুপই **اَلْقَدَرُ (আল-কাদার) তথা ভাগ্যলিপিসম্বলিত الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়ের** অন্তর্ভুক্ত ঘটনাবলী পূর্বেই **"ওহী" বা প্রত্যাদেশ** মারফত অবহিত হওয়াসত্বেও আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এবং তাঁর সাহাবীগণকেও (রাদিআল্লাহু আনহুমগণকে) বিভিন্ন যুদ্ধে অংশ গ্রহন করতে হয়েছে ও যেতে হয়েছে এবং **اَلْقَدَرُ (আল-কাদার) তথা ভাগ্যলিপিতে** লিপিবদ্ধ সিদ্ধান্তের কারণে যুদ্ধে গিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে আঘাতপ্রাপ্ত এবং সাহাবীগণকে(রাদিআল্লাহু আনহুমগণকে) শহীদ হতেও হয়েছে । এমতাবস্থায় কেউ **اَلْقَدَرُ (আল-কাদার) তথা ভাগ্যলিপিতে** লিপিবদ্ধ সিদ্ধান্তের বিপরীত কথা বললে সে মুসলিম নহে,সে হচ্ছে কাফির ও মুনাফিক এবং দোযখী। এখানে একটি হাদিস শরীফের একটি ঘটনার উদাহরণ দিয়ে **اَلْقَدَرُ (আল-কাদার) তথা ভাগ্যলিপিসম্বলিত الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়ের** অন্তর্ভুক্ত ঘটনাবলী বুঝাতে চেষ্টা করেছি । এই ঘটনাটিকে মডেল হিসেবে গ্রহন করে পরবর্তীতে ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য **اَلْقَدَرُ (আল-কাদার) তথা ভাগ্যলিপিসম্বলিত الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়ের** অন্তর্ভুক্ত হাদিস শরীফে বর্ণিত এইরূপ অসংখ্য ঘটনাবলী এভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করতে সম্মাণিত পাঠকবর্গকে অনুরোধ করছি ।

দুই প্রকার **الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়ের** মধ্যে প্রথম প্রকার >> **ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয় << সম্পর্কে উপরে বিস্তারিত আলোচনা করা হল ।**

এখন দুই প্রকার **الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়ের** মধ্যে দ্বিতীয় প্রকার >> **চলমান প্রস্তুত ও বিদ্যমান الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়<<** সম্পর্কে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা হচ্ছে ।

২. চলমান প্রস্তুত ও বিদ্যমান সকল الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়ের সকল مَفَاتِيْحُ (মাফাতিহু) তথা চাবিসমূহ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে দেওয়া হয়েছে । এইটা তাঁর বিশেষ উষ্কমর্যাদার প্রতীক । **চলমান ও বিদ্যমান সকল الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়** عِلْمٌ (ইলম) বা জ্ঞান মহান আল্লাহ তাআ'লা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সহজাত প্রবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত করে সার্বক্ষণিকভাবে স্বয়ংক্রিয় ও বিদ্যমান করে দিয়েছেন । **চলমান প্রস্তুত ও বিদ্যমান সকল الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়ের** সকল مَفَاتِيْحُ (মাফাতিহু)তথা চাবিসমূহ মহান আল্লাহ তাআ'লারই অনুগ্রহে আমাদের নবী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি** ওয়াসাল্লামার হস্তগত বিধায় এইরূপ **"عِلْمُ الْغَيْبِ"(ইলমুল গায়বি)** তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** প্রকাশের জন্যে প্রতিমূহুর্তে বার বার **"ওহী" বা প্রত্যাদেশের** প্রয়োজন হয়না এবং **"ওহী" বা প্রত্যাদেশের** অপেক্ষায় থাকা হয় না। । একজন মানুষের চক্ষু,কান, হাত ও পা ইত্যাদি নানাবিধ অঙ্গ-প্রতঙ্গ যেমন সার্বক্ণণিক বিদ্যমান থাকে ঠিক তেমনিভাবে **চলমান প্রস্তুত ও বিদ্যমান সকল الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়ের** عِلْمٌ (ইলম) বা জ্ঞান একজন নবী-রাসুল আলাইহিমুস সালামের সাথে উত্তম সহজাত প্রবৃত্তির সম্পৃক্ততা ও স্বয়ংক্রিয়তার মত সার্বক্ষণিক বিদ্যমান থাকে। **চলমান প্রস্তুত ও বিদ্যমান সকল الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়** আকাশ-জমিন ব্যপ্ত হয়ে আছে বিধায় আমাদের **নবী** সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তাঁর **সৃজনশীলগুণ** ও **ক্ষমতার** মাধ্যমে **চলমান প্রস্তুত ও বিদ্যমান الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়ের** মধ্য থেকে প্রয়োজন উপযোগী " عِلْمُ الْغَيْبِ"(ইলমুল গায়বি) তথা **"অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান"** তাঁর নিজের আছে মর্মে তিনি তাঁর প্রিয় উম্মতকে অবহিত করে তাদের নিকট নিজের অবস্থান তোলে ধরেছেন যাতে তাঁর প্রিয় উম্মতেরা তাঁর সঠিক অবস্থান ও উষ্কপদ মর্যাদা জেনে তাঁকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আদব-শিষ্টাচারিতা রক্ষা করে শ্রদ্ধাভরে- মনের আবেগে অনুরাগের মধ্য দিয়ে অনুসরণ-অনুকরন করে । দুই প্রকার **الْغَيْبِ (গায়ব)**

তথা অদৃশ্যবিষয়ের মধ্যে দ্বিতীয় প্রকার >> **চলমান প্রস্তুত ও বিদ্যমান** **الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়<<** সম্পর্কে ব্যাখ্যাসহ ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে নিম্নে বর্ণিত হাদিস শরীফদ্বয়ের দুটি খন্ড বাণী বিশেষভাবে অধ্যয়ন করা লাগবে । দুটি খন্ড বাণী হচ্ছে এই----------

(১) **أَوْتِيْتُ مَفَاتِيْحَ كُلِّ شَيْءٍ إِلاَّ الْخَمْسَ** অর্থঃ- পাঁচটি""**(ইলমুল গায়বি) তথা" অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান" ব্যাতীত সব কিছুর চাবি আমাকে দেওয়া হয়েছে ।**

(২) **وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ خَزَائِنَ الْأَرْضِ** **অর্থঃ-নিশ্চয় আমাকে জমিনের ভান্ডারসমূহের চাবিসমূহ দেওয়া হয়েছে ।**

মূল হাদিস শরীফদ্বয় হচ্ছে এই---

(ক) عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: أَوْتِيْتُ مَفَاتِيْحَ كُلِّ شَيْءٍ إِلاَّ الْخَمْسَ ((إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنْزِلُ الْغَيْثَ وَ يَعْلَمُ مَا فِى الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوْتُ، إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ (سُوْرَةُ لُقْمَانَ – الْأَيَةُ 34-) – مسند أحمد - (5684)

অর্থঃ-হযরত ইবনু ওমর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী বলেন: পাঁচটি ([1]) ব্যাতীত সব কিছুর চাবি আমাকে দেওয়া হয়েছে । ((নিশ্চয় আল্লাহর কাছেই কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে।তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ

([1]) এখানে পাঁচটি বলতে পাঁচটি **الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়** বুঝানো হয়েছে। যেমন একটি দীর্ঘ শরীফের একটি খন্ড অংশে হযরত জিবরাইল আলাইহিসসালাম কর্তৃক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে কিয়ামতের সময় কাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তার উত্তরে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেনঃ

قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَحَدِّثْنِي مَتَى السَّاعَةُ قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم: سُبْحَانَ اللهِ فِى خَمْسٍ مِنَ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ هُوَ((إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنْزِلُ الْغَيْثَ وَ يَعْلَمُ مَا فِى الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوْتُ، إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ (سُوْرَةُ لُقْمَانَ – الْأَيَةُ 34-) – مسند أحمد - (2972)))

অর্থঃ-তিনি(হযরত জিবরাইল আলাইহিসসালাম) বললেন: ইয়া রাসুলাল্লাহি, আমার নিকট বর্ণনা করুন, কখন কিয়ামত হবে ? রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বললেন: সুবহানাল্লাহ ! পাঁচটি বিষয় **الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়ের অন্তর্ভুক্ত । এগুলোকে তিনি ছাড়া কেউ জানে না ।**((নিশ্চয় আল্লাহর কাছেই কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে।তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে তিনি তা জানেন ।কেউ জানেনা আগামীকাল কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানেনা কোন দেশে সে মৃত্য বরণ করবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত)) । সুরা লুকমান, আয়াত নং-৩৪, মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৯৭২।

অন্য একটি দীর্ঘ শরীফের একটি খন্ড অংশে পাঁচটি **الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়** বলতে পাঁচটি **عِلْمُ الْغَيْبِ(ইলমুল গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়ের জ্ঞান** বুঝানো হয়েছে । যেমন----------

عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، فَقَالَ: فَهَلْ بَقِيَ مِنَ الْعِلْمِ شَيْءٌ لاَ تَعْلَمُهُ قَالَ قَدْ عَلِمَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ خَيْرًا، وَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ مَالاَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ اللهُ الْخَمْسَ: ((إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنْزِلُ الْغَيْثَ وَ يَعْلَمُ مَا فِى الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوْتُ، إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ (سُوْرَةُ لُقْمَانَ – الْأَيَةُ 34-) – مسند أحمد - (23597))

অর্থঃ-হযরত রিবয়ি' বিন হিরাশ(রাদিআল্লাহু আনহু) বনী আমেরের একজন লোক থেকে বর্ণনা করেন, সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার নিকট প্রবেশের জন্যে অনুমতি চেয়ে বলল: জ্ঞানের এমন কিছু অবশিষ্ট আছে কি যা আপনি জানেন না? তিনি(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা) বললেন: **"আল্লাহই ভাল জানেন"** ([1])।তবে **জ্ঞানের ০৫টি(পাঁচটি)বিষয় রয়েছে যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না ।** ((নিশ্চয় আল্লাহর কাছেই কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে।তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে তিনি তা জানেন ।কেউ জানেনা আগামীকাল কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানেনা কোন দেশে সে মৃত্য বরণ

করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে তিনি তা জানেন ।কেউ জানেনা আগামীকাল কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানেনা কোন দেশে সে মৃত্য বরণ করবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত)) । সুরা লুকমান, আয়াত নং-৩৪, মুসনাদু আহমাদ শরীফ,হাদিস শরীফ নং-৫৬৮৪।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا ، فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلاَتَهُ (২) عَلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ ،وَأَنَا شَهِيْدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّي وَاللهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الْآنَ، وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ خَزَائِنَ الْأَرْضِ، وَإِنِّي وَاللهِ مَاأَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيْهَا" ـ مسند أحمد - (17671)

অর্থঃ- ওকবা বিন আমের আল-জুহাইনি থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা একদিন বের হলেন, তারপর উহুদে মৃতব্যাক্তিদের উপর তার নামাজ পড়লেন ।অতপর মিম্বরের দিকে গিয়ে বললেন: আমি তোমাদের অগ্রগামী, আমি তোমাদের সাক্ষী, নিশ্চয় আল্লাহর শপথ ,আমি এখন আমার হাউজ (হাউজু কাওছার)দেখছি, নিশ্চয় আমাকে জমিনের ভান্ডারসমূহের চাবিসমূহ দেওয়া হয়েছে, নিশ্চয় আল্লাহর শপথ,আমি আমার পরে তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে এই ভয় করছিনা, কিন্তু আমি ভয় করছি তোমরা (দুনিয় নিয়ে)প্রতিযোযোগিতা করবে। মুসনাদু আহমাদ শরীফ,হাদিস শরীফ নং-১৭৬৭১।

خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَةِ " (খাইরুল কুরুনিছ্ছালাছাহ)তথা "সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর" সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম),তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের প্রদত্ত রায়-মতামত , **الْاِجْتِهَادُ** তথা গবেষণালব্ধ **اَلسُّنَّةُ**(আসসুন্নাহ) তথা নিয়ম, প্রণীত ফতওয়া , মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনুসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী **الْجَمَاعَةُ** (আল-জামাআ'ত)দল তথা **أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ** (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে একমাত্র একটি বেহেস্তী দলটির উপরে বর্ণিত আকিদাসমূহ ব্যাতীত এই রকম আরো অনেক অনেক আকীদা সম্পর্কীয় বিষয় আছে যেগুলোতে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা গুণ-প্রশংসাই বৃদ্ধি পায় সে সব বিষয়গুলো এদের("**أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ**" (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভুক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম মানুষের) গায়ে আগুন ধরে । যেমন আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা নুর থেকে সৃষ্ট । তারা তাদের অন্তরের বক্রতা(মুনাফিকি তথা কপটতা)থাকায় ও জ্ঞানের অভাবের কারণে এ সব বিষয় অস্বীকার করে থাকে ।

উপরে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদার গুণাবলীসমূহের অন্তর্ভুক্ত **১নং গুণ >>ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয় এবং চলমান প্রস্তুত ও বিদ্যমান الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয় সম্বলিত مَفَاتِيْحُ الْغُيُوْبِ (মাফাতিহুল গুয়ুবি) তথা**

করবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত)) । সুরা লুকমান, আয়াত নং-৩৪, মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৩৫৯৭।

অত্র হাদিস শরীফে পাঁচটি বিষয়কে **"জ্ঞানের ০৫টি(পাঁচটি)বিষয়"** বুঝানো হয়েছে ।

অদৃশ্যবিষয়সমূহের চাবি হস্তগত হওয়া <<সম্পর্কে **১ম অংশ > ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়<** বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে ।

এখন আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদার গুণাবলীসমূহের অন্তর্ভুক্ত **২নং গুণ >> "مَفَاتِيْحُ خَزَائِنِ الْأَرْضِ (মাফাতিহু খাযায়িনিল আরদি) তথা জমিনের ভান্ডারসমূহের চাবি"** সম্পর্কে নিম্নের আলোচনায় আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদার গুণাবলীসমূহের অন্তর্ভুক্ত **১নং গুণ >>ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয় এবং চলমান প্রস্তুত ও বিদ্যমান الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয় সম্বলিত الْغُيُوْبِ مَفَاتِيْحُ (মাফাতিহুল গুয়ুবি) তথা অদৃশ্যবিষয়সমূহের চাবি হস্তগত হওয়া << <<**সম্পর্কে **২য় অংশ > চলমান প্রস্তুত ও বিদ্যমান الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়< এর** অবশিষ্টাংশ বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহু তাআ'লা ।

২. مَفَاتِيْحُ خَزَائِنِ الْأَرْضِ (মাফাতিহু খাযায়িনিল আরদি)তথা জমিনের ভান্ডারসমূহের চাবি হস্তগত হওয়ার ব্যাখ্যাঃ

দুই প্রকার **الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়ের** মধ্যে **প্রথম প্রকার >> ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়ের পাঁচটি চাবি <<**ব্যাতীত মহান আল্লাহ তাআ'লা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে যেমন দুই প্রকার **الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়ের** মধ্যে **দ্বিতীয় প্রকার >>চলমান প্রস্তুত ও বিদ্যমান الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়ের চাবিসমূহ<<**([2])

([2]) (ক) যেমন আমাদের নবী **সাল্লাল্লাহু আলাইহি** ওয়াসাল্লামাই বলেছেন--------------------- " فِى خَمْسٍ لاَ يَعْلَمُهُنَّ إلاَّ اللهُ ثُمَّ تَلاَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هَذِهِ الْأَيَةَ : (إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنْزِلُ الْغَيْثَ وَ يَعْلَمُ مَا فِى الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوْتث، إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ) سُوْرَةُ لُقْمَانَ ـ االْأَيَةُ 34) ـ مسند أحمد ـ ((9632+23452) ।

অর্থঃ **পাঁচটি বিষয়ে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না,** তারপর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এই আয়াত তেলাওয়াত করেন (নিশ্চয় আল্লাহর কাছেই কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে।তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে তিনি তা জানেন । কেউ জানেনা আগামী কাল কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানেনা কোন দেশে সে মৃত্য বরণ করবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত)। (সুরা লুকমান,আয়াত নং-৩৪)। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ৯৬৩২+২৩৪৫২।)

(খ) যেমন আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাই বলেছেন--- -------------------------
عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: أَوْتِيْتُ مَفَاتِيْحَ كُلَّ شَىْءٍ إلاَّ الْخَمْسَ ((إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنْزِلُ الْغَيْثَ وَ يَعْلَمُ مَا فِى الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوْتث، إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ) سُوْرَةُ لُقْمَانَ ـ االْأَيَةُ 34) ـ مسند أحمد - (5684)

অর্থঃ-হযরত ইবনু ওমর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী বলেন: **পাঁচটি**"عِلْمُ الْغَيْبِ"(ইলমুল গায়বি) তথা" অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান" **ব্যাতীত সব কিছুর চাবি আমাকে দেওয়া হয়েছে** । ((নিশ্চয় আল্লাহর কাছেই কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে।তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে তিনি তা জানেন ।কেউ জানেনা আগামীকাল কি

প্রদান করেছেন তেমনিভাবে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদার গুণাবলীসমূহের অন্তর্ভুক্ত **২নং গুণ >> مَفَاتِيْحُ خَزَائِنِ الْأَرْضِ (মাফাতিহু খাযায়িনিল আরদি)তথা জমিনের ভান্ডারসমূহের চাবিও** প্রদান করেছেন । এইটা তাঁর উচ্চমর্যাদার দ্বিতীয় বিষয় ও দিক। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তাঁর এই উচ্চমর্যাদার কারণে জমিনের উপর-নীচের চলমান প্রস্তুত ও বিদ্যমান **الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়ের** ঘটনাবলীর বিবরণ জ্ঞাত হতে পারেন এবং কোন উপকারীতার কারণে, কোন উপযোগিতার কারণে ও কোন বিশেষ উপলক্ষ্যে তাঁর উম্মতকে তা বলতেও পারেন, শিক্ষাও দিতে পারেন বা সতর্ক করতে পারেন ।নিম্নে দু/একটি ঘটনা উল্লেখ করে বিষয়টি বুঝাতে চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা।

(১) عَنْ يَعْلَى بْنِ سَيَابَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرٍ فَقَالَ: إِنَّ صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ يَعَذَّبُ فِي غَيْرِ كَبِيْرٍ ، ثُمَّ دَعَا بِجَرِيْدَةٍ فَوَضَعَهَا عَلَى قَبْرِهِ، فَقَالَ فَلَعَلَّهُ أَنْيُخَفَّفُ عَنْهُ مَا دَامَتْ رَطْبَةً ـ مسند أحمد - (17834)

অর্থঃ- ইয়া'লা বিন সাবাবা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা একটি কবরের পার্শ দিয়ে যাবার কালে বললেন: নিশ্চয় এই কবরবাসী কোন বড় গুনাহর কারনে নহে তার কবরে তার অযাব বা শাস্তি হচ্ছে, তাই, তিনি খেজুরের ডাল আনার জন্যে(ডেকে) আদেশ দিলে তা তার(কবরবাসীর)কবরে স্থাপন করে বললেন: এই ডালটি তাজা থাকা পর্যন্ত কবরবাসীর শাস্তি হালকা করে দেওয়া হবে। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৭৮৩৪ ।

(২) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا ، فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ (،وَأَنَا شَهِيْدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّي وَاللهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الْآنَ، [3]عَلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ) وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ خَزَائِنَ الْأَرْضِ، وَإِنِّي وَاللهِ مَاأَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيْهَا ـ مسند أحمد - (17671)

অর্থঃ- হযরত ওকবা বিন আমের (রাদিআল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা একদিন বের হয়ে মৃতব্যাক্তির উপর তাঁর নামাজের মত উহুদবাসীদের উপর নামাজ পড়লেন ।তারপর মিম্বরের দিকে বের হয়ে বললেন: আমি তোমাদের অগ্রগামী, আমি এখন আমার "হাউজ"(হাউজু কাউসার)দেখছি, আমাকে জমিনের ভান্ডারের চাবিসমূহ দেওয়া হয়েছে, আল্লাহর শপথ, আমি তোমাদের ব্যাপারে এই ভয় করছিনা যে, তোমরা আমার পরে মুশরিক হয়ে যাবে, কিন্তু আমি ভয় করছি তোমরা (দুনিয়া নিয়ে)প্রতিযোগিতায় লেগে যাবে । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৭৬৭১ ।

(৩) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانَ سِنِيْنَ،كَالْمُوَدِّعِ لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ، ثُمَّ طَلَعَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: إِنِّي فَرَطُكُمْ ،وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيْدٌ ،وَإِنَّ مَوْعِدَكُمْ الْحَوْضُ وَإِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَيْهِ مِنْ مَقَامِي هَذَا ، وَلَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا أَوْ قَالَ: تَكْفُرُوا، وَلَكِنَّ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوا فِيْهَا ـ مسند أحمد - (17674)

উপার্জন করবে এবং কেউ জানেনা কোন দেশে সে মৃত্য বরণ করবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত)) । সুরা লুকমান, আয়াত নং-৩৪, মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫৬৮৪।

([3])إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ(আমি তোমাদের অগ্রগামী)**এর ব্যাখ্যাঃ ((11769) - مسند أحمد ـ) وَإِنِّي أَيُّهَا النَّاسُ فَرَطٌ لَكُمْ عَلَى الْحَوْضِ**
(হে মানুষ নিশ্চয় আমি হাউজে তোমাদের অগ্রগামী, মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১১৭৬৯।)

অর্থঃ- হযরত ওকবা বিন আমের (রাদিআল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা জীবিত ও মৃতদের বিদায়দানকারীর মত আট বছর পর উহুদের নিহতদের উপর নামাজ পড়লেন। তারপর মিম্বরের উপর উঠে বললেন: আমি তোমাদের অগ্রগামী,আমি তোমাদের স্বাক্ষী, নিশ্চয় তোমাদেরকে "হাউজ"(হাউজু কাউসার)দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, আমি উহার দিকে ("হাউজ"(হাউজু কাউসার)দেখছি, আর আমি তোমাদের ব্যাপারে এই ভয় করছিনা যে, তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে অথবা কাফির হয়ে যাবে, কিন্তু (আমি ভয় করছি)দুনিয়া নিয়ে তোমরা প্রতিযোগিতায় লেগে যাবে । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৭৬৭৪ ।

(8) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ صَلَّى قَالَ: لَمَّا أُسْرِيَ بِيْ مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى وَ هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّى فِى قَبْرِهِ عِنْدَ الْكَثِيْبِ الْأَحْمَرِ - مسند أحمد - (13800)

অর্থঃ- হযরত আনাস বিন মালিক(রাদিআল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেছেন: যখন আমাকে নিয়ে ভ্রমন করা হল(মিরাজ ভ্রমনে নেওয়া হল)তখন আমি লাল টিলার নিকটে মুসা তার কবরে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া অবস্থায় আমি তার পাশ দিয়ে গেলাম । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৩৮০০ ।

উপরে ১নং হাদিস শরীফে বর্ণিত কবরের আযাব দেখা,২ নং ও ৩নং হাদিস শরীফে বর্ণিত হাউজু কাউসার অবলোকন করা এবং ৪ নং হাদিস শরীফে বর্ণিত মুসা আলাইহিস সালামকে তাঁর কবরে নামাজ পড়তে দেখা ইত্যাদি ঘটনাসমূহ **الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়ের** দুটি প্রকারের দ্বিতীয়টির অন্তর্ভুক্ত । দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে>>.**চলমান প্রস্তুত ও বিদ্যমান الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয় <<।** এই অবস্থার **الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়** নবী আলাইহিমুসসালামগণের জন্যে পূর্ব হতেই প্রস্তুত ও বিদ্যমান থাকে এবং উত্তম সহজাত প্রবৃত্তির মত নবী আলাইহিমুসসালামগণের জ্ঞানের সাথে সার্বক্ষণিক সম্পৃক্ত থাকে । নবী আলাইহিমুসসালামগণকে এই ধরণের **الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়** দিয়ে পূর্ব হতেই প্রস্তুত ও যোগ্য করে রাখা হয়ে থাকে । এইটা নবী আলাইহিমুসসালামগণের বিশেষত্ব । এই **الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়** তাৎক্ষণিকভাবে তৈরী হয় না এবং এই **الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়** জানার জন্যে **"ওহী" বা প্রত্যাদেশের** প্রয়োজন হয়না এবং **"ওহী" বা প্রত্যাদেশের** অপেক্ষায় থাকা হয় না । তাই, এই **الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়** নবী আলাইহিমুসসালামগণ স্বয়ংক্রিভাবে তারা দেখতে পারেন ও বলতে পারেন। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা শেষ নবী ও শ্রেষ্ঠ নবী বিধায় তাঁকে অন্যান্য নবীগনের চেয়ে বেশী এই ধরণের **الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়** দ্বারা পরিপূর্ণ প্রস্তুত ও যোগ্য করে রাখা হয়েছিল ।

এই ধরণের **الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়ের** জ্ঞান আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদার গুণাবলীসমূহের অন্তর্ভুক্ত **৩ নং গুণ>> সৃজনশীল গুণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়া<<** থেকে উৎসরিত হয় । নবী আলাইহিমুসসালামগণকে উত্তম সহজাত প্রবৃত্তির মত উচ্চমর্যাদার গুণাবলীসমূহের তৃতীয় এই গুণটি দিয়েও পূর্ব হতেই প্রস্তুত করে মহান আল্লাহ তাআ'লা নবী-রাসুল ঘোষণা দেন । যেমন হাদিস শরীফে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ---------- ----------

(৫) عَنْ جَابِرِبْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم : إِنِّي لَأَعْرِفُ حَجَرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُبْعَثَ، إِنِّي لَأَعْرِفُهُ الْآنَ - - مسند أحمد - (212746)

অর্থঃ- হযরত জাবের বিন সামুরা(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন : আমি মক্কাতে এমন এক পাথরকে চিনি যেই পাথরটি আমাকে নবী

ঘোষণা দিয়ে পাঠানোর পূর্বেই আমাকে সালাম করত, নিশ্চয় আমি উহা এখনো চিনি। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২১২৭৪৬ ।

উপরোক্ত হাদিস শরীফ মোতাবেক **"সৃজনশীল গুণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়ার"** জন্যে নবী-রাসুল আলাইহিমুসসালামগণকে কোন সাধনা করা লাগে না । এই গুণটি নবী-রাসুল আলাইহিমুসসালামগণের জন্য মহান তাআ'লার পক্ষ হতে মহা অনুগ্রহ । যেমন হযরত মুসা ও খিজর আলাইহিমুসসালামের মধ্যে এই **"সৃজনশীল গুণটি"** প্রকাশ পেয়েছিল । হযরত মুসা আলাইহিমুসসালাম ছিলেন **الْعُلُوْمُ الشَّرْعِيَّةُ (উলুমুশশারইয়্যাতু)** তথা শরিয়তী জ্ঞানে বড় মাপের আলিম আর হযরত খিজর আলাইহিমুসসালাম ছিলেন **الْعُلُوْمُ الْكَوْنِيَّةُ (উলুমুল কাউনিয়্যাতু) তথা মহাজাগতিক জ্ঞানে** বড় মাপের আলিম । হযরত খিজর আলাইহিমুসসালামের জ্ঞানের পরিচিত নাম হচ্ছে **"সৃজনশীল গুণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন জ্ঞান"** । **"সৃজনশীল গুণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন জ্ঞানটি"** সম্পর্কে সুষ্ঠ ধারণা মুসলিম মানুষের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত চলমান রখার জন্যেই মহান আল্লাহ তাআ'লা হযরত মুসা ও খিজর আলাইহিমুসসালামের মধ্যে এই সুদূরপ্রসারী ঘটনা ঘটালেন ।

ঘটনার সূত্রপাতঃ

নিম্নে দুটি দীর্ঘ হাদিস শরীফের কিয়দংশ উল্লেখ করলাম । উভয় হাদিস শরীফেই হযরত মুসা ও খিজর আলাইহিমুসসালামের মধ্যে সংঘটিত ঘটনার বিবরণ দেওয়া আছে । আর উক্ত ঘটনা মুসলিম আলিম-উলামা এবং সাধারণ মুসলিম মানুষ সকলেই কম-বেশী অবগত আছেন । সেই জন্যেই আমি এখানে পূর্ণ বিবরণ দেইনি । বর্তমান আলোচনার সাথে সম্পর্কিত বিষয়টুকুই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র । হযরত মুসা ও খিজর আলাইহিমুসসালামের মধ্যে সংঘটিত ঘটনাবলী সম্পূর্ণটাই **"সৃজনশীল গুণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন ঘটনা" ।** তাঁদের উভয়ের মাঝে উল্লেখযোগ্য তিনটি ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল ।

(১) হযরত মুসা ও খিজর আলাইহিমুসসালামকে নদী পারাপারকারী উপকারকারী নৌকাকে ছিদ্র করে দেওয়া।

ব্যাখ্যাঃ-ঐ এলাকার অত্যাচারী বাদশাহ ভাল নৌকাগুলো জবরদস্তির সাথে নিয়ে যাবে ওহীর মারফত জেনে হযরত মুসা ও খিজর আলাইহিমুসসালামকে নদী পারাপারকারী উপকারকারী দরিদ্র লোকগুলোর নৌকা হেফাজতের উদ্দেশ্যে হযরত খিজর আলাইহিমুসসালাম নৌকা ছিদ্র করে দিয়েছেন যাতে বাদশাহ নৌকা নিতে না পারে ।

(২) হযরত মুসা ও খিজর আলাইহিমুসসালাম ক্ষুদার্থ ও পিপাসার্ত থাকা অবস্থায় যেই গ্রামের অধিবাসীগণের নিকট খাবার চাওয়া হলে তারা খাবার দিতে অস্বীকার করা সত্বেও তাদের পড়ে যেতে উপক্রম প্রাচীর সংস্কার দেওয়া ।

ব্যাখ্যাঃ এই প্রাচীরের মালিক একজন সৎলোক ছিলেন, তিনি তার সন্তানদের জন্য স্বর্নের টাকা প্রাচীরের নীচে সংরক্ষণের জন্যে রেখে গেছেন যাতে পরবর্তী সময়ে সন্তানরা কাজে লাগাতে পারে, সন্তানরা বালেগ হলে আল্লাহ তাআ'লার হুকুমে নির্দিষ্ট সময়ে প্রাচীর ভেঙ্গে গেলে তার সন্তানরা উক্ত স্বর্নগুলো সংগ্রহ করে তাদের নিজের উপকারে ব্যয় করবে । ওহীর মারফত জেনে সৎলোকের পড়ন্ত প্রাচীর হেফাজতের উদ্দেশ্যে হযরত খিজর আলাইহিমুসসালাম সংস্কার করে দেন ।

(৩) বাহ্যত দেখতে নিস্পাপ সুন্দর একটি শিশুকে হযরত খিজর আলাইহিসসালাম কর্তৃক অনর্থক হত্যা করে ফেলা ।

ব্যাখ্যাঃ সুন্দর শিশুটির পিতা-মাতা পরবর্তীকালে উক্ত শিশু কর্তৃক কষ্ট পাবে ওহীর মারফত জেনে মহান আল্লাহর নির্দেশেই উক্ত শিশুকে হযরত খিজর আলাইহিসসালাম হত্যা করে ফেলেন । হযরত

খিজর আলাইহিসসালাম একজন **সৃজনশীল গুণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন** নবী ছিলেন। সেই জন্যেই তিনি বাহ্যত অবোধগম্য বিপরীতধর্মী তিনটি ঘটনা ঘটিয়েছেন । তাই, মহান আল্লাহ তাআ'লা হযরত মুসা আলাইহিসসালামকে **اَلْعُلُوْمُ الشَّرْعِيَّةُ (উলুমুশশারই'য়্যাতু)** তথা শরিয়তী জ্ঞানের বাহিরে **اَلْعُلُوْمُ الْكَوْنِيَّةُ (উলুমুল কাউনিয়্যাতু) তথা মহাজাগতিক জ্ঞান** শিক্ষার জন্যে **সৃজনশীল গুণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন** নবী হযরত খিজর আলাইহিসসালামের নিকট প্রেরণ করলেন । এর বিবরণের পুর্বাভাস হিসেবে দীর্ঘ হাদিস শরীফের কিয়দংশ নিম্নে উল্লেখ করা হল ।

عَنْ أُبَيِّ بْن كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ِصلي الله عليه وسلم قَالَ: قَامَ مُوسى عَلَيْهِ السَّلاَمُ خَطِيْبًا فِى بَنِي إِسْرَائِيْل ، فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ ؟ قَالَ: أَنَا، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ ، قَالَ بَلْ عَبْدٌ لِي عِنْدَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ أَيْ رَبَّ فَكَيْفَ لِي بِهِ؟ قَالَ: خُذْ نُوْنًا فَاجْعَلْهُ فِى مَكْتَلٍ، ثُمَّ انْطَلِقْ فَحَيْثُمَا فَقَدْتَهُ فَهُوَ ثَمَّ ـ مسند أحمد - (21504)

অর্থঃ- উবাই বিন কা'ব(রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেন: হযরত মুসা আলাইহিসসালাম বনী ইসরাইলদের মাঝে বক্তা হিসেবে দাঁড়ালেন, (এমনি সময়ে)তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল মানুষের মধ্যে কোন মানষটি সবচেয়ে বেশী জ্ঞানী ?তিনি(হযরত মুসা আলাইহিসসালাম)বললেন: আমি, **<u>এতে(এই উত্তরের জন্যে) আল্লাহ তাঁকে তিরস্কার করলেন যেহেতু তিনি জ্ঞানের উত্তরটি(জ্ঞানের বিষয়টি)আল্লাহর দিকে সোপর্দ করেন নি।</u>** আল্লাহ বললেন, বরং দুই সাগরের সম্মিলনে আমার এক বান্দা আছে সে তোমার চেয়ে বেশী জ্ঞানী । হযরত মুসা আলাইহিসসালাম বললেন, হে আমার প্রভূ, আমি কিভাবে তাকে পাব ? আল্লাহ বললেন, একটি নুন নামে মাছ নিয়ে ব্যাগে রাখ, তারপর চল, যেখানে তুমি মাছটি হারিয়ে ফেলবে সেখানেই সেই বান্দাটি । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২১৫০৪ ।

عَنْ أُبَيِّ بْن كَعْبٍ، قَالَ: قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم: إِنَّ مُوسى رسول الله عَلَيْهِ السَّلاَمُ ذَكَّرَ النَّاسَ يَوْمًا ،حَتَّى إِذَ فَاضَتِ الْعُيُوْنُ وَ رَقَّتِ الْقُلُوْبُ وَلَّى، فَأَدْرَكَتْهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رسولَ الله، هَلْ فِى الْأَرْضِ أَحَدٌ أَعْلَمُ مِنْكَ ؟ قَالَ: لاَ، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَى اللهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: أَنَّ لِي عَبْدًا أَعْلَمُ مِنْكَ، قَالَ : أَيْ رَبَّ ، وَأَيْنَ ؟ قَالَ: مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ ،-------------------- ـ مسند أحمد - (21507)

অর্থঃ- উবাই বিন কা'ব (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেন: আল্লাহর রাসুল হযরত মুসা আলাইহিসসালাম একদিন মানুষদেরকে উপদেশ দিচ্ছিলেন, শেষ পর্যন্ত যখন চক্ষসমূহ পানি ঝরল আর হৃদয়সমূহ নরম হল তিনি চলে গেলেন, (এমনি সময়ে) একজন লোক তাঁকে পেয়ে বলল: ইয়া রাসুলাল্লাহ, পৃথিবীতে আপনার চেয়ে বেশী জ্ঞানী কেউ আছে কি? তিনি (হযরত মুসা আলাইহিসসালাম) বললেন: না, **<u>এতে (এই উত্তরখানা) আল্লাহ অপছন্দ</u>** (4) **<u>করলেন যেহেতু তিনি জ্ঞানের উত্তরটি (জ্ঞানের বিষয়টি) আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআ'লার দিকে সোপর্দ করেন নি।</u>** আল্লাহ তাঁর নিকট ওহী বা প্রত্যাদেশ পাঠালেনঃ নিশ্চয় তোমার চেয়ে বেশী জ্ঞানী আমার এক বান্দা আছে । হযরত মুসা আলাইহিসসালাম বললেন, হে আমার প্রভূ, সে কেথায়? আল্লাহ বললেন, দুই সাগরের সম্মিলনে । একটি নুন নামে মাছ নিয়ে ব্যাগে রাখ, তারপর চল, যেখানে তুমি মাছটি হারিয়ে ফেলবে সেখানেই সেই বান্দাটি--------। মুসনাদু আহমাদ শরীফ,

---

(4) হাদিস শরীফে **"عَتَبَ"** শব্দটি এসেছে । **"عَتَبَ"** শব্দটির সাথে **" عَلَي "** হরফু জার যোগ না হলে তখন এর অর্থ হবে "**তিরস্কার" করা** । **"عَتَبَ"** শব্দটির সাথে **" عَلَي "** হরফু জার যোগ হলে তখন এর অর্থ হবে **"অপছন্দ"** করা । আমি এখানে অপছন্দ করা অর্থটিই ব্যবহার করেছি ।

হাদিস শরীফ নং-২১৫০৪ ।
উপরোক্ত হাদিস শরীফদ্বয়ে হযরত মুসা আলাইহিসসালাম অধিক নম্রতা প্রদর্শন করে তাঁর জ্ঞানের বিষয়ে উত্তরটি মহান আল্লাহর দিকে সম্পর্ক না করায় নবী হিসেবে তাঁর এরূপ উত্তর মহান আল্লাহর তাআ'লার পছন্দ হয়নি বিধায় বিশেষ জ্ঞান অর্জনের জন্যে **সৃজনশীল গুণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন** নবী হযরত খিজর আলাইহিসসালামের নিকট প্রেরণ করলেন । যাহোক, উভয় প্রকার জ্ঞানের পার্থক্যটি হযরত মুসা আলাইহিসসালাম সালামের পর হযরত খিজর আলাইহিসসালামের কথা-বার্তার বা কথোপকথনের মধ্যে ফুটে উঠেছে । যেমন হাদিস শরীফে আছে----------
---------- **مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ: أَنَا مُوسَى ، قَالَ: مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيْلَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا شَأْنُكَ ؟ قَالَ : جِئْتُ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ، قَالَ: أَمَا يَكْفِيْكَ أَنَّ أَنْبَاءَ التَّوْرَاةِ بِيدِكَ وَأَنَّ الْوَحْيَ يَأْتِيْكَ يا مُسَى، إن لِي عِلْمًا لاَ يَنْبَغِي أَنْ تَعْلَمَهُ، وَإِنَّ لَكَ عِلْمًا لاَ يَنْبَغِي ن أعْلمهُ ـ مسند أحمد - (21507)+إِنِّي عَلَى عِلْمٍ مِنَ اللهِ تَبَارَكَ و تَعَالَى لاَ تَعْلَمُهُ وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ مِنَ اللهِ عَلَّمَكَهُ اللهُ ـ مسند أحمد - (21502)**
অর্থঃ- তিনি (হযরত খিজর আলাইহিসসালাম) বললেন: আপনি কে? তিনি (হযরত মুসা আলাইহিসসালাম) বললেন: আমি মুসা, তিনি (হযরত খিজর আলাইহিসসালাম) বললেন: বনী ইসরাইলের মুসা? তিনি (হযরত মুসা আলাইহিসসালাম) বললেন: হা, তিনি (হযরত খিজর আলাইহিসসালাম) বললেন: কি ব্যাপার? তিনি (হযরত মুসা আলাইহিসসালাম) বললেন: আমি এসেছি আপনাকে যেই সঠিক জ্ঞান দেওয়া হয়েছে উহা থেকে আপনি আমাকে শিক্ষা দিবেন । তিনি (হযরত খিজর আলাইহিসসালাম) বললেন: হে মুসা, আপনার জন্যে যথেষ্ঠ নয় কি যে, নিশ্চয় তাওরাতের সংবাদ আপনার হাতে আছে আর ওহী বা প্রত্যাদেশ আপনার নিকট আসে, নিশ্চয় আমার এমন **عِلْمٌ(ইলম) বা জ্ঞান** আছে যা জানা আপনার উচিৎ নয় এবং আপনার এমন **عِلْمٌ(ইলম) বা জ্ঞান** আছে যা জানা আমার উচিৎ নয় । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২১৫০৭ + নিশ্চয় আমি আল্লাহ তাবারাকা ওআ তাআ'লার পক্ষ হতে এমন এক **عِلْمٌ (ইলম) বা জ্ঞানের** উপর আছি যা আপনি জানেন না আর আপনি আল্লাহর পক্ষ হতে এমন এক **عِلْمٌ (ইলম) বা জ্ঞানের** উপর আছেন যা আল্লাহ আপনাকেই শিক্ষা দিয়েছেন, মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২১৫০২ ।
উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফদ্বয়ে দুই প্রকার **عِلْمٌ(ইলম) বা জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে ।** হযরত মুসা আলাইহিসসালামের জ্ঞানের নাম **الْعُلُوْمُ الشَّرْعِيَّةُ (উলুমুশশারইয়্যাতু)** তথা শরিয়তী জ্ঞান এবং হযরত খিজর আলাইহিসসালামের জ্ঞানের নাম **الْعُلُوْمُ الْكَوْنِيَّةُ (উলুমুল কাউনিয়্যাতু) তথা মহাজাগতিক জ্ঞান । الْعُلُوْمُ الْكَوْنِيَّةُ (উলুমুল কাউনিয়্যাতু) তথা মহাজাগতিক জ্ঞানের** অপর নাম বা পরিচিত নাম হচ্ছে **সৃজনশীল গুণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন** জ্ঞান । হযরত খিজর আলাইহিসসালাম ছিলেন এই দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন নবী ।
আর আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা নিম্নে বর্ণিত চারটি উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন গুণের **((১. مَفَاتِيْحُ الْغُيُوْبِ (মাফাতিহুল গুয়ুবি) তথা অদৃশ্যবিষয়সমূহের (জ্ঞানের) চাবির অধিকারী, ২. مَفَاتِيْحُ خَزَائِنِ الْأَرْضِ (মাফাতিহু খাযায়িনিল আরদি) তথা জমিনের ভান্ডারসমূহের চাবির অধিকারী , ৩. সৃজনশীল গুণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন ,৪. মুজিযা বা অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন))** অধিকারী হওয়া সত্বেও তাঁর জ্ঞানের পরিমাপ সম্পর্কে বনী আমেরের একজন লোক কর্তৃক তিনি জিজ্ঞাসিত হলে তিনি তাঁর জ্ঞানের বিষয়ে উত্তরটি একটি দীর্ঘ হাদিস শরীফের খন্ড বাক্যে অধিক নম্রতা প্রদর্শন করে মহান আল্লাহর দিকে সম্পর্ক করে উত্তর দিয়েছেন । হাদিস শরীফখানা এই----------

عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، فَقَالَ: فَهَلْ بَقِيَ مِنَ الْعِلْمِ شَيْءٌ لاَ تَعْلَمُهُ قَالَ قَدْ عَلِمَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ خَيْرًا، وَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ مَالاَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ اللهُ الْخَمْسَ: ((إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنْزِلُ الْغَيْثَ وَ يَعْلَمُ مَا فِى الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوْتُ، إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ (سُوْرَةُ لُقْمَانَ ـ الْأَيَةُ 34) ـ مسند أحمد - (23597))

অর্থঃ-হযরত রিবয়ি’ বিন হিরাশ (রাদিআল্লাহু আনহু) বনী আমেরের একজন লোক থেকে বর্ণনা করেন, সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার নিকট প্রবেশের জন্যে অনুমতি চেয়ে বলল: জ্ঞানের এমন কিছু অবশিষ্ট আছে কি যা আপনি জানেন না? তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা) বললেন: **“আল্লাহই ভাল জানেন”** ([5])। তবে জ্ঞানের ০৫টি(পাঁচটি)বিষয় রয়েছে যা আল্লাহ ছাড়া

([5]) <u>সূক্ষ্ম বিষয়ঃ</u> আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে যখন প্রশ্ন করা হল **“জ্ঞানের এমন কিছু অবশিষ্ট আছে কি যা আপনি জানেন না”?** নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বনী আমেরের লোকটির প্রশ্নের উত্তরে সরসরি এই কথা বলেন নি যে, **“হা অথবা না”।** বরং উত্তরের বিষয়টি আল্লাহ তাআ’লার দিকে সোপর্দ করে দিয়ে বললেন **“আল্লাহই ভাল জানেন”** । উত্তরের পাশাপাশি সাথে সাথে এই কথাও বলে দিলেন **“জ্ঞানের ০৫টি(পাঁচটি)বিষয় রয়েছে যা আল্লা হ ছাড়া কেউ জানে না”।** এখানে প্রশ্নের উত্তরে **“আল্লাহই ভাল জানেন”** তবে **“জ্ঞানের ০৫টি(পাঁচটি)বিষয় রয়েছে যা আল্লা হ ছাড়া কেউ জানে না”** বাণী দুটির মধ্যে সূক্ষ্ম বিষয় এই যে, **জ্ঞানের ০৫টি(পাঁচটি)বিষয় ছাড়া** আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার জন্য না জানার মত জ্ঞানের এমন কিছু অবশিষ্ট নাই । বরং আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার নিকট জানার মত জ্ঞানের সব কিছুই আছে। বনী আমেরের লোকটির প্রশ্নের উত্তরটি আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হিসেবে আল্লাহ তাআ’লার দিকে সোপর্দ করে নম্রতা প্রদর্শন করায় আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হয়েছেন বিধায় আল্লাহ তাআ’লা আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে কোন মাখলুকের নিকট শিক্ষার জন্যে প্রেরণ করেন নি । কিন্তু হযরত মুসা আলাইহিসসালাম প্রশ্নের উত্তরটি আল্লাহ তাআ’লার দিকে সোপর্দ না করে পারিপার্শিক অবস্থা বিবেচনা করে প্রশ্নের উত্তরে সরাসরি **“আমি সবচেয়ে জ্ঞানী”** বলায় নম্রতা প্রদর্শিত না হওয়ায় আল্লাহ তাআ’লা তাঁকে আল্লাহ তাআ’লারই এক প্রিয়জন হযরত খিজর আলাইহিসসালামের নিকট শিক্ষার জন্যে প্রেরণ করেন। অতএব, **বর্তমান "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ"** (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর” অন্তর্ভূক্ত মুসলিম আলিম বা জ্ঞানী মাত্রেই সকলেরই উপরে বর্ণিত বিবরণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সর্ববিষয়ে নম্রতা প্রদর্শন করা উচিত। বিশেষকরে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার জ্ঞান ও গুনের বিষয়ে কথা বলতে যেই জ্ঞানী মুসলিমই নম্রতা প্রদর্শন করে কথা বলবে না সে নিশ্চিত মুনাফিক মুসলিম । যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেন: ---

- -عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ رسول الله صلي الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ أَخْوَفَ مَاأَخَافُ عَلَى أُمَّتِي كُلُّ مُنَافِقٍ عَلِيِ اللِّسَانِ ـ مسند أحمد ـ (316+145)) অর্থঃ-হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেছেন: আমি আমার উম্মতের উপর সবচেয়ে বেশী ভয় করছি **“কথায় জ্ঞানী মুনাফিককে”** ।মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৪৫+৩১৬।

আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার বাণী মোবারক থেকে এই কথা বুঝা গেল যে, বর্তমান **"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ"** (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর” অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম আলিমরাই মুনাফিক হবে । **কারণ,** তারাই বক্তব্য-ভাষণ, কথাবার্তায় জ্ঞান-পান্ডিত্য প্রকাশ করে ঠিকই কিন্তু আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার জ্ঞান ও গুনের বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে নম্রতা প্রদর্শন

কেউ জানে না । ((নিশ্চয় আল্লাহর কাছেই কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে।তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে তিনি তা জানেন । কেউ জানেনা আগামীকাল কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানেনা কোন দেশে সে মৃত্য বরণ করবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত)) । সুরা লুকমান, আয়াত নং-৩৪, মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৩৫৯৭।

করে না । বরং তারা নিজেদের জ্ঞানের দৈন্যতা স্বীকার না করে ঔদ্ধত্যভাব ও অহংকারই প্রদর্শন করে থাকে । এর কারণ হলো, বর্তমান **"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ"** (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম আলিমরা নিজেদের দলের নাম **" أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)"** নামে নাম রেখে ইসলামের নামে,ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও পবিত্র হাদিস শরীফের শব্দ ও বাক্যবলীর নামে গঠিত বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হওয়ায় তাদের মধ্যে আদব তথা শিষ্টাচারিতা নেই, আদব তথা শিষ্টাচারিতা না থাকায় নম্রতা ও ভদ্রতাও নেই । যার ফলশ্রুতিতে তারা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার জ্ঞান ও গুনের বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে নম্রতা প্রদর্শন করে না । আর **" أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)"** নামে দলটির অনুসারীরা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার জ্ঞান ও গুনের বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে সর্বদা নম্রতা প্রদর্শন করে থাকে । কারণ, **" أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)"** নামে দলটির অনুসারীরা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই আদব তথা শিষ্টাচারিতায় পরিপূর্ণ এবং সঠিক আক্বিদার জ্ঞানে পরিপূর্ণ বিধায় তারা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার জ্ঞান ও গুনের বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে সর্বদা নম্রতা প্রদর্শন করে থাকে । সেই জন্যেই **" أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)"** নামে দলটি একমাত্র একটি দল হওয়ায় এর অনুসারীদের ভিতর **الْعُلَمَاءُ (উলামা) তথা জ্ঞানীলোকের** সংখ্যা বেশী কিন্তু **الْخُطَبَاءُ (খুতাবা) তথা বক্তার** সংখ্যা কম । **আর** বর্তমান **"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ"** (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম আলিমরা ইসলামের নামে,ইসলামের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও পবিত্র হাদিস শরীফের শব্দ ও বাক্যবলীর নামে গঠিত বহু দলে-উপদলে বিভক্ত হওয়ায় দলগুলোর অনুসারীদের ভিতর **الْعُلَمَاءُ (উলামা) তথা জ্ঞানীলোকের** সংখ্যা কম কিন্তু **الْخُطَبَاءُ (খুতাবা) তথা বক্তার** সংখ্যা বেশী হওয়ায় তারা পরস্পর পরস্পরের গুণ ও জ্ঞানের প্রশংসায় মুখরিত থাকে কিন্তু পাশাপাশি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার গুণ ও জ্ঞানের প্রশংসায় কুন্ঠিত হয়ে পড়ে । আর **" أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)"** নামে দলটির অনুসারীদের বিরোধিতায় ব্যস্ত থাকে । বর্তমান "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ" (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" অন্তর্ভূক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম আলিমদের সম্পর্কেই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা হাদিস শরীফে বলেছেনঃ------ **عَنْ أَبِي ذَرٍ أَنَ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: إِنَّكُمْ فِى زَمَانٍ عُلَمَائُهُ كَثِيْرٌ، وَخُطَبَائُهُ قَلِيْلٌ، مَنْ تَرَكَ فِيْهِ عَشِيْرَ مَا يَعْلَمُ هَوَى أَوْ قَالَ: هَلَكَ، وَسَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَقِلُّ عُلَمَائُهُ ،وَيَكْثُرُ خُطَبَائُهُ ، مَنْ تَمَسَّكَ فِيْهِ بِعَشِيْرِ مَا يَعْلَمُ نَجَا ـ مسند أحمد -(21768)**

অর্থঃ-হযরত আবু জার (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেছেন: নিশ্চয়ই তোমরা এমন এক জামানায় আছ যে জামানার(সময়ের) **الْعُلَمَاءُ (উলামা) তথা জ্ঞানীলোক** বেশী, **الْخُطَبَاءُ(খুতাবা) তথা বক্তা** কম, এই জামানায়(সময়ে) যেই ব্যাক্তি তার জানা দশভাগের একভাগ (আমল) ছেড়ে দেয় সে ধ্বংস হয়ে যাবে আর অচিরেই মানুষের উপর এমন একটি জামানা আসবে সেই জামানার(সময়ের) **الْعُلَمَاءُ (উলামা) তথা জ্ঞানীলোক** কম হবে ও **الْخُطَبَاءُ (খুতাবা) তথা বক্তা** বেশী হবে, ঐ জামানায়(সময়ে) যেই ব্যাক্তি তার জানা দশভাগের একভাগ(আমল)ধরে রাখবে সে পরিত্রাণ পেয়ে যাবে । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২১৭৬৮ ।

বর্তমান "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ" (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" অন্তর্ভুক্ত কয়েক সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম আলিম সামান্য জ্ঞান অর্জন করেই লাফালাফি শুরু করে দেয়,নিজেদের জ্ঞানের ভার সহ্য করতে না পেরে অহংকারের কারণে নম্রতা প্রদর্শন করতে পারে না। অথচ আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা নানাবিধ উত্তম গুণ ও জ্ঞানের অধিকারী হওয়া সত্বেও মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে সর্ববিষয়ে এমনকি নবুয়ত ও রিসালাতের বিষয়েও নম্রতা প্রদর্শনের কথা বলেছেন। যেমন হাদিস শরীফে আছে----------

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَلَسَ جِبْرِيْلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ ، فَإِذَا مَلَكٌ يَنْزِلُ فَقَالَ (১) جِبْرِيْلُ إِنَّ هَذَا الْمَلَكَ مَانَزَلَ مُنْذُ يَوْمِ خُلِقَ قَبْلَ السَّاعَةِن فَلَمَّا نَزَلَ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ رَبُّكَ أَمَلِكًا نَبِيًّا يَجْعَلُكَ، أَوْ عَبْدًا رَسُوْلًا قَالَ جِبْرِيْلُ تَوَاضَعْ لِرَبِّكَ يَا مُحَمَّدُ قَالَ بَلْ عَبْدًا رَسُوْلًا مسند أحمد - (7281)

অর্থঃ-হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, জিবরাইল আলাইহিসসালাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার পার্শ্বে বসে আকাশের দিকে তাকাতেই দেখেন একজন ফেরেস্তা অবতরন করছে ।অতপর জিবরাইল আলাইহিসসালাম বললেন নিশ্চয় এই ফেরেস্তা তার সৃষ্টির পর থেকে এই মুহূর্তের পূর্বে(জমিনে) অবতরন করেন নি। ফেরেস্তা অবতরন করেই বলেন: হে মুহাম্মদ আপনার প্রভু আমাকে আপনার নিকট (এই সংবাদ দিয়ে) প্রেরণ করেছেন যে, তিনি আপনাকে বাদশাহ নবী অথবা সাধারণ উপাসক বা সেবক রাসুল করবেন? জিবরাইল আলাইহিসসালাম বললেন: হে মুহাম্মাদ, আপনার প্রভুর প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করুন । তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা) বললেন: বরং সাধারণ উপাসক বা সেবক রাসুল । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৭২৮১।

আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা মহান আল্লাহ তাআ'লার প্রতি নম্রতা প্রদর্শনার্থে বাদশাহ নবী পছন্দ না করে বরং সাধারণ উপাসক বা সেবক রাসুল পছন্দ করেছেন । তাছাড়া, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা দীর্ঘ হাদিস শরীফের একটি খন্ড বাক্যের বাণীতে বলেছেনঃ----------

عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا لبْنُ عَبَّاسٍ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ مِنْبَرِ الْبَصْرَةَ، قَالَ: : قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم: "إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ إِلاَّ لَهُ دَعْوَةٌ تَنَجَّزَهَا فِى الدُّنْيَا وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي وَأَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ فَخْرَوَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ، وَلاَ فَخْرَ وَبِيَدِي لِوَاءِ الْحَمْدِ، وَلاَ فَخْرَ آدَمُ فَمَنْ دُوْنَهُ تَحْتَ لِوَائِي ـ ـ ـ مسند أحمد -(2736)

অর্থঃ-হযরত আবু নাদরা (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ইবনু আব্বাস রাদিআল্লাহ আনহু বসরার মিম্বরের উপর আমাদেরকে ভাষণ দিয়ে বলেছেনঃ রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেছেন: প্রত্যেক নবীর একটি (বিশেষ)দোয়া ছিল ,তিনি তা দুনিয়াতেই পূর্ণ করে গেছেন, আর আমি আমার দোয়াখানা আমার উম্মতের শাফাআ'তের জন্যে গোপন করেছি, আমি কিয়ামতের দিনে আদম সন্তানের নেতা, এতে (আমার) গর্ব নেই, আর আমিই প্রথম যার পক্ষে পৃথিবী(মাটি)ফেটে যাবে(আমিই প্রথম মাটি থেকে(কবর থেকে)বের হব, এতে (আমার) গর্ব নেই, আমার হাতেই লিয়াউল হামদ(প্রশংসার পতাকা)থাকবে, এতে (আমার) গর্ব নেই, আদম(সহ)তার নিম্নে যারা আছে সবাই আমার পতাকা তলেই থাকবে,--- মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২৭৩৬ ।

عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ ،قَالَ: قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كُنْتُ إِمَامَ النَّبِيِّيْنَ وَخَطِيْبَهُمْ، وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ، وَلاَ فَخْرَ ـ مسند أحمد - (21647)

অর্থঃ- হযরত তুফাইল বিন উবাই ইবনু কা'ব রাদিআল্লাহু আনহু তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করে

বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেছেন: যখন কিয়ামত দিবস হবে তখন আমি নবীদের ইমাম বা নেতা,মুখপাত্র ও তাঁদের শাফাআ'তের অধিকারী হব, এতে (আমার)গর্ব নেই, মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২১৬৪৭ ।

উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফদ্বয়ের ভাষ্য থেকে বুঝা গেল যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা সকল নবী ও রাসুল গণের সরদার, নেতা, মুখপাত্র, শাফাআ'কারী এবং শ্রেষ্ঠ নবী হওয়া সত্বেও নম্রতা প্রদর্শনের প্রেক্ষিতে তাঁকে বিশেষ কোন নবীর সাথে তুলনা করে শ্রেষ্ঠ ঘোষণা দিতেও নিষেধ করেছেণ । যেমন হাদিস শরীফে এসেছেঃ---

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِي، قَالَ : قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم: " لاَ تُخَيِّرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ، أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ (২) عَنْهُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِأُفِيْقُ، فَأَجِدُ مُسَى مُتَعَلِّقًا بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ، فَلاَ أَدْرِي أَجُزِيَ بِصَعْقَةِ الطُّوْرِ، أَوْ أَفَاقَ قَبْلِي ـ مسند أحمد - (11459)

অর্থঃ- হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেন: "তোমরা নবীদের মধ্যে তুলনা করোনা (একজনকে অপর জনের উপর প্রধান্য বা শ্রেষ্ঠত্য দিওনা),আর আমিই প্রথম যার পক্ষে পৃথিবী(মাটি)ফেটে গেলে আমি সংজ্ঞা ফিরে পাব, অতপর আমি মুসা আলাইহিসসালামকে আরশের কোন একটি স্তম্ভের সাথে সম্পৃক্ত পাব, আমি জানি না তাঁকে তুরের(তুর পাহাড়ের)সংজ্ঞাহীনতার পুরস্কার দেওয়া হয়েছে অথবা সে আমার পূর্বে সংজ্ঞা পেয়েছে । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১১৪৫৯।

উপরোক্ত হাদিস শরীফে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার অধিক নম্রতা প্রদর্শিত হয়েছে ।"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভুক্ত কয়েক সর্বনিকৃষ্ট মুনাফিক মুসলিমদের উচিৎ সত্যিকারের মুমিন-মুসলিম হওয়ার জন্যে উপরোক্ত হাদিস শরীফ থেকে নম্রতা-ভদ্রতা ও আদব তথা শিষ্টাচারিতা শিক্ষা নেওয়া ।

বর্তমান "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ" (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভুক্ত কয়েক সর্বনিকৃষ্ট মুনাফিক মুসলিম আলিম হয়ে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার উম্মত দাবী করে নম্রতার পরিবর্তে ঔদ্ধত্যতার সাথে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার জ্ঞানের ভুল ধরে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার **عِلْمُ الْغَيْبِ (ইলমু গায়বি) তথা অদৃশ্যবিষয়ের জ্ঞান** নাই বলে অধিকার বিহীন আদব বা শিষ্টাচার বির্জিত মন্তব্য করে । তারা **(("أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ"** (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভুক্ত কয়েক সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম উলামারা**))** উপরে বর্ণিত দুটি হাদিস শরীফ চক্ষু খুলে দেখে গবেণামূলক নির্মল-স্বচ্ছ-পবিত্র মন নিয়ে পড়ে না ও উপলব্ধি করে না । এদের মধ্যে নম্রতা-ভদ্রতা ও আদব তথা শিষ্টাচারিতা নেই, । কারণ এরা বেয়াদব তথা অশিষ্ট ও মুনাফিক মুসলিম । যেখানে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা নিজেই নিজের **عِلْمُ الْغَيْبِ (ইলমু গায়বি) তথা অদৃশ্যবিষয়ের জ্ঞান** আছে মর্মে বলেছেন----------

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: أُوْتِيْتُ مَفَاتِيْحَ كُلِّ شَيْءٍ إِلاَّ الْخَمْسَ ((إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنْزِلُ الْغَيْثَ وَ يَعْلَمُ مَا فِى الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوْتُ، إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ (سُوْرَةُ لُقْمَانَ ـ الْأَيَةُ 34) ـ مسند أحمد - (5684)

অর্থঃ-হযরত ইবনু ওমর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী বলেন: **পাঁচটি**"عِلْمُ الْغَيْبِ"(ইলমুল গায়বি) তথা" অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান" **ব্যাতীত সব কিছুর চাবি আমাকে দেওয়া হয়েছে** । ((নিশ্চয় আল্লাহর কাছেই কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে।তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে তিনি তা

জানেন ।কেউ জানেনা আগামীকাল কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানেনা কোন দেশে সে মৃত্য বরণ করবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত)) । সুরা লুকমান, আয়াত নং-৩৪, মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫৬৮৪।

উপরোক্ত হাদিস শরীফে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা **০৫টি (পাঁচটি عِلْمُ الْغَيْبِ (ইলমু গায়বি) তথা অদৃশ্যবিষয়ের জ্ঞান** ব্যাতীত সব কিছুর জ্ঞান তাঁর আছে বলেছেন ।

আর বর্তমান "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ" (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" অন্তর্ভুক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম আলিমরা নিজেদের জ্ঞানের দৈন্যতা থাকাসত্বেও ঔদ্ধত্যভাব নিয়ে বলে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার عِلْمُ الْغَيْبِ **(ইলমু গায়বি) তথা অদৃশ্যবিষয়ের জ্ঞান** নাই ।

বর্তমান "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ" (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" অন্তর্ভুক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম আলিমদেরকে হাদিস শরীফে বর্ণিত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সাথে তাঁর সাহাবীকেরামগণের(রাদিআল্লাহু আনহুম)প্রদর্শিত আদব তথা শিষ্টাচারিতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে অনুরুপ আদব তথা শিষ্টাচারিতা প্রদর্শন করে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার **عِلْمُ الْغَيْبِ (ইলমু গায়বি) তথা অদৃশ্যবিষয়ের জ্ঞান ও গুণ এবং কার্যাবলী** সম্পর্কে কথা বলতে হবে । অন্যথায় বর্তমান "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ" (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" অন্তর্ভুক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম আলিমরা মুনাফিক আলিম বলে চিহ্নিত ও অভিহিত হবে । আদব তথা শিষ্টাচারিতা এবং নম্রতা প্রদর্শনের চিহ্ন ও লক্ষণ হচ্ছে " **فَقَالَ عَبْدُ اللهِ مَنْ عَلِمَ عِلْمًا فَلْيَقُلْ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلِ اللهُ أَعْلَمُ فَإِنَّ مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ أَنْ يَقُوْلَ لِمَا لاَ يَعْلَمُ اللهُ أَعْلَمُ " ـ ـ مسند أحمد - (3683)**

অর্থঃ- হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহ বলেন: যে কেউ কোন কিছু জানলে তাই বলতে হবে, আর যে জানেনা তাকে বলতে হবে **"আল্লাই ভাল জানেন"**, কেননা নিশ্চয় মানুষের জ্ঞান হল এই যে, যে বিষয়ে যে জানে না সে বিষয়ে তাকে বলতে হবে **"আল্লাই ভাল জানেন"**,। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৩৬৮৩।

তারা উপরোক্ত হাদিস শরীফের(মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫৬৮৪+ ৪২৫২+৩৭৩৩) বণীর ([6]) বিপরীত মন্তব্য করে কিরুপে এরা মুসলিম থাকতে পারে? কখনো মুসলিম থাকতে পারে না । এরা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার জামানার মুনাফিকদের চেয়েও মারাত্মক ঘৃন্য মুনাফিক । কারণ, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার জামানার মুনাফিকরা গোপনে মুনাফিকি করত । আর **বর্তমান** "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ" (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" অন্তর্ভুক্ত সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম আলিমরা প্রকাশ্যে মুনাফিকি করে । আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সাথে তাঁর সাহাবীকেরামগণের(রাদিআল্লাহু আনহুম)প্রদর্শিত আদব তথা শিষ্টাচারিতা সম্পর্কে জানতে হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার বিদায় হজ্বের সময়ে কুরনবীর দিনে ভাষণ প্রদানকালে

([6]) হযরত ইবনু ওমর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী বলেন: **পাঁচটি**"عِلْمُ الْغَيْبِ"(ইলমুল গায়বি) তথা" অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান" **ব্যাতীত সব কিছুর চাবি আমাকে দেওয়া হয়েছে** । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫৬৮৪।

সাহাবীকেরামগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম)প্রদর্শিত আদব তথা শিষ্টাচারিতা দেখুন । বিদায় হজ্জের ভাষণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে বর্ণিত হাদিস শরীফখানাতে দেওয়া হল । হাদিস শরীফখানা হচ্ছে এই- **عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ صلي الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ: أَيُّ يَوْمٍ هَذَا ؟ أَوْ قَالَ :أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا ؟ قَالَ قُلْنَا اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَسَكَتَ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ إِسْمِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ ؟ قَالَ قُلْنَا بَلَى، قَالَ: فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا ؟ قَالَ: أَوْ تَدْرُونَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا ؟ قُلْنَا اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَسَكَتَ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ إِسْمِهِ، قَالَ: أَلَيْسَ ذا الْحِجَّةِ ؟ قُلْنَا بَلَى، قَالَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا ؟ ؟ قُلْنَا اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَسَكَتَ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ إِسْمِهِ، قَالَ: أَلَيْسَتِ الْبَلْدَةَ ؟ قُلْنَا بَلَى، قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يومكُمْ هَذَا، فِى شَهْرِكُمْ هَذَا، فِى بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى، أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ ؟ قَالُوا : نَعَمْ، قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ لِيُبَلِّغِ الشَاهِدُ الْغَائِبَ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ، أَلاَ لاَ تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارِا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ـ مسند أحمد - (20867)**

অর্থঃ-হযরত আবু বকর (**রাদিআল্লাহু আনহু**) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নহর বা কুরবানীর দিনে আমাদেরকে ভাষণ দান করতে গিয়ে বললেন: এটি কোন দিন? অথবা তিনি বললেন: তোমরা কি জান এটা কোন দিন? তিনি (হযরত আবু বকর) বললেন, আমরা বললাম আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই বেশী জানেন, তিনি (হযরত আবু বকর) বললেন: তিনি (**রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা**) চুপ বা নীরব রইলেন, শেষ পর্যন্ত আমরা ধারনা করলাম, তিনি উহাকে (ঐ দিনটিকে) অন্য নামে নামকরন করবেন, তারপর তিনি (**রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা**) বললেন: এটাকি: নহর বা কুরবানীর দিন নয়? তিনি (হযরত আবু বকর) বললেন, আমরা বললাম হা! তিনি (**রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা**) বললেন: এটা কোন মাস? অথবা বললেন: তোমরা কি জান এটা কোন মাস? আমরা বললাম আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই বেশী জানেন, তিনি (হযরত আবু বকর) বললেন: তিনি (**রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা**) চুপ বা নীরব রইলেন, শেষ পর্যন্ত আমরা ধারনা করলাম, তিনি উহাকে (ঐ মাসটিকে) অন্য নামে নামকরন করবেন, তিনি (**রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা**) বললেন: এটাকি: জিল হজ্ব মাস নয়? আমরা বললাম হা!

তিনি (**রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা**) বললেন: এটা কোন দেশ? আমরা বললাম আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই বেশী জানেন, তিনি (হযরত আবু বকর) বললেন: তিনি (**রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা**) চুপ বা নীরব রইলেন, শেষ পর্যন্ত আমরা ধারনা করলাম, তিনি উহাকে (ঐ দেশটিকে) অন্য নামে নামকরন করবেন, তিনি (**রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা**) বললেন: এটাকি শহর (মক্কা নগরী) নয়? আমরা বললাম হা!

তিনি (**রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা**) বললেন: নিশ্চয় তোমাদের রক্ত, মাল-ধনসম্পদ তোমাদের প্রভু তাবারকা ওআ তাআ'লার সাথে তোমাদের সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত এই শহরে, এই মাসে এই দিনের সম্মানের মত সম্মাণিত । জেনে রেখো! আমি কি (আল্লাহর বাণী) পৌঁছিয়ে দিয়েছি? তারা বললেন: হা, আল্লহুম্মা, স্বাক্ষী থাকুন, উপস্থিত জন অনুপস্থিতজনদের নিকট আমার বাণী পৌঁছিয়ে দিবে, অনেক এমন রয়েছে যার নিকট আমার বাণী পৌঁছানো হয়েছে সে শ্রোতার চেয়ে বেশী মনে রাখতে পারে বা জ্ঞানী । সাবধান! তোমরা আমার পরে কাফির হয়ে যেয়োনা যে, তোমাদের কতকজন কতকজনের (একজন আরেকজনের) গর্দানে আঘাত করবে। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২০৮৬৭।

উপরোক্ত হাদিস শরীফে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বিদায় হজ্জের কুরবানীর দিনে ভাষণ প্রদানকালে তাঁর সাহাবীকেরামগণকে (রাদিআল্লাহু আনহুম) তাঁদের জানা তিনটি বিষয়ে**(আজকের দিনটি কোন দিন, আজকের মাসটি কোন মাস ও এই দেশটি কোন দেশ)** জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা আদব তথা শিষ্টাচারিতার উচ্চস্তর প্রদর্শন করে জানা (জ্ঞাত) প্রশ্নের উত্তরে বললেন **"আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই সবচেয়ে বেশী জানেন"** । সাহাবীকেরামগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) উত্তরে আদব তথা শিষ্টাচারিতার প্রকাষ্টাই প্রদর্শিত হয়েছে । এর কারণ হল সাহাবীকেরামগণ (রাদিআল্লাহু আনহুম) বনী আমেরের লোকটির প্রশ্নের উত্তরে ([7]) প্রদত্ত মহান আল্লাহ তাআ'লার প্রতি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার অধিক আদব তথা শিষ্টাচারিতাপূর্ণ উত্তরের মত নানাবিধ বিষয় থেকে প্রশিক্ষণ পেয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সংস্পর্শে থেকে অধিক উত্তম মানুষে পরিণত হয়েছেন । যার ফলশ্রুতিতে তাদের উত্তরও অধিক আদব তথা শিষ্টাচারিতাপূর্ণ হয়েছে। যেখানে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা স্বয়ং নিজেই বনী আমেরের লোকটির প্রশ্নের উত্তরে সরসরি **"হা অথবা না"** বলে বরং উত্তরের বিষয়টি আল্লাহ তাআ'লার দিকে সোপর্দ করে দিয়ে বললেন **"আল্লাহই ভাল জানেন"** । আর সাহাবীকেরামগণকে (রাদিআল্লাহু আনহুম) তাঁদের জানা তিনটি বিষয়ে তাঁরা আদব তথা শিষ্টাচারিতার উচ্চস্তর প্রদর্শন করতে পারেন সেখানে "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ" (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" অন্তর্ভুক্ত সর্বনিকৃষ্ট কয়েকজন মুসলিম আলিম তাদের অজানা বিষয়ে আদব তথা শিষ্টাচারিতার নূন্যতম স্তরও প্রদর্শন করতে পারেন না। এর কাণ হল তারা বাস্তবে মুসলিমই নয় বরং তারা বাস্তবে আদব তথা শিষ্টাচারিতা বিবর্জিত মুনাফিক মুসলিম ।

যাহোক, "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ" (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর" অন্তর্ভুক্ত কয়েকজন সর্বনিকৃষ্ট মুসলিম আলিম তারা তাদের পাপে নিমজ্জিত থাকার কারণে **"সৃজনশীল গুণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়ার"** গুণটি অর্জনে অক্ষম ও ব্যর্থ বিধায় তারা গুণের এই স্তর অস্বীকার করেই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার **عِلْمُ الْغَيْبِ (ইলমু গায়বি) তথা অদৃশ্যবিষয়ের জ্ঞান** নাই বলে অধিকার বিহীন আদব তথা শিষ্টাচারিতা বিবর্জিত মন্তব্য করে । অথচ এই **"সৃজনশীল গুণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়ার"** গুণটি অর্জনের জন্যে একজন সাধারণ মুসলিমকে অধিক পরিশ্রম ও ইবাদত-সাধনা করা লাগে । কোন মুসলিম মানুষ সর্ব প্রকার পাপ থেকে মুক্ত হয়ে **সৃজনশীল গুণ ও শক্তিসম্পন্ন** গুণটি অর্জন করতে সক্ষম হলে তখন তাকে **وَلِيُّ اللهِ বা আল্লাহর ওলী** বলা হয় । একজন মুসলিম মানুষ ধর্মীয় অনুশাসনের ফরজ কার্যাবলী সম্পাদন করার পর নফল ইবাদতে কঠোর পরিশ্রম ও সাধনা করেই **সৃজনশীল গুণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন وَلِيُّ اللهِ বা আল্লাহর ওলী** হতে পারবে বলে তা বুখারী শরীফের নিম্নে বর্ণিত হাদিস শরীফখানা ব্যাখ্যসহ অধ্যয়ন করলে সম্যক উপলব্ধি করা যাবে । হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার একটি হাদিস শরীফ (হাদিসে কুদসী) এখানে উল্লেখ করে উহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করব ইনশা আল্লাহু তাআ'লা হাদিস শরীফখানা এই ----------

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم:"

اِنَّ اللهَ قَالَ: مَنْ عَادَ لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ" مَا تَقَرَّبَ اِلَيَّ عَبْدِيْ بِشَيْئٍ اَحَبَّ اِلَيَّ مِمَّا

اِفْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِيْ يَتَقَرَّبُ اِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى اُحِبَّهُ فَاِذَا اَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِيْ يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِيْ

([7]) বনী আমেরের লোকটির প্রশ্নটি ছিল, **"জ্ঞানের এমন কিছু অবশিষ্ট আছে কি যা আপনি জানেন না"? ,** পৃষ্ঠা নং- ৫০৩ ।

" يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِىْ يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِىْ يَمْشِىْ عَلَيْهَا– البخاري(6502)

(অর্থঃ-হযরত আবু হুরায়রা (রাদিআল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ বলেন :যে আমার ব›দ্ধুর সাথে শত্রুতা করল আমি(আল্লাহ) তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম, আমি বান্দার উপর যা ফরজ করেছি এর চেয়ে উত্তম বস্তু দিয়ে বান্দা আমার নিকট সান্নিধ্য লাভ করে না। আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার সান্নিধ্য লাভ করে বা আপন হয় এমনকি এর ফলে আমি তাকে ভালবেসে ফেলি। যখন আমি তাকে ভালবেসে ফেলি তখন আমি তার কর্ণ হয়ে যাই যে কর্ণ দিয়ে সে শুনে, তার চক্ষু হয়ে যাই যে চক্ষু দিয়ে সে দেখে, তার হাত হয়ে যাই যে হাত দিয়ে সে ধরে এবং আমি তার পা হয়ে যাই যে পা দিয়ে সে হাটে",। বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬৫০২।)

আল-মু'জামুলআওসাত, তাবারানীতে অনুরূপ আরো একটি হাদিস শরীফ রয়েছে তা দেওয়া হল ।

عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رسول الله صلي الله عليه وسلم، قَالَ:إِنَّ اللهَ يَقُوْلُ : مَنْ عاَهَانَ لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ اِسْتَحَلَّ مُحَارَبَتِي، وَ مَا تَقَرَّبَ اِلَيَّ عَبْدِيْ مِنْ عِبَادِي بِمِثْلِ أَدَاءِ فَرَائِضِي، وَ إِنَّ عَبْدِيْ لَيَتَقَرَّبُ اِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا اَحْبَبْتُهُ كُنْتُ عَيْنَيْهِ الَّتِىْ يَبْصُرُ بِهِمَا أُذُنَيْهِ الَّتِىْ يَسْمَعُ بِهِمَا وَيَدَهُ الَّتِىْ يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَيْهُ الَّتِىْ يَمْشِىْ عَلَيْهَا – (9352) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ-হযরত আয়িশা (রাদিআল্লাহু আনহা)থেকে বর্ণিত,: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ বলেন : যে আমার বন্ধুকে অপমান করল তার সাথে আমার যুদ্ধ বৈধ হয়ে গেল, আমার ফরজ আদায় বা সম্পাদনের অনুরূপ দিয়ে বান্দা আমার নিকট সান্নিধ্য লাভ করে না। নিশ্চয় আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার সান্নিধ্য লাভ করে বা আপন হয় এমনকি এর ফলে আমি তাকে ভালবেসে ফেলি। যখন আমি তাকে ভালবেসে ফেলি তখন আমি তার চক্ষু হয়ে যাই যে চক্ষু দিয়ে সে দেখে, তার কর্ণ হয়ে যাই যে কর্ণ দিয়ে সে শুনে, তার হাত হয়ে যাই যে হাত দিয়ে সে ধরে এবং আমি তার পা হয়ে যাই যে পা দিয়ে সে হাটে",।আল-মু'জামুলআওসাত, তাবারানী,হাদিস শরীফ নং-৯৩৫২ ।

(ক) উপরোক্ত হাদিস শরীফদ্বয়ের ভাষ্য থেকে একথাটি বুঝা গেল যে, মহান আল্লাহ তাআ'লার وَلِىُّ اللهِ (ওয়ালি উল্লাহ) তথা আল্লাহর ওলী বা বন্ধুর সাথে কেহ শত্রুতা করলে বা তাঁকে অপমান করলে আল্লাহ তাআ'লা উক্ত শত্রুর সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কতটুকু উচ্চস্তরে পৌঁছলে একজন মুসলিম মানুষকে وَلِىُّ اللهِ (ওয়ালি উল্লাহ) তথা আল্লাহর ওলী বা বন্ধু বলা হয় এবং উক্ত وَلِىُّ اللهِ (ওয়ালি উল্লাহ) তথা আল্লাহর ওলী বা বন্ধুর মর্যাদা ও ক্ষমতা কতটুকু তা আমরা নিম্নে বিস্তারিত বর্ণনা করব ইনশা আল্লাহু তাআ'লা।

(খ) উক্ত হাদিস শরীফদ্বয়ের ভাষ্য থেকে এটা প্রমাণ হয় যে, মহান আল্লাহ তাআ'লা যখন কোন মুসলিম বান্দাকে ভালবাসেন তখন তাঁর তাজাল্লী বান্দার শ্রবন শক্তি, দর্শন শক্তি, ধারন শক্তিচলন শক্তি হয়ে যায়।

(গ) উক্ত হাদিস শরীফদ্বয়ের ভাষ্য থেকে এটাও বোধগম্য হয় যে, মুসলিম বান্দার জন্য দুই প্রকার **"قُرْب" (কুরব)** তথা নৈকট্য হাসিল হয়।

(১) "قُرْبُ الْفَرَائِضِ" (কুরবুল ফারায়িয) তথা ফরজ ইবাদত দ্বারা মহান আল্লাহ তাআ'লার নৈকট্য লাভ হয়।

(২) "قُرْبُ النَّوَافِلِ" (কুরবুল নাওয়াফিল) তথা নফল ইবাদত দ্বারা মহান আল্লাহ তাআ'লার নৈকট্য

লাভ হয়।
উপরে বর্ণিত দুই প্রকার নৈকট্য লাভের দ্বারা একজন মুসলিম মানুষ কতদূর উচ্চস্তরে পৌঁছতে পারেতা নিম্নে উল্লেখ করা হল।
"কুরবুল নাওয়াফিল" দ্বারা বাশারিয়্যাতের সিফাত তথা মানবীয় গুণাবলী দূর হয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লার সিফাত তথা ঐশরিক গুণাবলী মুসলিম বান্দার উপর প্রকাশিত হয়ে থাকে। তখন সে তার সমস্ত শরীর দ্বারা দূর হতে দেখতে ও শুনতে পায় এবং তার দেখার ও শুনার কাজ শুধু চোখ ও কানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। একে মহান আল্লাহ তাআ'লার সিফাত তথা ঐশরিক গুণে ফানা তথা বিলীন হওয়া বলে। এটা নফল ইবাদতের ফল।
"কুরবুল ফারায়িয" দ্বারা মুসলিম মানুষ বা বান্দা সম্পূর্ণ ফানা ফিল্লাহ তথা আল্লাহ তাআ'লাতে বিলীন হয়ে যায়। তখন তার সমস্ত অস্তিত্বের লোপ পায়। এমনকি তার নিজের অস্তিত্বের অনুভূতিও থাকে না। একমাত্র মহান আল্লাহ তাআ'লার অস্তিত্ব ছাড়া অন্য কিছুই আর তার গোচরীভূত হয় না। একে ফানা ফিল্লাহ তথা আল্লাহ তাআ'লাতে বিলীন হওয়া বলা হয় এবং এটা ফরজ ইবাদতের ফল। যখন একজন মুসলিম এই স্তরে পৌছতে সক্ষম হয় তখন সেই মুসলিমটি একজাচগায় অবস্থান করে পৃথিবীর সব জায়গায় যেতে পারেন, উপস্থিত থাকতে পারেন এবং পৃথিবীর সকল স্থানের কথা-বর্তা,আওয়াজ শুনতে পারেন ও পৃথিবীর সব কিছু দেখতে পারেন ।এমতাবস্থায় উক্ত বান্দাকে সকল স্থানে হাজির-নাযির বলা হয়ে থাকে ।
সাধারণ মুসলিম বান্দার বেলায় যেহেতু এ স্তর হাসিল হয় তা হলে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার বেলায় কতটুকু উচ্চস্তর হাসিল হয়েছে তা আপনি ভাল করে গভীরভাবে অনুধাবন করে দেখুন। এই কুরবুল ফারায়িয ও কুরবুল নাওয়াফিল তখনই লাভ হয়ে থাকে যখন ফরজ ইবাদত ঠিকমত আদায় করে সন্নত ও নফল আদায় করা হয়। উপরে একজন মুসলিম মানুষের "**সৃজনশীল গুণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন**" হওয়ার ব্যাখ্যা বিস্তারিত আলোচনা করা হল । অতীত কালে (আরো অনেক পূর্বে) "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ" (আরযালুল কুরুনি)তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " অন্তর্ভুক্ত মুসলিম মানুষেরা বুখারী শরীফ ও আল-মু'জামুলআওসাত, তাবারানী শরীফের উক্ত হাদিস শরীফদ্বয় বিশ্বাস করে এবং তদানুযায়ী আমল করে হযরত আব্দুল কাদির জিলানী,হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী ও শাহ জালাল ইয়ামিনি রহমাতুল্লাহি আলাইহিমগণের মত অনেকেই **সৃজনশীল গুণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন وَلِيَّ اللهِ বা আল্লাহর ওলী** হয়েছেন । বর্তমান কালের"أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ" (আরযালুল কুরুনি)তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর "(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী থেকে শুরু করে কিয়ামত সংঘটন পর্যন্ত সময় কাল) অন্তর্ভুক্ত নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ বুখারী শরীফ ও আল-মু'জামুলআওসাত, তাবারানী শরীফের উক্ত হাদিস শরীফদ্বয় বিশ্বাস করে না এবং তদানুযায়ী আমল করে না বিধায় তারা **সৃজনশীল গুণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন وَلِيَّ اللهِ বা আল্লাহর ওলীর** উচ্চস্তর নিজেরা পৌঁছাতে অক্ষম বিধায় এই উচ্চস্তরটি অস্বীকার করে ফেলে । এরা হচ্ছে মুনাফিক মুসলিম । কারণ তারা **সৃজনশীল গুণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন وَلِيَّ اللهِ বা আল্লাহর ওলীর** উচ্চস্তরটি অস্বীকার করার পাশাপাশি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদার গুণাবলীসমূহের অন্তর্ভুক্ত **৩ নং গুণ>>"সৃজনশীল গুণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়া"৩<<**অস্বীকার করে। ।**সৃজনশীল গুণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন** وَلِيَّ اللهِ বা আল্লাহর ওলীগণ স্বল্পপরিসরে আর নবী-রাসুল আলাইহিমুস সালামগণ বিস্তৃত পরিসরে বিশ্বজগতের সকল বস্তু ও প্রাণীর ভাষা,কথা-বার্তা এবং দুখঃ,বেদনা ও আর্তনাদ সবই বুঝে থাকেন । নবী-রাসুল আলাইহিমুস সালামগণের তিরোধানের

পর পরবর্তীকালে **সৃজনশীল গুণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন** وَلِيَّ اللهِ বা আল্লাহর ওলীগণ নবী-রাসুল আলাইহিমুসসালামগণের **সৃজনশীল গুণটি** ধরে রাখেন এবং এর ধারাবাহিকতার বিকাশ ঘটিয়ে থাকেন।

এখন **সৃজনশীল গুণ ও শক্তিসম্পন্ন** আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদার গুণাবলীসমূহের অন্তর্ভুক্ত **৩ নং গুণ>> সৃজনশীল গুণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন<<** কার্যাবলীর কতগুলো ঘটনার উদাহরণ হাদিস শরীফ থেকে নিম্নে দেওয়া হল ।

(১) عَنْ يَعْلَى بْنِ سَبَابَةَ ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي مَسِيْرٍ لَهُ ، فَأَرَادَ أَنْ يَقْضِيْ حَاجَةً ، فَأَمَرَ وَدِيَتَيْنِ فَانْضَمَّتْ إِحْدَاهُمَا إِلَى الْأُخْرَى، ثُمَّ أَمَرَهُمَا فَرَجَعَتَا إِلَى مَنَابِتِهِمَا ـ مسند أحمد - (17833)

অর্থঃ-হযরত ইয়া'লা বিন সাবাবাহ থেকে বর্ণিত,তিনি বলেনঃ আমি কোন এক ভ্রমনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সাথে ছিলাম। এমনি সময়ে তিনি প্রয়োজন(বাথরুম বা ওয়াসরুমের মত প্রয়োজন)সারতে ইচ্ছা পোষণ করলেন। এমতাবস্থায় তিনি দুটি চারা গাছকে(ছোট গাছকে) আদেশ করলে একটি আরেকটির সাথে মিলে গেল।(প্রয়োজন শেষে পূনরায়)আদেশ করলে উভয়টিই তাদের স্ব-স্বস্থানে ফিরে গেল ।মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ১৭৮৩৩।

(২) عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَنَزَلَ مَنْزِلاً، فَقَالَ لِي: اِئْتِ تِلْكَ الْأَشَاءَتَيْنِ فَقُلْ لَهُمَا : إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَأْمُرُكُمَا أَنْ تَجْتَمِعَا، فَأَتَيْتُهُمَا فَقُلْتُ لَهُمَا : فَوَثَبَ إِحْدَاهُمَا إِلَى الْأُخْرَى، فَاجْتَمَعَتَا ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَاسْتَتَرَ بِهِمَا، فَقَضَى حَاجَتَهُ ، ثُمَّ وَثَبَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَى مَكَانِهِمَا ـ مسند أحمد - (17838)

অর্থঃ-হযরত ইয়া'লা বিন মুররাহ (রাদিআল্লাহ আনহু) তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেনঃ আমি কোন এক সফরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সাথে ছিলাম । অতপর তিনি কোন একটি স্থানে অবতরণ করে আমাকে বললেন: "তুমি ঐ বস্তু দুটির কাছে যেয়ে বল: নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তোমাদের উভয়কে একসাথে মিলে যেতে বলেছেন, আমি তাদের কাছে যেয়ে উভয়কে বললাম: তাদের উভয়ের একটি অপরটির দিকে লাফ দিলে উভয়টিই এক সাথে মিলে গেল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বের হয়ে উভয়টি দিয়ে নিজেকে ঢেকে নিয়ে তাঁর প্রয়োজন(বাথরুম বা ওয়াসরুমের মত প্রয়োজন)সারলেন। অতপর দুটি বস্তুর প্রত্যেকটিই তাদের স্ব-স্বস্থানের দিকে লাফ দিল(চলে গেল) । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং -১৭৮৩৮ ।

(৩) عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ الثَّقَفِيِّ قَالَ: ثَلاَثَةُ أَشْيَاءِ رَأَيْتُهُنَّ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَيْنَا نَحْنُ نَسِيْرُ مَعَهُ إِذْ مَرَرْنَا بِبَعِيْرٍ يُسْنَى عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَآهُ الْبَعِيْرُ جَرْجَرَ وَضَعَ جِرَانَهُ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ، فَقَالَ: أَيْنَ صَاحِبُ هَذَا الْبَعِيْرِ ؟ فَجَاءَ ، فَقَالَ: بِعْنِيْهِ، فَقَالَ: لاَ بَلْ أَهَبُهُ لَكَ، فَقَالَ :لاَ بِعْنِيْهِ قَالَ: لاَ بَلْ نَهَبُهُ لَكَ، وَإِنَّهُ لأَهْلِ بَيْتٍ مَالَهُمْ مَعِيْشَةٌ غَيْرُهُ قَالَ: أَمَا إِذْ ذَكَرْتَ هَذَا مِنْ أَمْرِهِ، فَإِنَّهُ شَكَا كَثْرَةَ الْعَمَلِ وَقِلَّةَ الْعَلَفِ، فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِ، قَالَ: ثُمَّ سِرْنَا فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً، فَنَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ، فَجَاءَتْ شَجَرَةٌ تَشُقُّ الْأَرْضَ،حَتَّى غَشَيَهُ،ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى مَكَانِهَا، فَلَمَّا اِسْتَيْقَظَ ذَكَرْتُ لَهُ، فَقَالَ: هِيَ شَجَرَةٌ اِسْتَأْذَنَتْ رَبَّهَا عَزَّ وَ جَلَّ فِي أَنْ تُسَلِّمَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، فَأَذِنَ لَهَا قَالَ: ثُمَّ سِرْنَا فَمَرَرْنَا بِمَاءٍ ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ بِابْنٍ لَهَا بِهِ جِنَّةٌ ، فَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِمِنْخَرِهِ، فَقَالَ: اخْرُجْ إِنِّي مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ، قَالَ: ثُمَّ سِرْنَا ، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ سَفَرِنَا مَرَرْنَا بِذَلِكَ الْمَاءِ، فَأَتَتْهُ

الْمَرْأَةُ بِجُزُرٍ وَ لَبَنٍ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرُدَّ الْجُزُرَ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ فَشَرِبَ مِنَ اللَّبَنِ، فَسَأَلَهَا عَنِ الصَّبِيِّ فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا رَأَيْنَا مِنْهُ رَيْبًا بَعْدَكَ ــ مسند أحمد - (17839)

অর্থঃ- ইয়া'লা বিন মুররা ছাকাফী (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা থেকে তিনটি জিনিস দেখলাম। ----------

(ক) আমরা তাঁর সাথে পথ চলতে চলতে পানি আনীত(বহনকৃত) একটি উটের পার্শ্ব দিয়ে চলে গেলাম, যখন উটটি তাঁকে(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে)দেখল সে গর্জন করে তার গ্রীবাদেশের অগ্রভাগ অবদমিত করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা দাঁড়ায়ে/থেমে বললেন: এই উটটির মালিক কোথায় ? সে আসল, অতপর তিনি(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)বললেন: তুমি উহা আমার নিকট বিক্রি কর, সে বলল: না, বরং আমি উহা আপনাকে দান করব, তিনি বললেন: না, তুমি উহা আমার নিকট বিক্রি কর, সে বলল: না, বরং আমি উহা আপনাকে দান করব, এটা হচ্ছে আহলি বাইতির জন্যে যাদের এটা ছাড়া অন্য কোর জীবিকা নেই। তিনি(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)বললেন: তুমি উটের বিষয় বললে ঠিকই, উট কিন্তু বেশী কাজের ও কম খাদ্যের অভিযোগ করছে, তোমরা তার সাথে ভাল আচরণ কর,

(খ) তিনি(ইয়া"লা বিন মুররা ছাকাফী)বললেন: অতপর আমরা ভ্রমন করে এক মনজিলে গিয়ে অবতরন করলাম, পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ঘুমালে এক গাছ মাটি চিড়ে এসে তাঁকে ঢেকে ফেলল অতপর গাছটি তার স্বস্থানে ফিরে গেল । যখন তিনি ঘুম থেকে জাগ্রত হলেন তাঁর নিকট বিষয়টি উল্লেখ করলাম, তিনি বললেন: এটা একটি গাছ যা তার প্রভূর নিকট রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে সালাম দেওয়ার অনুমতি চাইলে তিনি তাকে অনুমতি দেন।

(গ) তিনি(ইয়া"লা বিন মুররা ছাকাফী)বললেন: অতপর আমরা ভ্রমন করে পানির পাশ দিয়ে চলে গেলে একজন মহিলা তার পাগলামিগ্রস্ত একটি ছেলে নিয়ে তাঁর নিকট আসলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তার(ছেলেটির)নাকে ধরে বললেন: তুমি বের হও, আমি আল্লাহর রাসুল মুহাম্মদ, তিনি(ইয়া"লা বিন মুররা ছাকাফী)বললেন: অতপর আমরা ভ্রমন করে যখন ভ্রমন থেকে ফিরে এসে ঐ পানির পার্শ্ব দিয়ে গেলাম, তখন ঐ মহিলাটি উট / ভেড়া বা ভেড়ার গোস্ত ও দুধ নিয়ে আসলে তিনি(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা)মহিলাটিকে উট / ভেড়া বা ভেড়ার গোস্ত ফেরত নিতে আদেশ করলেন এবং তাঁর সাহাবীগণকে আদেশ করলে তারা দুধ পান করলেন, অতপর তিনি(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) মহিলাটিকে তার সন্তানটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে বলল: যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ, আমরা এরপর তার(ছেলেটির)থেকে কোন সন্দেহ দেখিনি। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং -১৭৮৩৯ ।

(8) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ أَهْلُ بَيْتٍ مِنَ الْأَنْصَارِ لَهُمْ جَمَلٌ يَسْنُوْنَ عَلَيْهِ ، وَإِنَّ الْجَمَلَ اسْتَعْصَتْ عَلَيْهِمْ ، فَمَنَعَهُمْ ظَهْرَهُ، وَإِنَّ الْأَنْصَارَ جَاؤُوا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالُوا: إِنَّهُ كَانَ لَنَا جَمَلٌ نَسْنِي عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ اسْتَصْعَبَ عَلَيْنَا، وَمَنَعَنَا ظَهْرَهُ ، وَقَدْ عَطِشَ الزَّرْعُ وَ النَّخْلُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: قُومُوا فَقَامُوا فَدَخَلَ الْحَائِطَ وَالْجَمَلُ فِي نَاحِيَةٍ، فَمَشَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَحْوَهُ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّهُ قَدْ صَارَ مِثْلَ الْكَلْبِ الْكَلْبِ،وَإِنَّا نَخَافُ عَلَيْكَ صَوْلَتَهُ، فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيَّ مِنْهُ بَأْسٌ، فَلَمَّا نَظَرَ الْجَمَلُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَقْبَلَ نَحْوَهُ، حَتَّى خَرَّ سَاجِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِنَاصِيَتِهِ أَذَلَّ مَاكَانَتْ قَطُّ، حَتَّى أَدْخَلَهُ فِي الْعَمَلِ، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ : يَا نَبِيَّ اللهِ هَذِهِ بَهِيْمَةٌ لَا تَعْقِلُ تَسْجُدُ لَكَ، وَنَحْنُ نَعْقِلُ فَنَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ فَقَالَ: لَا يَصْلُحُ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ، وَلَو صَلَحَ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ

أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا،مِنْ عِظْمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَو كَانَ مِنْ قَدَمِهِ إِلَى مَفْرَقِ رَأْسِهِ قَرْحَةٌ تَنْبَجِسُ بِالْقَيْحِ و الصَّدِيْدِ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْهُ تَلْحَسُهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ ـ مسند أحمد - (12809)

অর্থঃ-হযরত আনাস বিন মালিক রাদিআল্লাহু আনহুথেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আনসার পরিবারের পানি আনীত(বহনকৃত)একটি উট ছিল।আর সে উটটি তাদের অবাধ্য হয়ে তাদেরকে এর পিঠটি দিতে(ব্যবহার করতে) অস্বীকার করল,তারা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার নিকট এসে বলল: আমাদের একটি উট আছে,উহা আমাদের অবাধ্য হয়ে আমাদেরকে তার পিঠ ব্যবহার করতে অস্বীকার করল,অথচ শস্য ও খেজুর গাছ পিপাসার্ত হয়ে পড়েছে। (এ কথা শুনে) রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর সাহাবীদেরকে বললেন: তোমরা উঠ,তারা উঠল, তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) উটটি কোন এক কোনে থাকা অবস্থায় প্রাচীরে প্রবেশ করলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা উহার (উটটির) দিকে চললে আনসারগণ বললেন: হে আল্লাহর নবী, সে(উটটি) কুকুরের মত হয়ে গেছে, আমরা ভয় করছি উহা আপনার উপর আক্রমণ করে ফেলবে। তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)বললেন:উহার পক্ষ থেকে আমার কোন অসুবিধা নেই, যখন উটটি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার দিকে তাকাল তখন উটটি তাঁর(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার)দিকে অগ্রসর হয়ে তাঁর সামনে সেজদায় পড়ে গেল । তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)উহার কপালটি ধরলে উহা এতই বশীভূত হয় গেল যে কখনো উহার কপাল এরকম হয় নি। শেষ পর্যন্ত তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা) উটটিকে কাজে লাগিয়ে দিলেন । সাহাবীগণ তাঁকে বললেন: হে আল্লাহর নবী, এটাতো পশু,বুঝেনা, এটা আপনাকে সেজদা করেছে, আমরাতো বুঝি, আমরা আপনাকে সেজদা করার বেশী অধিকারী, তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)বললেন: মানুষ মানুষকে সেজদা করার উপযুক্ত নয়,যদি মানুষ মানুষকে সেজদা করার উপযুক্ত হত, তা হলে আমি মহিলাকে তার উপর তার স্বামীর মহানত্বের কারণে তার স্বামীকে সেজদা করতে আদেশ দিতাম । যার হাতে আমার প্রান তার শপথ,যদি স্বামীর পা থেকে মাথার সিথি পর্যন্ত পুঁজ বাহিত ক্ষত থাকে অতপর তার স্ত্রী সাদরে(জিহবা দিয়ে) চেটে দেয় তা হলেও সে তার স্বামীর হক বা অধিকার আদায় করে নি ।মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং -১২৮০৯।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ: بِمَ أَعْرِفُ أَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ ؟ قَالَ: (٤) " أَرَأَيْتَ إِنْ دَعَوْتُ هَذَا الْعِذْقَ مِنْ هَذِهِ النَّخْلَةِ أَتَشْهَدُ أَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَدَعَا الْعِذْقَ، فَجَعَلَ يَنْزِلُ مِنَ النَّخْلَةِ حَتَّى سَقَطَ فِي الْأَرْضِ ، فَجَعَلَ يَنْقُرُ حَتَّى أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ: " ارْجِعْ " فَرَجَعَ ، ثُمَّ عَادَ إِلَى مَكَانِهِ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ ــ الْمُعْجَمُ الْأَوْسَطُ (5068)

অর্থঃ-হযরত ইবনু আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একজন আ'রাবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট এসে বলল: আমি কিরূপে চিনব যে, নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রাসুল? তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: তুমি কি মনে কর, যদি আমি এই খেজুর গাছটির খেজুরের কাঁদি বা গুচ্ছকে ডাকি (আর যদি উহা আমার ডাকে সাড়া দেয় তা হলে কি তুমি স্বাক্ষ্য দিবে যে, নিশ্চয় আমি আল্লাহর রাসুল? সে বলল: হা! তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) খেজুরের কাঁদি বা গুচ্ছকে ডাক দিলে উহা খেজুরের গাছ থেকে পড়তে লাগল, অতপর সে উহা কুঁড়াতে কুঁড়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট আসলে তিনি উহাকে (খেজুরের কাঁদি বা গুচ্ছকে) বললেন: চলে যাও, সে চলে গেল, তারপর উহা পুনরায় তার নিজ যায়গায় ফিরে

গেলে সে(আরাবী) বলল: আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই আর নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রাসুল ।আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী, হাদিস শরীফ নং-৫০৬৮।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنْ عُمَرَ عَنْ أَبِيْهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، (حَدِيْثُ الضَّبِّ) أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم (৬) كَانَ فِى مَحْفِلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِيْمٍ قَدْ صَادَ صَيْدًا، وَ جَعَلَهُ فِى كَمِّهِ ، فَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ، فَرَاىَ جَمَاعَةً ، فَقَالَ: عَلَى مَنْ هَذِهِ الْجَمَاعَةُ ؟ فَقَالُوا : عَلَى هَذَا اللَّذِي يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، فَشَقَّ النَاسَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مَااشْتَمَلَتْ النِّسَاءُ عَلَى ذِي لَهْجَةٍ أَكْذَبُ مِنْكَ ،وَلاَ أَبْغَضُ ، وَلَو لاَ أَنْ يُسَمِّيْنِي قَوْمِي عَجُولاً لَعَجَّلْتُ عَلَيْكَ، فَقَتَلْتُكَ، فَسَرَّرْتُ بِقَتْلِكَ النَاسَ جَمِيْعًا، فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ، دَعْنِي أَقْتُلُهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الحَلِيْمَ كَادَ أَنْ يَكُوْنَ نَبِيًّا ؟ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ، فَقَالَ: وَاللَّاتِ وَ الْعُزَّي لاَ آمَنْتُ بِكَ، وَقَدْ قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : "يَا أَعْرَابِي، مَاحَمَلَكَ عَلَى أَنْ قُلْتَ مَا قُلْتَ، وَ قُلْتَ غَيْرَ الْحَقِّ، وَلَمْ تُكْرِمْ مَجْلِسِي ؟ فَقَالَ: وَتُكَلِّمُنِي أَيْضًا ـ اِسْتِخْفَافًا بِرَسُوْلِ اللهِ ـ وَاللَّاتِ وَ الْعُزَّي لاَ آمَنْتُ بِكَ،أَوْ يُؤْمِنُ بِكَ هَذَا الضَّبُّ ؟ فَأَخْرَجَ ضَبًّا مِنْ كَمِّهِ ، وَطَرَحَهُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، فَقَالَ: إِنْ آمَنَ بِكَ هَذَا الضَّبُّ آمَنْتُ بِكَ ـ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم "يَا ضَبُّ !" فَتَكَلَّمَ الضَّبُّ بِكَلَامٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ، يَفْهَمُهُ الْقَوْمُ جَمِيْعًا: لَبَّيْكَ وسَعْدَيْكَ، يَا رَسُوْلَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ! فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم : فَمَنْ تَعْبُدُ ؟ قَالَ: الَّذِي فِى السَّمَاءِ عَرْشُهُ، وَفِى الْأَرْضِ سُلْطَانُهُ، وَفِى الْبَحْرِ سَبِيْلُهُ، وَ فِى الْجَنَّةِ رَحْمَتُهُ، وَفِى النَّارِ عَذَابُهُ . قَالَ: " فَمَنْ أَنَا، يا ضَبُّ ؟ قَالَ: أَنْتَ رَسُوْلُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، وَخَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ صَدَّقَكَ، وَقَدْ خَابَ مَنْ كَذَّبَكَ ـ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ حَقًّا، لَقَدْ أَتَيْتُكَ وَمَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَدٌ هُوَ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْكَ ، وَ اللهِ لَأَنْتَ السَّاعَةَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي،وَمِنْ وَالِدِي، وَقَدْ آمَنْتُ بِكَ بِشَعْرِي،وَبَشَرِي، ,ضمَاخِلِي، وَخَارِجِي، وَسِرِّي وَعَلَانِي .

فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم : " الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي هَدَاكَ إِلَى هَذَا الدِّيْنِ الَّذِي يَعْلُوْ وَلاَ يُعْلَى لاَ يَقْبَلُهُ اللهُ إِلاَّ بِصَلاَةٍ، وَلاَ يَقْبَلُ الصَّلاَةَ إِلاَّ بِقُرْآنٍ "فَعَلَّمَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم (الْحَمْدُ) و(قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا سَمِعْتُ فِى الْبَسْطِ وَلاَ الرَّجْزِ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم :"إِنَّ هَذَا كَلاَمُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَلَيْسَ بِشِعْرٍ، إِذَا قَرَأْتَ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)مَرَّةً، فَكَأَنَّمَا قَرَأْتَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ ،وَإِذَا قَرَأْتَ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) مَرَّتَيْنِ، فَكَأَنَّمَا قَرَأْتَ ثُلُثَيِ الْقُرْآنِ ، وَإِذَا قَرَأْتَ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَكَأَنَّمَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ "، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : نِعْمَ الْإِلَهُ إِلَهُنَا، يَقْبَلُ الْيَسِيْرَ وَيُعْطِي الْجَزِيْلَ - ---------- فَخَرَجَ الْأَعْرَابِيُّ مِنْ عِنْدِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم ، فَلَقِيَهُ أَلْفُ أَعْرَابِيٍّ عَلَى أَلْفِ دَابَّةٍ، بِأَلْفِ رُمْحٍ، وَأَلْفِ سَيْفٍ، فَقَالَ لَهُمْ : أَيْنَ تُرِيْدُوْنَ ؟ فَقَالُوا: نُقَاتِلُ هَذَا اللَّذِي يُكَذِّبُ وَيَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ ، قَالُوا لَهُ صَبَوْتَ ؟ قَالَ: مَاصَبَوْتُ، وَحَدَّثَهُمْ الْحَدِيْثَ ، فَقَالُوا بِأَجْمَعِهِمْ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ ،فَبَلَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ، فَتَلَقَّاهُمْ بِلاَ رِدَاءٍ، فَنَزَلُوا عَنْ رِكَابِهِمْ يُقَبِّلُوْنَ مَوَلَّوال مِنْهُ وَهُمْ يَقُوْلُوْنَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ ، فَقَالُوا : مُرْنَا بِأَمْرٍ يُحِبُّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم قَالَ: " تَكُوْنُوْنَ تَحْتَ رَايَةِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ" قَالَ: فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الْعَرَبِ أَمَنَ مِنْهُمْ أَلْفُ رَجُلٍ جَمِيْعًا غَيْرَ بَنِي سَلِيْمٍ ـــ الْمُعْجَمُ الْأَوْسَطُ لِطَبَرَانِيْ (5996)

অর্থঃ-হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাদিআল্লাহ আনহু) তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তিনি তাঁর সাহাবীদের (রাদিআল্লাহু আনহুম) কোন এক মাহফিলে ছিলেন ।এমনি সময়ে বনী সালিমের একজন লোক আসল যে কোন একটি শিকার করে তা

তার আস্তিনে রেখে তা নিয়ে তার বাসস্থানে চলে গিয়ে একটি দল দেখে বলল: কাদের জন্যে এই দল? তারা বলল: এর জন্যে যে মনে করছে যে, সে নবী, (এই কথাটি) মানুষের(সাহাবীদের রাদিআল্লাহু আনহুম)কষ্ট লাগল ।অতপর লোকটি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট এসে বলল, হে মুহাম্মদ, কথা জানে এমন কোন মহিলাই তোমার চেয়ে বেশী মিথ্যাবাদী ও ঘৃন্য নয়, আমার সম্প্রদায় যদি আমাকে তাড়াহুড়াপ্রিয় বা তড়িৎ মনে না করত তা হলে আমি তোমাকে হত্যার মাধ্যমে সমস্ত মানুষকে সন্তুষ্ট করতাম ।হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু বললেন,ইয়া রাসুলাল্লাহি, আমাকে তাকে হত্যা করতে দিন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন, তুমি কি জাননা নিশ্চয় সহনশীলই নবী হয়?

অতপর সে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট অগ্রসর হয়ে বলল: লাত, উজ্জার শপথ, আমি তোমাকে বিশ্বাস করব না, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাকে বললেন, হে আরাবী, কি সে তোমাকে বাধ্য করেছে তুমি যা বলার বলতে, অসত্য বলতে ও আমার মজলিসকে অসম্মাণ করতে? সে রাসুলুল্লহিকে অবজ্ঞা করে বলল: আবারো কথা বলছ? লাত, উজ্জার শপথ, আমি তো তোমাকে বিশ্বাস করব না, আমার গোসাপও তোমাকে বিশ্বাস করবেনা, এই বলে সে তার আস্তিন থেকে গোসাপটি বের করে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সামনে রেখে বলল: যদি এই গোসাপ তোমাকে বিশ্বাস করে তা হলে আমিও তোমাকে বিশ্বাস করব, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন: হে গোসাপ! গোসাপ এমন স্পষ্ট আরবীতে কথা বলল সম্প্রদায়ের সকলেই বুঝল: গোসাপ বলল: **لَبَّيْكَ وسَعْدَيْكَ، يَا رَسُوْلَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ !** রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা গোসাপকে বললেন : তুমি কার ইবাদত কর ?সে বলল,----------

((الَّذِي فِي السَّمَاءِ عَرْشُهُ، وَفِي الْأَرْضِ سُلْطَانُهُ، وَفِي الْبَحْرِ سَبِيْلُهُ، وَ فِي الْجَنَّةِ رَحْمَتُهُ، وَفِي النَّارِ عَذَابُهُ فَمَنْ ((أَنَا، يا ضَبُّ ؟ قَالَ: أَنْتَ رَسُوْلُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، وَخَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ صَدَّقَكَ، وَقَدْ خَابَ مَنْ كَذَّبَكَ ـ

যার আরশ আকাশে, যার বাদশাহী পৃথিবীতে, যার পথ সাগরে, যার রহমত জান্নাতে ও যার আযাব দোযখে (আমি তাঁরই ইবাদত করি)।

রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা (গোসাপকে) বললেন : হে গোসাপ, আমি কে? সে বলল: আপনি(**رَسُوْلُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، وَخَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ**)রাব্বুল আলামিনের রাসুল, নবীদের শেষ(শেষ নবী), যে আপনাকে সত্য জানবে সে সার্থক আর যে আপনাকে মিথ্যা জানবে সে ব্যর্থ ।

আরাবী বলল: (أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ حَقًّا) আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, আর আপনি হচ্ছেন সত্যিই আল্লাহর রাসুল । আমি আপনার নিকট এমন অবস্থায় এসেছি যখন আপনি ভুপৃষ্ঠে আমার নিকট অত্যন্ত ঘৃন্য ব্যাক্তি আর এখন আপনি আমার নিকট আমার নফসের চেয়ে ও আমার পিতার চেয়ে প্রিয় এবং আমি আপনাকে আমার চুল, চামড়া দিয়ে ও ভিতরে,বাহিরে,গোপনে ও প্রকাশ্যে ঈমান আনলাম । রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন : (আলহামদু লিল্লাহি)আল্লাহর প্রশংসা যিনি তোমাকে এই দ্বীন তথা ধর্মের দিকে পথ দেখাইয়াছেন যা উপরেই থাকবে, এর উপরে কিছুই উপরে উঠবে না, আল্লাহ এই ধর্ম নামাজ ছাড়া গ্রহন করবেন না আর কুরআন ছাড়া নামাজ গ্রহন করবেন না । রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাকে **الْحَمْدُ** এবং **قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ** সুরা শিক্ষা দিলেন। তখন ঐ লোকটি বলল: ইয়া রাসুলাল্লাহি, **الْبَسْطِ وَلاَ الرَّجْزِ** (বাসত ও রাজযি [৪])তে এর চেয়ে সুন্দর কিছু শুনিনি। রাসুলুল্লাহি

---

(৪) বাসত ও রাজযি হচ্ছে আরবী ছন্দের দুটি পদ্ধতি।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাকে বললেন: "নিশ্চয় এটা বিশ্ব প্রভুর বাণী, এটা কোন কবিতা নয়"। যখন তুমি **قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ** একবার পড়বে তা হলে তখন তুমি যেন কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পড়ে ফেললে, যখন তুমি **قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ** দুইবার পড়বে তা হলে তখন তুমি যেন কুরআনের দুই তৃতীয়াংশ পড়ে **ফেললে** আর যখন তুমি **قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ** তিনবার পড়বে তা হলে তখন তুমি যেন পুরা কুরআন পড়ে ফেললে । **আরবী বলল:** আমাদের উপাস্য কতই না চমৎকার, কম গ্রহণ করে বেশী দেন ।

আরবী রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা থেকে বের হলে তার সাথে এক হাজার প্রাণীর উপর এক হাজার বর্শা ও এক হাজার তরবারীসহ এক হাজার আরবীর সাক্ষাৎ হলে সে তাদেরকে বলল: তোমরা কোথায় ইচ্ছে করছ? তারা বলল: এই যে মিথ্যা বলছে ও ধারণা করছে সে নবী তার সাথে যুদ্ধ করব । **আরবী বলল: "لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ",** তারা তাকে বলল, তুমি কি সাবী হয়ে গিয়েছ? **আরবী বলল:** আমি সাবী হয়নি, সে তাদেরকে ঘটনা বর্ণনা করলে তারা সবাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পূর্বেই বলে ফেলল- **" لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ"** ,তিনি(রাসুলুল্লাহি) তাদের সাথে বিনা চাদরেই সাক্ষাৎ করলে তারা বাহন থেকে নেমে এসেই যা থেকে তারা বিমুখ ছিল তা তারা গ্রহন করল আর বলছিল- **"لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ" ।** অতপর তারা বলল: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা পছন্দ করেন এমন কিছু আমাদেরকে আদেশ করুন,তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)বললেন: তোমরা খালিদ বিন ওলীদের পতাকা তলে থাকবে । তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)বললেন: বনী সালিম ছাড়া আরবের এমন কেউ নেই যাদের থেকে এক সাথে এক হাজার লোক ঈমান এনেছে ।আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী, হাদিস শরীফ নং-৫৯৯৬।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ، حَتَّى إِذَا دَفَعْنَا إِلَى حَائِطٍ (৬) مِنْ حِيْطَانِ بَنِي النَّجَّارِ، إِذَا فِيْهِ جَمَلٌ لاَ يَدْخُلُ الْحَائِطَ أَحَدٌ، إِلاَّ شَدَّ عَلَيْهِ، قَالَ: فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، فَجَاءَ حَتَّى أَتَى الْحَائِطَ فَدَعَا الْبَعِيْرَ فَجَاءَ وَاضِعًا مِشْفَرَهُ إِلَى الْأَرْضِ، حَتَّى بَرَكَ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: هَاتُوا خِطَامًا، فَخَطَمَهُ وَدَفَعَهُ إِلَى صَاحِبِهِ، قَالَ: ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى النَّاسِ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، إِلاَّ يَعْلَمُ أَنِّي رَسُوْلُ اللهِ، إِلاَّ عَاصِيَ الْجِنِّ والْإِنْسِ ـ مسند أحمد - (14556)

অর্থঃ-হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাদিআল্লাহ আনহু)থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন: আমরা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাথে সফর থেকে শেষ পর্যন্ত বনী নাজ্জারের প্রাচীরসমূহের কোন এক প্রাচীরের দিকে(প্রবেশ করতে)মনোযোগ দিলাম । হঠাৎ এতে এমন একটি উট দেখা গেল । যে কেহ উক্ত প্রাচীরে প্রবেশ করতে চাইলে উক্ত উট তার উপর কঠোর হয়ে যায় । মানুষেরা(সাহাবীরা)বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার নিকট উল্লেখ করলে তিনি প্রাচীরের নিকট এসে উটটিকে ডাকলে উহা তার ঠোটটিকে মাটির দিকে অবদমিত করে এসে তাঁর নিকট এসে বসে পড়ল।তিনি(জাবের বিন আব্দুল্লাহ)বললেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বললেন: তোমরা নাসিকা বন্ধনী নিয়ে আস, অতপর তিনি উহাকে(উটটিকে)নাসিকে বন্ধনী পড়াইয়ে উহার মালিকের নিকট দিয়ে দিলেন । অতপর মানুষের দিকে তাকিয়ে বললেন: অবাধ্য জিন-মানুষ ছাড়া আকাশ-জমিনের সবকিছুই জানে যে, নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর সাসুল(**رَسُوْلُ اللهِ**) । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং -১৪৫৫৬ ।

উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফগুলোতে এবং অন্যান্য হাদিস শরীফগুলোতে উল্লেখিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে নির্জীব পাথরের সালাম করা, বাথরুমের মত কাজ সম্পাদনে গাছ-পালা,বিভিন্ন

বস্তুরাজি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে আড়াল করা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট উটের মত প্রানীর দু:খ-বেদনা প্রকাশ করা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে সার্বক্ষণিক অদৃশ্যমান প্রানী মত ফেরেস্তাদের ও জিনের সাথে সাক্ষাৎকার দেওয়া ও কথা-বার্তা বলা এবং এসমস্ত বস্তুরাজি,প্রানীর ভাষা বুঝতে পাড়া ও তাদেরই ভাষায় কথোপকথন করার যোগ্যতা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার আছে এবং এ রকম অন্যান্য বিষয়ে অবাধ্য জিন-মানুষের বিশ্বাস না করায় আক্ষেপ করে মনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে বললেন: (**إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، إِلاَّ يَعْلَمُ أَنِّي رَسُوْلُ اللهِ، إِلاَّ عَاصِيَ الْجِنِّ والْإِنْسِ**) অবাধ্য জিন-মানুষ ছাড়া আকাশ-জমিনের সবকিছুই জানে যে, নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর সাসুল**(رَسُوْلُ اللهِ)।** উপরে বর্ণিত বিষয়গলোতে এবং এই ধরনের অন্যান্য বিষয়ে যেই সমস্ত মুসলিম মানুষের ঈমান নেই পৃকৃত পক্ষে তারা মুসলিম নয় বরং তারা মুনাফিক বা কপট মুসলিম ।

এখন **মুজিযা তথা অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন** আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদার গুণাবলীসমূহের অন্তর্ভুক্ত **৪ নং গুণ >> মুজিযা তথা অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়া** সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হচ্ছে ।

"মুজিযা তথা অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়া" গুণটিও সকল নবী-রাসুল আলাইহসসালামগণের জন্যে তাঁদের উত্তম সহজাত প্রবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়েছে । সেই জন্যে সকল নবী-রাসুল আলাইহিমু সসালামগণকে তাঁদের যোগ্যতা অনুসারে কম-বেশী **মুজিযা তথা অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন** করে মানুষের হিদায়াতের জন্যে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে । তবে, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে অত্যাধিক বেশী **মুজিযা তথা অলৌকিক ক্ষমতা** দিয়ে বিশ্বমানবতার দয়াস্বরুপ ও কল্যাণের জন্যে এই প্রথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে । তাই, উম্মতের অভাব, চাহিদা ও যৌক্তিক দাবী পূরনের জন্যে অথবা বিরুদ্ধবাদীদের কোন জবাবের প্রেক্ষিতে কোন কোন সময়ে নবী-রাসুল আলাইহিমু সসালামগণ **মুজিযা তথা অলৌকিক ক্ষমতা** প্রদর্শন করে থাকেন । ফলে, **মুজিযা তথা অলৌকিক ক্ষমতার** মাধ্যমে তাঁদের উম্মতগণের অভাব, চাহিদা ও যৌক্তিক দাবী পূরন হলে তাঁদের উম্মতগণ প্রবোধ ও প্রশান্তি লাভ করেন ।

আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদার গুণাবলীসমূহের অন্তর্ভুক্ত **৪ নং গুণ>> মুজিযা তথা অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়ার<<** কার্যাবলীর কতগুলো উদাহরণ হাদিস শরীফ থেকে নিম্নে দেওয়া হল ।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ، وَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم بَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ يَتَوَضَّأُ مِنْهَا، (৬) إِذْ جَهَشَ النَّاسُ نَحْوَهُ، فَقَالَ: مَاشَأْنُكُمْ ؟ قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لَنَا مَاءٌ نَشْرَبُ مِنْهُ ،وَلاَ مَاءٌ نَتَوَضَّأُ بِهِ، إِلاَّ مَا بَيْنَ يَدَيْكَ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم يَدَهُ فِي الرَّكْوَةِ، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُوْرُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُوْنِ، فشَرِبْنَا جَمِيْعًا وَتَوَضَّأْنَا، فَقُلْتُ: كَمْ كُنْتُمْ ؟ قَالَ: لَوْ كُنَّا مِئَةَ أَلْفٍ كَفَانَا، كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مِئَةً ،ـــ ـ

مسند أحمد - (14746)

অর্থঃ- হযরত জাবের (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: হুদায়বিয়ার দিন(মুসলিম) মানুষেরা রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট থাকা পানির পাত্র থেকে ওজু করা অবস্থায় পিপাসার্ত হলেন। এমনি সময়ে মুসলিম মানুষেরা তাঁর দিকে ক্রন্দনের উপক্রম হলে তিনি বললেন, তোমাদের অবস্থা কি? তারা বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহি, আপনার নিকট থাকা পানি ব্যাতীত আমাদের পানি পান করার পানি নেই, ওজু করার পানি নেই। রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামা তাঁর হাত(মুবারক)পানির পাত্রে রাখতেই ঝর্নার মত তাঁর আঙ্গুলগুলোর মধ্য থেকে পানি প্রবাহিত হতে লাগল। আমরা সকলেই পানি পান করলাম ও ওজু করলাম। আমি(জাবের)বললাম: তোমরা কতজন ছিলে? তিনি বললে, আমরা পনের শত ছিলাম, আমরা যদি এক লক্ষও হতাম তাও যথেষ্ট হত। মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং -১৭৭৪৬ ।

উপসংহারঃ উপরে এই পর্যন্ত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদাসম্বলিত **০৪টি (চারটি)** গুণ >> **১. مَفَاتِيْحُ الْغُيُوْبِ (মাফাতিহুল গুয়ুবি) তথা অদৃশ্যবিষয়সমূহের চাবি হস্তগত হওয়া , ২. مَفَاتِيْحُ خَزَائِنِ الْأَرْضِ (মাফাতিহু খাযায়িনিল আরদি) তথা জমিনের ভান্ডারসমূহের চাবি হস্তগত হওয়া ,৩. সৃজনশীল গুণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়া । ৪. মুজিযা বা অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়া** << সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে ধারাবাহিকভাবে বিস্তারিত আলোচনা করেছি । উপরে বর্ণিত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদাসম্বলিত **০৪টি (চারটি)** গুণ মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে তাঁর (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার) পালনযোগ্য সার্বিক কার্যাবলী, আচার-আচরণ, চাল-চলন اِتِّبَاعٌ (ইত্তিবাউন) তথা অনুসরন-অনুকরন কারী হচ্ছে মুমিন । আর এর বিপরীত বিশ্বাস কারী বা এর বিরোধী মত পোষণ কারী হচ্ছে মুনাফিক বা কপট মুমিন/কপট মুসলিম ।এই ধরণের মুনাফিক বা কপট মুমিন/কপট মুসলিম এবং ইয়াহুদি ও নাসরানীদের(খ্রীষ্টানদের)বেলায়ই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা নিম্নে বর্ণিত হাদিস শরীফে বলেছেন:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: مَنْ سَمِعَ بِيْ مِنْ أُمَّتِيْ ، أَوْ يَهُوْدِيٌّ، أَوْ نَصْرَانِيٌّ، فَلَمْ يُؤْمِنْ بِي لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ ـ مسند أحمد - (19845)

অর্থঃ- হযরত মুসা আল-আশআরী(রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: আমার উম্মতের এবং ইয়াহুদি ও নাসরানীদের(খ্রীষ্টানদের) যেই আমার সম্পর্কে শুনে আমার প্রতি ঈমান আনেনি সে বেহেস্তে যাবে না । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং - ২২৭২৩ । উপরোক্ত হাদিস শরীফে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর উচ্চমর্যাদাসম্বলিত **০৪টি (চারটি)** গুণকে মনে-প্রানে বিশ্বাস না করায় তাঁর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত মুসলিমকে ইয়াহুদি ও নাসরানীদের(খ্রীষ্টানদের)সারিতে রেখেই বলেছেন **"আমার উম্মতের এবং ইয়াহুদি ও নাসরানীদের(খ্রীষ্টানদের) যেই আমার সম্পর্কে শুনে আমার প্রতি ঈমান আনেনি সে বেহেস্তে যাবে না"** । উপরোক্ত হাদিস শরীফে একজন মুসলিমকে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর উম্মত স্বীকার করা সত্বেও বেঈমান বলেছেন । এর কারণ হল এই যে, যেই মুসলিমই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে তাঁর উচ্চমর্যাদাসম্বলিত **০৪টি (চারটি)** গুণকে মনে-প্রানে বিশ্বাস না করবে বাস্তবে সে প্রকৃত মুসলিম নয় বরং সে বাহ্যত মুসলিম সমাজে মুসলিম বলে পরিচিত, বাস্তবে সে হচ্ছে মুনাফিক বা কপট মুমিন/কপট মুসলিম ।

আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদাসম্বলিত **০৪টি (চারটি)** গুণের মধ্যে প্রথম গুণটি>> **১. مَفَاتِيْحُ الْغُيُوْبِ (মাফাতিহুল গুয়ুবি) তথা অদৃশ্যবিষয়সমূহের চাবি হস্তগত হওয়ার** দুটি বিষয় যেমন- **ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয় এবং চলমান প্রস্তুত ও বিদ্যমান الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়** সম্পর্কে উভয়টিকে পৃথক পৃথক যায়গায় উভয়টির জন্যে পৃথক পৃথক উদাহরণ দিয়ে বিস্তারিতভাবে বুঝাতে চেষ্টা করেছি ।

এখন আরো অধিক বোধগম্যের জন্যে **الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়>> ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয় এবং চলমান প্রস্তুত ও বিদ্যমান الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়** সম্পর্কে উভয়টিকেই একসাথে সমন্বয় করে হাদিস শরীফের মাধ্যমে উদাহরণ দিয়ে বুঝাতে চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ তাআ'লা

যেমন হাদিস শরীফে আছে----------

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي يَوْمٍ شَدِيْدِ الْحَرِّ نَحْوَ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ، قَالَ: فَكَانَ النَّاسُ (১) يَمْشُوْنَ خَلْفَهُ، قَالَ: فَلَمَّا سَمِعَ صَوْتَ النِّعَالِ، وَقَرَ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ ،فَجَلَسَ،حَتَّى قَدَّمَهُمْ أَمَامَهُ،لِئَلاَّ يَقَعَ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ مِنَ الْكِبْرِ، فَلَمَّا مَرَّ بِبَقِيْعِ الْغَرْقَدِ إِذَا بِقَبْرَيْنِ قَدْ دَفَنُوا فِيْهِمَا رَجُلَيْنِ، قَالَ: فَوَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ دَفَنْتُمْ هَاهُنَا الْيَوْمَ ؟ قَالُوا يَا نَبِيَّ اللهِ، فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ، قَالَ: إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ الْآنَ، وَيُفْتَنَانِ فِي قَبْرِهِمَا، قَالُوا : يَا رَسُوْلَ اللهِ، فِيْمَ ذَاكَ ؟ قَالَ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَتَنَزَّهُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ، وَأَخَذَ جَرِيْدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا، ثُمَّ جَعَلَهَا عَلَى الْقَبْرَيْنِ ، قَالُوا يَا نَبِيَّ اللهِ، وَلِمَ فَعَلْتَ ؟ لِيُخَفَّفَنَّ عَنْهُمَا، قَالُوا يَا نَبِيَّ اللهِ، وَ حَتَّى مَتَى هُمَا يُعَذَّبَانِ ؟ قَالَ: غَيْبٌ لاَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ اللهُ، وَلَوْ لاَ تَمْرِيْجُ قُلُوْبِكُمْ أَوْ تَزْيِدُكُمْ فِي الْحَدِيْثِ لَسَمِعْتُمْ مَاأَسْمَعُ ــ

مسند أحمد - (22723)

অর্থ- হযরত আবু উমামাতা (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা প্রচন্ড গরমের দিনে বাকিই'ল গারক্বাদের পার্শ দিয়ে চলে গেলেন, তিনি(হযরত আবু উমামাতা রাদিআল্লাহ আনহু) বললেন: মানুষ তাঁর পিছনে চলছিল ছিল, তিনি(হযরত আবু উমামাতা রাদিআল্লাহ আনহু) বলেন: যখন তিনি(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)জুতার আওয়াজ শুনলেন এবং তা তাঁর অন্তরে লেগে গেল, অতপর তিনি বসে পড়লেন, শেষ পর্যন্ত তাদেরকে তাঁর সামনে অগ্রসর করলেন যাতে তাঁর অন্তরে কোন অহংকার ঢুকতে না পারে, যখন তিনি বাকিই'ল গারক্বাদের পার্শ্ব দিয়ে যাবারকালে দুটি কবর এমনভাবে দেখতে পেলেন যাহাতে দুইজন লোককে দাফন করা হয়েছে।তিনি(হযরত আবু উমামাতা রাদিআল্লাহ আনহু)বলেন: এখানে(বাকিই'ল গারক্বাদে) এসে থেমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন: আজকে এখানে তোমরা কাকে দাফন করেছ ? তারা বললেন, হে আল্লাহর নবী,উমুক,উমুককে, তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: এখন তাদের উভয়কে আযাব দেওয়া হচ্ছে, তাদেরকে কবরে পরীক্ষা নেওয়া হবে, তারা বললেন: সেটা কি সে? তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)বললেন: তাদের উভয়ের একজ প্রস্রাব থেকে পবিত্র হতো না আর অপরজন চোগলখুরী নিয়ে চলত, তিনি(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) একটি খেজুরের ডাল নিয়ে ভাগ করে দুটি কবরে লাগিয়ে দিলেন,তারা বললেন, হে আল্লাহর নবী, কেন আপনি এ কাজটি করলেন? তিনি(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)বললেন: তাদের উভয়ের থেকে আযাব হালকা করার জন্যে, তারা বললেন, হে আল্লাহর নবী, **তাদের উভয়কে কখন পর্যন্ত আযাব দেওয়া হবে?**তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)বললেন:(এটা **الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়,** আল্লাহ ছাড়া এটা কেউ জানে না,আর যদি তোমাদের অন্তরের বিশৃঙ্খলা না থাকতো ও কথা-বার্তায় তোমাদের বৃদ্ধি না থাকত তাহলে তোমরাও শুনতে আমি যা শুনি । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং -২২৭২৩ ।

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ:لَمَّا بَعَثَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم إِلَى الْيَمَنِ، خَرَجَ مَعَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ (২) عَلَيْهِ وَ سَلَّم يُصِيْهِ، وَمُعَاذٌ رَاكِبٌ، وَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم يَمْشِيْ تَحْتَ رَاحِلَتِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ، قَالَ: يَا مُعَاذُ، إِنَّكَ عَسَي أَنْ لاَ تَلْقَانِي بَعْدَ عَامِي هَذَا ، وَلَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ بِمَسْجِدِي هَذَا وَ قَبْرِي، فَبَكَى مُعَاذٌ جَشَعًا لِفِرَاقِ

رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ، ثُمَّ اِلْتَفَتَ ، فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ نَحْوَ الْمَدِيْنَةِ، فَقَالَ: إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي الْمُتَّقُوْنَ مَنْ كَانُوا وَ حَيْثُ كَانُوا ــ ــ مسند أحمد - (22476)

অর্থঃ- হযরত মুআ'য বিন জাবাল(রাদিআল্লাহ আনহু) **থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন: যখন** রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাকে ইয়ামিনে পাঠালেন তখন তাকে উপদেশ দেওয়ার জন্যে তার সাথে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাও বের হলেন।মুআ'য(রাদিআল্লাহ আনহু) আরোহী অবস্থায় আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তার বাহনের নীচে চলছিলেন, যখন উপদেশ দেওয়া থেকে অবসর হলেন তখন বললেন: হে, মুআ'য, খুব সম্ভবত এ বৎসরের পর তুমি আমার সাক্ষাৎ পাবেনা, আর তুমি হয়ত আমার মসজিদ ও আমার কবরের পার্শ্ব দিয়ে যাবে, হযরত মুআ'য(রাদিআল্লাহ আনহু) রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার বিচ্ছেদের জন্যে কাঁদলেন। তারপর, তিনি মদিনার দিকে মুখ করে চেয়ে থেকে বললেন: নিশ্চয় মুত্তাকিন বা আল্লহভীরুরা যে যেখানে থাকুন তারা মানুষের মধ্যে আমার আপনজন । মুসনাদু আহমাদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং -২২৪৭৬ ।

উপরে বর্ণিত হাদিস শরীফদ্বয়ের (১) প্রথম হাদিস শরীফখানাতে বর্ণিত দুইটি কবরের আযাব দেখে উভয়টিতে খেজুরের ডাল ভেঙ্গে লাগিয়ে দিয়ে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন উভয় কবরের অযাব হালকা করা হবে । সাহাবীগণ(রাদিআল্লাহু আনহুম)বললেন, **কতকাল আযাব দেওয়া হবে,** নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন: (এটা)**الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়,** আল্লাহ ছাড়া এটা কেউ জানে না । অত্র হাদিস শরীফে বর্ণিত আযাব দেখার বিষয়টি **চলমান প্রস্তুত ও বিদ্যমান الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়ের** সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় আর **কতকাল আযাব দেওয়া হবে** বিষয়টি **ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়ের সাথে** সংশ্লিষ্ট বিষয় । তদ্রূপই **(২)** দ্বিতীয় হাদিস শরীফখানাতে হযরত মুআ'য বিন জাবালকে আগাম সংবাদ দেওয়া যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে এই বৎরের পর হযরত মুআ'য বিন জাবালের সাথে সাক্ষাৎ না হওয়ার বর্ণনার বিষয়টি **চলমান প্রস্তুত ও বিদ্যমান الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়ের** সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার দিন, তারিখ ও সময় অজ্ঞাত রাখা বা থাকা বিষয়টি **ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য الْغَيْبِ (গায়ব) তথা অদৃশ্যবিষয়ের সাথে** সংশ্লিষ্ট বিষয় । মহান আল্লাহ তাআ'লাই ভাল জানেন ।

আলহামদুল্লিাহি,

আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদাসম্বলিত **০৪টি (চারটি)** গুণ >> **১. مَفَاتِيْحُ الْغُيُوْبِ (মাফাতিহুল গুয়ুবি) তথা অদৃশ্যবিষয়সমূহের চাবি হস্তগত হওয়া , ২. مَفَاتِيْحُ خَزَائِنِ الْأَرْضِ (মাফাতিহু খাযায়িনিল আরদি) তথা জমিনের ভান্ডারসমূহের চাবি হস্তগত হওয়া ,৩. সৃজনশীল গুণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়া ।**

৪. মুজিযা বা অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়া << সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে ধারাবাহিকভাবে বিস্তারিত আলোচনা সমাপ্ত করতে পারায় মহান আল্লাহ তাআ'লার অগণিত প্রশংসা করছি>> **الْحَمْدُ لِلَّهِ**। আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উচ্চমর্যাদাসম্বলিত **০৪টি (চারটি)** গুণ সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে ধারাবাহিকভাবে বিস্তারিত আলোচনা থেকে আশা করা যায় উলামাকেরামগণ উপকৃত হবেন।